শ্রী শ্রী হকনাম ভরসা ॥

Dacca 15.2.24 132917 18/9/24

گلزار بوستان

গোল জারে বোস্তান।

মোছান্নেফ।

মহাম্মদ আরেফ দরজি মোঃ ঢাকা রেজেষ্ট্রারী

আফিস আর টি মোক্তার।

পোঃ আঃ সদর ঢাকা

বা সাং মহাকালী পোঃ রমনা, ঢাকা

প্রকাশক ও বিক্রেতা

মহাম্মদ মতিউর রহমান দরজি সাং মহাকালী

পোঃ আঃ রমনা, ঢাকা

আমি এই কেতাব

আমার নিজ ব্যায় দ্বারা

ঢাকা, চওক বাজার আজিমী প্রেসে-

প্রথম বার ছাপা ইলাম ॥

ইংরেজী ১৯২৩ সন।

শ্রীহামিদর্ রহমান খাঁ প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।/০ পাচ আনা মাত্র ॥

শ্রী শ্রী হকনাম ভরসা ॥

Dacca 12917 15.2.24 18.8.24

گلزار بوستان

গোল জারে বোস্তান।

মোছান্নেফ।

মহাম্মদ আরেফ দরজি মোঃ ঢাকা রেজেষ্ট্রারী
আফিস আর টি মোক্তার।
পোঃ আঃ সদর ঢাকা
বা সাং মহাকালী পোঃ রমনা, ঢাকা

প্রকাশক ও বিক্রেতা
মহাম্মদ মতিউর রহমান দরজি সাং মহাকালী
পোঃ আঃ রমনা, ঢাকা

আমি এই কেতাব
আমার নিজ ব্যায় দ্বারা
ঢাকা, চওক বাজার আজিমী প্রেসে-
প্রথম বার ছাপা ইলাম ॥
ইংরেজী ১৯২৩ সন।

শ্রীহামিদর্ রহমান খাঁ প্রিন্টার দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ।/০ পাচ আনা মাত্র ॥

* এলাহি ভরসা *

গোলজারে বোস্তান।

—————•:(*‿*‿*):•—————

পয়ার ॥ লইনু কলম করে ভেবে পরওয়ার ॥ ইহ কাল পর কাল আজ্ঞা বহে জার * ইচ্ছায় করিলা শৃষ্টি এরাজ্য বিশাল ॥ লাস-রিক নাম ধব রব্বেজল জালাল * মনিষ্য ফেরেস্তা কিম্বা জিন পরি যত ॥ ভুজঙ্গ পতঙ্গ, মক্ষি কিট শত ২ * জল স্থল নদী নালা সুখনা ত্বর ॥ কানন পর্ব্বত আদি যত তরুবর * শীত, গ্রীস্ম, উষ্ণ, রৌদ্র বৃষ্টি আর ছায়া ॥ আঠার হাজার আলম জীব শুদ্ধাকায়া * বেহেস্তদো জখ আর লৌহ কলম ॥ আরস, কুরসি, আর, সতত সগম* কৃষ্ণ লুহিত নিলা রং বেশুমার ॥ প্রভাত ও সন্ধা আর উজ্বল আধার * সমভাবে করিয়াছে সকল শুচনা ॥ সব ঠাঁই একরূপ তোমার রচনা * সর্ব্ব ঠাঁই এক রৌদ্র এক বর্ণ ধরে ॥ কবির মানস পদ্দ প্রকটিত করে * যাহাতে ফিরাই নেত্র দেখি অপরূপ ॥ বিরাজিত তুমি তায়ে প্রকাশিয়ে রুপ * স্বরুপে স্বভাবে তুমি বিরাজিত যথা ॥ রাগ নাই দেশ নাই নাহি ভ্রম তথা * সুখ নাই দুঃখ নাই নাই কোন তাপ ॥ জাতি নাই বর্ণ নাই নাই পুণ্য পাপ * সকলি অমার প্রভু তুমি মাত্র সার ॥ উপাসনা ব্যাক্ষা করে হেন সাদ্র কার * সমস্ত নদীর নীর কালী যদি হইত ॥ বৃক্ষ বন যত

তরু কলম হইত ※ সমস্ত আকাশ জমি কাগজ যদি হয়॥ বিরাজিত সর্ব্বজিবে লিখিবার বয় ※ সৃজন হইতে লিখে কিয়ামত তক॥ তারিপ সহশ্র হিস্তে আদায় হওয়া শক ※ কুল নাই মেল নাই নাই গোত্র গাঁই॥ পাদরি গোসাই কাজি মুপ্তী মন্ত্রি নাই ※ ভেক ভাঙ্গ কিছু নাই শতঙ্গ পদ্ধত॥ গুরু নাই শিষ্য নাই নাই মতামত※ বিভু গোত্র বিভু গাই বিভু মেল কুল॥ এক মাত্র তুমি প্রভু সকলের মূল※ না জানিয়ে আপনায় করি অহঙ্কার॥ আমি ২ সবে বলি আমার ২ ※ আপনি পবিত্র ভ্রমে করি অনাচার॥এ আমি কে আমি তাহা না করি বিচার※এ আমি কাহার আমি জানিনে সন্ধান॥ সহজেই ঘুচে জায় আমি অভিমান ※ আমি ২ অভিমান দূর যদি হয়॥ আমার আমিত্ব পাবে আমাতেই লয় ※ আমায় না জানি আমি আমি ২ কই॥ যেই সময়ে মৃত হয় আমি থাকি কই※ শিন্ধু ভরা আছে শুধা বিন্দু নাহি পাই॥ বিষ্য খেতে বিষ্য ধরি, ধরিবার জাই ※ অমুল্য রতন পেয়ে না করি যতন॥ কোথা থাকি কেবা দিল না করি স্বরণ ※ ঘোর ধন্ধ ভ্রমে অন্ধকারে তাই॥ নয়ন থাকিতে জীব দেখিতে না পাই ※ হে নাথ অনাথ নাথ দিন দয়াময়॥ আমি দিন বোধ হীন ক্ষীণ অতিশয় ※ কি ভাবে ভাবিব ভাব নাপাই ভাবিয়া॥ কৃপা কর দয়াময় নিজ জ্ঞান দিয়া ※ যগতে যে দেখি কিছু সকলি তোমার॥ কি দিয়া করিব পুজ্য কি আছে আমার ※ তুমি প্রভু আমি বান্দা তোমারি হয়েছি॥ দিয়েছ পেয়েছি তাই রেখেছি রয়েছি ※ আমারে করেছ দান এই দেহ তুমি॥ তাহাতে দিয়েছ প্রাণ, প্রাণনাথ তুমি ※ যতকাল এই দেহে থাকিবে জীবন॥ ততকাল তোমাতেই থাকে যেন মন ※ করিতে তোমার পূজ্য কোথায় কি পাই॥ চতুস্পার্শে চেয়ে দেখি কোন দ্রব্য নাই ※ প্রেম পুষ্প শ্রাদ্ধাজলে আর ভাবদল॥ সবে মাত্র আছে এই পূজ্যের শকল ※ শরীর নৈবেদ্য মম উপচার সহ॥ সাজায়ে রেখেছি এই লহ ২ লহ ※ প্রনিপাত করি নাথ ওহে দয়াময়॥ এ ভব ত্যাজিলে তব দয়া যেন হয় ※ পহেলাতে পাকসাই রাব্বুল আলামিন॥ জাহির করিল নুর শোনহ মমিন ※ মহাম্মদী নুর বলি প্রকাশ করিল॥ আরস আজিমের পরে শুন্যেতে রাখিল ※ তৎপর সেই নুর চতুর্থ ভাগ করি॥ আর্শ আজিম লৌহ

কলম এক হিশ্যে করি ❋ আকাশ পাতাল আর নক্ষত্র বিরাজ॥ সেই নুরে কৈল শৃষ্টি যত ইতি কাজ ❋ তাঁর উপাসনা মাত্র জান তুমি সাই॥ ইহা ভিন্ন দোজাহানে কেহ জানে নাই ❋ ভূমিষ্ঠ হইয়ে মাত্র বাক্য ছিল তাঁর॥ ওরে প্রভু উদ্ধারিবে ওম্মত আমার ❋ সয়নে সপনে কিবা ভজনে ভ্রমনে॥ সর্ব্বদা ক্রন্দন ছিল ওম্মত কারণে ❋ নিদ্রহার তৃষ্ণা উল্লাস সব ত্যাগিয়া॥ আমাদিগের শ্রেষ্ঠ পথ দিল দেখাইয়া ❋ প্রতারনা ছিল নাক ক্রোধ অভিমান॥ শিষ্ট উচ্চ সকলের জানিত শোমান ❋ মহাম্মদ রছুলুল্লা আলায় হেচ্ছল্লাম॥ আবদুল্লার পুত্র হয় মদিনা মকাম ❋ অঙ্গুলি ইসারায় মাত্র চন্দ্র দুইখান॥ লাত ওজ্জা দোন বুত্তের চলি গেল মান ❋ ইঞ্জিল তৌরিত জব্বুর রদ করি দিল॥ পবিত্র কালাম উল্লা তায় নাজিল হইল ❋ সেই কালামেতে আছে লেখা যেই মত॥ তাহাকে মানিলে সেই পিয়ারা আলবত ❋ পবিত্র কালামে আছে তাহা ইয়াছিন॥ প্রসংসা কৈল জার রাব্বুল আলামিন ❋ হাজার দরুদ মর পাক মস্তফায়॥ রূহমোবারেকে যেন পৌছায় খোদায় ❋ তাহান ওংশে ছিল ফাতেমা খাতুন॥ সহস্র মুখেতে নারে বলিবার গুণ ❋ হাছেন হোছেন দুয়ে নাতি মস্তফার॥ সহিদ করিল জাকে এজিদা গওয়ার ❋ হামজা আব্বাছ আর জয়নাল আবেদিন॥ ছৈয়দানা গোব বিচে আউল মমিন ❋ মিম, হে, মিম, দাল হরফ যদি চার॥ তখন ছাবেত্ত কৈল এচার ইয়ার ❋ পহেলাতে বুবাকার ইমান আনিল॥ এথাতিরে ছিদ্দিক খেতাব তিনি পাইল ❋ তৎপর খাত্তাবের পুত্র নামেতে ওম্মর॥ ইসলামিয়া দিন পরে বাড়িল কোম্মর ❋ তেছরা আফ্যানের পুত্র নামেতে ওশমান॥ করে ধরি মস্তফার হইল মোছলমান ❋ চৌথা তালেবের পুত্র আলি নাম জার॥ ইসলামিয়া রাহাবীচে হইল খবরদার ❋ করে জুল ফুকার আর দুল ২ ছাওয়ার॥ যে দিনে দিনেতে আনে হুকুমে আল্লার ❋ তৎপর তাবাইন তাবে তাবাইন ক্রমে ২ শরিয়তের চালায় আইন ❋ রছুলের আজ ও আজ আলে আছহাবেরে॥ হাজার দরুদ ভেজি পাক সবাকারে ❋ পিতা মাতা ও স্তাদপির বুজারগণ যত॥ তাহার চরণে মোর ছালাম শত২ ❋ ইষ্ট মিত্র আত্ম বন্ধু যত ইতি মর॥ পাপ থাকি উদ্ধারিবে ওহে পরওয়ার ❋

অধিন নাপাক আমি সাইরি কি জানি ॥ কৃপা যদি কর আপে ওহে রাব্বেগনি* মহাম্মদ আরেফ বলি অধমের নাম ॥ মহাকালি গ্রাম বিচে বসত মুদাম * ঢাকার জিলা বিচে কেরানিগঞ্জ থানা ॥ পোষ্টা আপিস সদর ঢাকা কহিনু ঠিকানা * ঢাকা থাকি চারি মাইল উত্তরেতে হবে ॥ মহাকালি গ্রাম নাম মসহুর জানিবে *

(সায়েরের কালাম)

পয়ার ॥ আর কিছু বিবরণ শোণ বন্ধুগণ ॥ মহাকালী গ্রাম বীচে অধিনের ভবণ * কাওরান বলিয়ে এক বাজারের নাম ॥ কিঞ্চিৎ উত্তরে তার অধিনের মকাণ * তের শত বিশ সাল বাইশে বৈশাখে ॥ বাবাজান চলি গেল ফেলিয়ে আমাকে * তোরাবালি বলি নাম চাচা এক ছিল ॥ নেক রাহায় হামে হাল চলন তাঁন ছিল * ঐ সালের উক্ত মাসের তিরিশ দিবাতে॥ নাপাক দুনিয়া ছারি গেলেন আকাশে * জীবমানে রাখে সাইতিন বেড়াদর ॥ খায় রদ্দিন বলি নাম বড় সহদর * তাঁন ছোট হই আমি অধম লাচার ॥ আবদুল খালেক নাম ছোট যে আমার * রহমত আলী পিতার নাম জগতে মসহুর ॥ এই সালের পহেলাতে গেল সর্গপুর * মির মহাম্মদ দরজি চাচা এক জন ॥ দুনিয়াতে রাখিয়াছে পাক নিরাঞ্জন * আবদুল হামিদ নাম ফরজন্দ তেনার ॥ ছয় মাস হবে মাত্র বয়স তাহার * ঢাকার জিলা বিচে মহাকালী গ্রাম ॥ কেরানি গঞ্জ থানার অধিন শোননেক নাম * পোষ্টা আফিস সদর ঢাকা কহিনু ঠেকানা ॥ আরজ গরজ এই হইল রচনা * ঢাকা থাকি চারি মাইল উত্তরেতে হবে ॥ মহাকালি গ্রাম নাম মসহুর জানিবে * এথায় নিবাস জার মানি সেইজন ॥ কাটা থাকি পাক যেন গোলাপ রতন * মহাম্মদ আরেফ বলে মমিনের পায় ॥ আয়েব ছাপাবে সবে চাহিয়ে খোদায় * ভুল চুক খাতা কছুর বহুত বান্দার॥ ইহা না প্রকাশ কর ওয়াস্তে আল্লার *

(মনাজাত)

পয়ার ॥ আয় আল্লা কালি মোর দেলের ভিতর ॥ উদাস করিয়া দেল জাহান উপর * পরদা ভিতরে আছে পুষ্প গোলাবের ॥ বাহিরে প্রকাশ কর করিয়ে মেহের * পুসিদা থাকিলে হেন গুলা-

বের ফুল॥ তার জন্যে অলিগণ বরই আকুল ❋ উদ্দানে প্রকাশ কর হেন রঙ্গ ফুল॥ মধুপান করে যেন সর্ব্বদা বুল ২ ❋ আর যে উদ্দান কায়েম রহে হামে হাল॥ প্রবেশ করেন যেন আমির কাঙ্গাল ❋ ছিপি থাকি মতি রাসি দেহ নেকালিয়া॥ সারি ২ মুক্তার হার জাই বশাইয়া ❋ আয় আল্লা পাকসাই আছি ওস্মেদ ওয়ার॥ লইনু কলম করে ভরসা তোমার ❋ তুমি বিনে দোজাহানে আর লক্ষ নাই॥ আশা পুর্ণ কর মম ওহে পাকসাই ❋ কুপের ভেক হয়ে চাহি সমুদ্র হেরিতে॥ তব আজ্ঞে পারে পঙ্গু আকাশ লঙ্গিতে ❋ তব কৃপার আশা করি ধরিনু কলম॥ বিচ সমুদ্রেতে জেন না পাই সরম ❋

(কেচ্ছা শুরু)

ত্রিপদি॥ মেছের শহোরে ধাম, সাহা সাম ইয়ার নাম, ভুপ ছিল রাজ্যতি বিশাল॥ গজ অশ্ব সেনাপতি, কে করিবে অন্ত পাতি, মন্ত্রিগণ ছিল পালে পাল ❋ প্রকাণ্ড বিশাল রাজ্য, মন্ত্রিগণে সাধে কার্য্য, উপমা তার না পাই বিচারি॥ ইনছাফেতে নওশে রাওয়া দানে হাতেমের ছেওয়া, না পাইল সম ধরা বরি ❋ চতুর্পার্শ্বে নদী তার, তরু লতা পুস্পহার, শোভা পায় মরি কি বাহার ❋ সোনার দেওয়ার দার, নক্ষত্র মতির হার, দেওয়ারেতে অতি শোভা পায়॥ লঙ্কাতে রাবণ ছিল, কভু হেন না দেখিল, অগ্নি তুল্য জ্বলেন শদায় ❋ প্রজাগণ ধনবান, সর্ব্বদা করেন দান, ভিক্ষুক নাহি রাজ্যতে তাহার ❋ এমন বিশাল রাজ্য, তন্মধ্যে নেক কার্য্য, প্রশংসা করেন সর্ব্ব ঠাই॥ দেশে ২ ঠাই ঠাই, ফিরেন তাহার দোহাই, নেকী ভিন্ন বদি কভু নাই ❋ মেহের পরওয়ার ধনি, রূপে গুনে কুমদিনী, উক্ত ভুপের ছিলেন ঘরনী॥ ছিল বানু বারদার, খোদার করমে তার, প্রসবের সময় হইল॥ প্রভুর ইশারা ভাই, বুঝে কার যুক্ত নাই পুর্ণ শশী শিশু প্রশোবিল॥ ছুরত জামাল খোবি, যেন ঠিক ইউছফ নবি, রূপ রঙ্গ তেমনি বাহার ❋ ভুজঙ্গ সমতুল কেশ, জবা পুস্প ঠোটের বেশ, নাশা দেখি পলায় শুকগণ॥ ঝিনুক মত কর্ণ তার, হংশ তুল্য কণ্ঠহার, করিয়া রেখেছে দুটি মৃগের নয়ন ❋ এমনি সুন্দর তনু, যেন ফজরের ভানু, নমুনা সব চন্দ্র পুর্ণিমার॥ অঙ্গুলি তার চম্পা কলি, গুণ ২ করে অলি, পাখীগণ এস্কে

বেকারার * কর পদ কুন্দিকারে, দেখি রহে ধন্ধ কারে, রূপের উপমা নাই তার * মহাম্মদ আরেফ বলে, মমিনের পদতলে, ভুল চুক শারিয়া লইবে ॥ রচনার যোক্ত নাই, সাধ্যমত লেখে যাই অপরাধ মার্জ্জনা করিবে ॥

পয়ার ॥ প্রসবিল শুত যদি মেহের পরওয়ার ॥ এক বান্দি শাহা আগে কহে সমাচার * শোন ২ আলম্পনাদারাজ ওম্মর ॥ প্রসবিল বানু তেরা শুত সুসোন্দর * শুনিয়া দাশির মুখে সাহা সান ইয়ার ॥ বান্দিরে খেলাত দিল লক্ষ টাকার হার * খুশিতে ফুলিয়া শাহা থামিতে না পারে ॥ মহলে চলিল শাহা লাঙ্গা পদ করে * অন্তঃপুরে গিয়া পুত্র দেখিয়া নজরে ॥ হাজার তারিপ করে পাক পরওয়ারে * তৎপর খোসা লিতে সাহা নাম ইয়ার ॥ খয়রাত করিল মান দিল বেশুমার * প্রজাগণের কর মাপ দিল তিন শাল ॥ শাহা শুতো দোওয়া করে আমির কাঙ্গাল * পালিতে ফরজন্দ দাই কৈল মোকারার ॥ কোন মতে শিশু যেন না পায় আজার * ক্রমে ২ শাহা শুত বারিতে লাগিল ॥ শাহাজামাল বলি নাম তাহার রাখিল * পাঁচ সালের বয়প্রাপ্ত যখন হইল ॥ বিদ্যাভ্যাসে জামালেরে তখন ভেজিল * ওস্তাদ কামেল ছিল বর হুসিয়ার ॥ জামালে পড়ায় তিনি করিয়া পিয়ার * শাহাজাদা গুরুর ঠাই পরে রাত্র দিন ॥ ওস্তাদে মান্যতা করে থাকে ত অধিন * থোরা দিনে সর্ব্ব শাস্ত্র করিল তাম্মাম ॥ হিন্দুর শাস্ত্র আর মোশল মানি কাম * অশ্ব আর হন আর শিখে ছন্দ বন্ধ ॥ ভালরূপে শিখে আর লড়াইর ফন্দ * গজ আরহন আর অশ্ব স্বর খেলিবার ॥ আর শিখিলেন শাহা মৃগ শিকার * সর্ব্ব গুণে সুসিক্ষিত হইল যখনে ॥ জামালেরে পাঠাইল বাদসার সামনে * সাহাজাদা শুত দেখি বড় আহ্লাদিত ॥ বকসিস এনাম দিল ওস্তাদে তুরিত * উদ্যান আছিল এক অতি সুশুন্দর ॥ হামেশা রহিত সাহা উদ্যান ভিতর * অতি আনন্দিত থাকে উদ্যানে বসিয়া ॥ কখন ২ ফিরে স্বীকার করিয়া * এই খানে এই কথা রাখি খেমা করে ॥ গোলের বৃত্তান্ত কিছু জানাই সবারে * নাম জপ প্রেম কর নামেতে খোদার ॥ জার কৃপা গুণে পাবে হাসরে নিস্তার *

(ধুয়া)

ধর ২ বন্ধুগণ বিচিত্র রঙ্গিল হার ॥
কণ্ঠহার কর তারে অতি চমৎকার ॥
জবা পুষ্প পদ্ম আর, সুর্য্য মুখি লিনু সার,
গোলাবেতে গরি হার কৈনু চমৎকার ॥
নাসিকা থাকে যার, লয়ে দেখ গন্ধ তার,
নেত্র থাকিলে আর, নিরক্ষিয়া দেখ হার *
নিরের কদর মিন জানে, ফুলের কদর ভ্রমর জানে,
লালের কদর সাহা জানে, জানেন জৌহরি আর *

———•ঃ(*)ঃ০———

(ভুপের প্রভুভক্তি)

পয়ার ॥ পুর্ব্বেতে পশ্চিমে ছিল আরব নগর ॥ কি কব তাহার শোভা অতি মনোহর * ইন্দ্রপতি সমগনে হার মানে তার ॥ তাহার তুলনা পাওাহল মোর ভার * চতুষ্পার্শে চমৎকার সুন্দর উপবন ॥ নন্দন নিন্দন কিবা নিকুঞ্জ কানন * তরু নানা জাতি ফুল লতায় শোভিত ॥ নানা পুষ্প প্রস্ফুটিত অতি সুবাসিত * ফুলে ২ মধুকর মধু করে পান ॥ নানাবিধ বিহঙ্গ গুরঙ্গে করে গান * পত্রে ২ শুক সারি প্রেমে মত্ত সুখে ॥ কুকিল কুকিলা কুল ডাকে উর্দ্ধ মুখে * বুঝি তারা পঞ্চ স্বরে রাজ গুণ গায় ॥ মন্দ ২ গন্ধ নিয়ে চলে সদা বায় * পুচ্ছ বিস্তারিয়ে নৃত্য করে শিখিচয় ॥ যেন তথা নিত্য হয় বসন্ত উদয় * মদন চেষ্টিত হয় বেষ্টিত সগনে ॥ রতিসহ রাহিলেন সদা কুঞ্জ বনে * তথায় ছিলেন রাজা সংসার বিজয় ॥ ধর্ম্মে যুধিষ্টির সম রনে ধনঞ্জয় * প্রজার পালন ছিল পিতার আকার ॥ তাহার গুনের কথা ব্যাক্ষা করা ভার * কিন্তু এই দুখ সবে নাহিক সন্তান ॥ এই চিন্তানলে তার সদা দহে প্রাণ * যেমন নয়ন হিনে বৃথায় জিবন ॥ সেইরূপ পুত্র বিনে বৃথা ধন জন * গৃহের প্রদীপ শুভ নাহিক যাহার ॥ রাজ্য ধন বিস্তারিত কি কাজ তাহার * এমত বিশাল রাজ রহিবে কোথায় ॥ কেবা লবে কার হবে মরি হায়২ * এভাবি ভাবনা ভাবি সদা বাড়ে দুঃখ ॥ খেতে শুতে কিছুতেই নাহি পায় সুখ * অনন্তর এই যুক্তি ভাবিলেন মনে ॥ মন

বাঞ্ছা পুরা হবে প্রভুকে শ্বরনে * বাঞ্ছা কল্পতরু কহে সাধু জন ॥ তার আরাধনে হবে অবশ্য নন্দন * এত ভাবি নিরাঞ্জনে করে আরাধনা ॥ নিরান্তর সমুদয় করিয়ে সাধনা * ভোজনে ভ্রমনে আর সয়নে শপনে ॥ প্রভুর সাধন বিনা অন্য নাহি জানে * অহর নিসি পূজন বন্ধন করে ভূপ ॥ কোথা দিন দয়াময় প্রভু বিশ্বরূপ * এইরূপে করে ভূপ প্রভুকে সাধন ॥ দরিদ্র কাঙ্গালগণে বাটে বহুধন * রাজার করুনা দেখি প্রভু দয়াময় ॥ কতদিন হইলেন তাহার সদয় * অনন্তর মহারানি ছিল পুষ্পবতি ॥ মহারাজা স্থানে ধনি করেন মিনতি * ওহে রাজা আজ্ঞা দেহ সাগরে যাইতে ॥ তথা গিয়া স্নান করি মন বাহলাইতে * বহুদিন হল আমি নদীতেনা যাই ॥ বল সাহা গিয়া তথা পরান জুরাই * মিনতি দেখিয়া রাজা দিল তারে সায় ॥ দাসি সহ রাজরানি নদী কুলে জায় * মহাম্মদ আরেফ বলে প্রভুকে শ্বরিয়া ॥ গোলের বৃত্তান্ত কিছু শুন মন দিয়া *

(গোল বাহুর জন্ম বিবরণ)

পয়ার ॥ সাহি আজ্ঞা পায়ে রানি দাসীগণ নিয়ে ॥ চলিলেন নদীর কুলে উপবেস কিয়ে * কৌতুকেতে সকলেতে নদী তিরে যায় ॥ পাসানে বান্দা ঘাট বসিল তথায় * সলিলের তরঙ্গ ধবনি দেখেন বসিয়া ॥ মৌজা মারেন নির ফিরে পাক দিয়া * নির মধ্যে দেখে এক পুষ্প মনহর ॥ হেন ফুল না দেখিল ভরিয়া ওম্মর * দাসীগণে আজ্ঞা দিল পুষ্প ধরিবার ॥ আজ্ঞা মাত্র চলে সখি ফুল ধরিবার * ভাসিয়া চলিল ফুল বিচ সমুদ্দূরে ॥ লজ্জা পেয়ে সেই সখি আসিলেন ফিরে * এইরূপে ক্রমে ২ যত সখিগণ ॥ কেহ না ধরিতে পারে সে ফুল রতন * পশ্চাতে আপনি ধনি নদীতে নামিল ॥ ধরিবারে ফুল সিঘ্র হস্ত বাড়াইল * তরায় ভাসিয়া ফুল লাগিল হাতেতে ॥ তখন ধরিল ধনি অতি আনন্দিতে * গোল ধরি বিনদিনী সিঘ্র স্নান করি ॥ চলিল কুঠির পানে অতি তারাতারি * সেই সমে দিন মনি গেল গত হয়ে ॥ সাহাজাদা আসিলেন দরবার ছাড়িয়ে * হাসি ২ মহারানি কহেন রাজায় ॥ পাইনু নদীতে ফুল অতি সোভা তায় * সাহা বলে এতেক তারিফ কর জারে ॥ আনি দেহ একবার দেখিব নজরে * রানি শুনি

তরাগতি আনি সেই ফুলে ॥ সিন্ধুক থাকিয়া আনি দিল করে তুলে ※ সাহাজাদা দেখে পুষ্প অতি চমৎকার ॥ সুঙ্গিলেন সাহান সাহা নাকে এক বার ※ যখন পুষ্পের গন্ধ সুঙ্গিল নাকেতে ॥ গোলবায়ু প্রবেশিল সাহার মস্তকে ※ তৎপর পুষ্প সেই গেল বিগরিয়া ॥ সুন্দর রৌশন ছিল গেল কালি হইয়া ※ পুষ্প রাখি বাক্যলাপ করে দুই জন ॥ আনন্দে মাতিয়া করে প্রেম আলিঙ্গন ॥ অনন্তর মহারাণী ছিল রিতুবতী ॥ সুভক্ষনে মহারাজ ভুঞ্জিলেন রতি ※ গর্ভবতি হইল রাণী সেই সুভক্ষনে ॥ মহারাজ মহানন্দে ভাসিলেন মনে ※ ক্রমে২ দশ মাস পুরন হইল ॥ সুভক্ষনে পুর্ণ শশি কন্যা প্রশবিল ※ কি কব কন্যার রূপ বর্ণন কি হয় ॥ ধরা তলে হল যেন চন্দ্রের উদয় ※ গোলের রূপের বর্ণন না করি হেথায় ॥ পশ্চাতে লিখিব সব যদি আল্লা দেয় ※ ভুপতি মগন হইল আনন্দ সাগরে ॥ নানা ইতি বাদ্য বাজে আরব নগরে ※ সিংহাসনে বসি ভুপ দানে দেন মন ॥ খুলে দিল একেবারে ভাণ্ডারের ধন ※ রাজার দানের কথা কি কহিব আর ॥ দুঃখি ভিক্ষুক না রহিল রাজ্যেতে তাহার ※ নৃত্য গীত মহা উৎসব হয় রাজ্যময় সবে রাজার নন্দিনীর জয় জয় কয় ※ শুক্ল পক্ষ চন্দ্রসম ভুপের নন্দিনী ॥ দিনে দিনে বাড়ে রূপ ভুবন মোহিনী ※ পঞ্চম বৎসরে রাজা কুমারি কারনে ॥ বিদ্যারাম্ভ করিলেন পরম জতনে ※ বিচারি পণ্ডিত গুরু মহা বিদ্যা বান ॥ পাঠ শিখিবার কন্যা দিল তার স্থান কিছু দিন মধ্যে রাজ নন্দিনী ধিমান ॥ সর্ব্ব বিদ্যা শিখি হন পরম বিদ্বান ※ আরবি ফারছি আদি বিদ্যা আছে যত ॥ চতুর্ব্বেদ চৌদ্দ শাস্ত্র শিখেন তাবত ※ রাজ্য ধর্ম্ম রিতি নিতি আচার বিচার ॥ সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ বাকি নাহি আর ※ অতঃপর অস্ত্র বিদ্যা করেন শিক্ষন ॥ গজ আরোহন আর অশ্ব আরোহন ※ তাহার জসের কথা কি হয় বর্ণন ※ অভিমানে চন্দ্র গিয়ে উঠিল গগণ ※

※ ধুয়া ※

আহা মরি কিবা সোভা গড়িল খোদায় ॥

আসমানের হুর পরী দেখি লজ্জা পায় *
কিবা হস্ত পদ তার, কিবা আর নয়ন ঠার,
শশী মুখ কিবা খুবি চন্দ্র পুর্ণিমায় *

(কুমারির উদ্যান ভ্রমন ও সারি পক্ষি প্রাপ্তি)

পয়ার ॥ এক দিন গেল বানু হরসিত মনে ॥ হাসিতে খেলিতে জায় সুরম্য উদ্যানে * সঙ্গে সব সহচরি আনন্দ অপারে বাক্যালাপে গেল চলি কানন ভিতরে * অতি চমৎকার ছিল সুরম্য উদ্যান ॥ তারমধ্যে শরোবর অতি সু নির্ম্মান * নানা জাতি পাখী তথা খেলিয়ে বেড়ায় ॥ কেহ সলিলেতে ডুবে কেহ উরে জায় * ডাহুক ডাহুকি আর খঞ্জনী খঞ্জন ॥ ময়ুর ময়ুরি আর আদি পক্ষি গণ * চতুরপার্শে পুস্প বৃক্ষ শোভে নানা জাতি ॥ মল্লিকা মালতী যুথি জবা পদ্দ জাতি * সাহাজাদি দেখি সোভা ফুলন্ত কাননে ॥ বৃক্ষ মুলে কুতুহলে বসে তৎখনে * শামায়২ কত বিহঙ্গ বিহরে ॥ হেরিয়ে সে ভাব প্রানে বিয়োগ সিহরে * সেই মালঞ্চেতে এক বৃক্ষের তলায় ॥ বসিয়ে যুবতী এক অপরুপ গায় নবীন বয়সি রূপ শশীর সমান ॥ মদ গর্ব্বে অন্যে নাহি ফিরায় নয়ন * বসিয়ে রয়েছে সেই অতি মন রঙ্গে ॥ অতি সু শুন্দর এক সারিতার সঙ্গে * শুবর্ণ পিঞ্জিরা এক অত্যান্ত শুন্দর ॥ পুরিয়া রেখেছে তাতে সারি পাখী বর * সারির স্বরেতে সেই মিলা-ইয়ে স্বর ॥ আরম্ভ করিল গীত অতি মনোহর * সে গীতের মাধুরি বর্ণ না করা তার ॥ মুনির ভাঙ্গয়ে ধ্যান মনিষ্য কি ছাড় * কুমারি শুনিয়ে সেই গীত শুললিত ॥ মুগ্ধ হয়ে দ্রুত তথা হন উপস্থিত * রাজ পদ পরিহরি নৃপতির কন্যা ॥ বিস্তর প্রসংশে তারে কয়ে বহু ধন্যা * কিন্তু সে যুবতী অতি মর্ত্ত অহঙ্কারে ॥ মাথা তুলি কোন কথা না বলিল তারে * বুদ্ধিমতি সারি তার আকার ইঙ্গি-তে ॥ রাজার নন্দিনী তিনি পারিল চিনিতে * ভাবে মোর প্রভু এরে চিনিতে না পারে ॥ এই হেতু উত্তর না দিল অহঙ্কারে * কি জানি নৃপতি শুতা যদি ক্রোধ করে ॥ বিষম প্রমাদ তবে ঘটিবে শত্তরে * এত ভাবি তুতি তারে স্তুতি আরম্ভিল ॥ শুনিয়া

নৃপের শুতা মহিত হইল * পরম পণ্ডিত সারি বহু গুন ধরে॥ নানা ছন্দে স্তব করে কুমারি সোন্দরে * শুনিয়ে কুমারি তার অদ্ভুত ভারতি॥ সারির আকাঙ্খা মনে জন্মিলেন অতি * কণ্ঠ হইতে লয়ে এক অমূল্য রতন॥ যুবতির করে দিয়ে কহেন তখন সোন গো যুবতি এই মোর বাক্য ধর॥ এই রত্ন লয়ে মোরে সারি দান কর * ইহার এক২ রত্ন জান রাজ্যতির ধন॥ ইহা লয়ে সারি তব করনা অর্পন * শুনিয়ে যুবতি ক্রোধে কহিল তখন যত্নে নিয়ে রাখ তব এ অমূল্য ধন * আমার নাহিক কাজ রাজ্যতির ধনে॥ সারি মম প্রাণ শম রাখিব জতনে * কে তুমি কোথায় ঘর দুষ্ট বুদ্ধি নারি॥ নৃপতি নন্দিনি শুনি কাঁপে থর থরী * ফের দফে কহে তারে ওরে দুরাচার॥ জাননা কি মম পিতার রাজ্য অধিকার * এখনি পাঠাব তবে শমন সদন॥ ওরে দুষ্টা নাড়ি মোরে চিননা এখন * তখন তাহার হৈল চৈতন্য উদয়॥ যুবতির সন্নিকটে কর জোরে কয় * অগ্রেতে চিনিতে আমি না পারি তোমারে॥ করিয়াছি কটু উক্তি অতি অহঙ্কারে * এখন জানিনু আপে রাজ্যের ইশ্বরী॥ অপরাধ ক্ষমা কর ওহে দণ্ডধরি * পাখি কিবা তুচ্ছ বস্তু আমি তব চিত্ত॥ যাহা চাহ তাহা আমি দিব নিত্ত২ * দয়ার শরীর অতি রাজার কুমারি॥ স্তবে তুষ্ট হয়ে হার দিল দান করি * মহানন্দে নৃপ শুতা সারি লয়ে করে॥ অতি ত্বরা করে যাত্রা আপন বাসরে * ঘরে আসি মনোহর শুবর্ণ পিঞ্জরে॥ আপনা সন্মুখে তারে রাখে নিরন্তরে * কখন না করে তারে নয়ন অন্তর॥ প্রানের সমান তারে দেখে নিরন্তর * যদি কোন কার্য্য করে রাজার নন্দিনি॥ সারির উক্তি ভিন্ন কার্য্য না করে কখনি * নিত্ত নিত্ত নতুন২ অদ্ভুত॥ সারি কত গল্প করে ভাবি আর বুত * নানা শাস্ত্র প্রশঙ্গ করয়ে নিত্ত নিত্ত॥ কুমারি সতত শুনে হয়ে এক চিত্ত * এই রূপে সারি লয়ে আনন্দ খোসাল॥ মন শুখে কিছু দিন সদা হরে কাল * দৈবের নির্ব্বন্ধ জাহা কে করে খণ্ডন॥ বিষম ঘটনা এক হইল ঘটন * একদিন রাজবালা পাখি লয়ে করে॥ নানা ইতি বাক্যালাপ করে

শতন্তরে ❋ পাখি প্রতি কুতুহলে করে জিজ্ঞাসন ॥ প্রেম কি বস্তু তাহা করহে বর্ণন ❋ অধিন নাপাক বলে সবার হুজুরে ॥ ভুল চুক ক্ষেমা দিবে খাতা ও কছুরে ❋ একথা শুনিয়া পাখি পাঠ আরম্ভিল ॥ মহাম্মদ আরেফ তাহা গীতে বিরচিল ❋

(গীত তাল খাম্বাজ)

পিরিতির কথা বানু সোন কহি করে ধ্যান ॥
করিলে পিরিতি জায় একুল ও কুল আর মান ❋
পিরিত করিল জারা, জিতা জানে হল মরা,
ভেবে ভেবে তনু সারা, লোকালয়ে অপমান ॥
এমন প্রেমের গুন, পানিতে লাগয় আগুন,
অন্তরেতে লাগে গুন, অবষেশে জায় প্রান ❋
দেখনা জেলেখা বিবী, ইউছফের দেখে খুবি,
হইল মলিন ছবি, আখেরে জেন্দান ❋

———০ঃ(❋❋❋)ঃ০———

প্রেমের বৃত্তান্ত সব কইলে বিবরিয়ে ॥ বড়া এক দপ্তর হেথা জাইবেন পুরে ❋ প্রেমের অনল জার লাগিল ছিনায় ॥ সয়নে স্বপনে সদা তাহাকে জালায় ❋ সয়ন স্বপন আর ভজন ভ্রমন ॥ একেবারে ত্যাগ করে নাথ কে স্মরন ❋ অগ্র পশ্চাৎ ডাহিন বাম কিছু নাহি জানে ॥ প্রেমের অনলে সদা রাত্র দিন ভুনে ❋ বানু বলে ইসারাতে প্রেম বুঝে লিনু ॥ এমন বিপদ কোথা কর্ণে না শুনিনু ❋ পতির বাখান কিছু কহ বিবরিয়া ॥ কিবা গুন ধরে পতি রমনী চাহিয়া ❋ পতি আর কেমন ধন কিবা রিত তার ॥ না থাকিলে পতি হয় কেমন আকার ❋ মহাম্মদ আরেফ বলে সোন গোল বান ॥ পাইবে সারির স্থান পতির সন্ধান ❋ প্রেমেতে মজন চাই প্রভুর নামেতে ॥ জার স্নেহে চলি জাবে বেহেস্ত পরেতে ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋ ❋

(সারির জবানি পতির বাখান)

ত্রিপদী ॥ সোন বানু আনন্দিতে, পতি বিনে জৌব-নেতে, আওরতের সব অকারন ॥ যেমন পলাশ ফুল, নাহি বসে

বুল২, ম্যালি ছাড়া যেমন বাগান ❋ লোক ছাড়া যে মন্দির, কবু নাহি পরিস্কার, নাহি থাকে তাহাতে বাহার॥ পুস্প ছাড়া, যে উদ্দান, নাহি থাকে সু সোভন, নাদেখায় দেখিতে শুন্দর ❋ সরবোরে নাহি তরি, অন্ধকার কোঠা বাড়ি, এই মত পতি হিন জন ॥ নাই পানি পুস্কনি তে, মিন গড়াগড়ি তাতে, সেই মৎসের বৃথাই জীবন ❋ এছাই রমনী জাতি, জার নাহি প্রান পতি, তার কভু না থাকে বাহার ॥ নাহি শোভে বেশ তারে, মদন যৌবন তারে, করি ফেলে যেমন আঙ্গার ❋ পতি জার গুন মনি, সে নারী তো সোহাগিনী, পতি সনে কহে নানা বানি ॥ হামেসা কৌতুকে রয়, দুঃখ সুখ সব কয়, আনন্দেতে কাটায় জেন্দে-গানি ❋ পতির বাখান যত, আমি তাহা কব কত, এক মুখে না জায় কহন ॥ তুমিত বাদসার বেটি, রূপে গুনে পরিপাটী, সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত বিদ্যান ❋ শাস্ত্র মধ্যে লেখা জাহা, দেখনা পড়িয়া তাহা, পতি কত গুনের আধার ॥ কিবা তার রিতী নিতী, কি আর আছেন গতি, পড়ে দেখ হয়ে হুসিয়ার ❋ তোতার এই শুনি বানি; বিনদিনী গোলবদনী, আহা মরি উঠিল কান্দিয়া॥ আহা মোর যৌবন ধন, গেল বহি অকারন, নাই পতি মরিব ঝুড়িয়া ❋ মহাম্মদ আরেফ কয়, এথায় ত্রিপদী রয়, পয়ারেতে চালাহু কলম ॥ জেন্দেগীর ভরসা নাই, ইসারাতে বলে জাই, জাতে আল্লা করেন রহম ❋

❋ গান ললিত ❋

প্রেম কোরোনা গুন মনি কহি বার বার॥
কর্ লে প্রেম পাবে ব্যাথা অন্তরেতে কি তোমার❋
প্রেমের এমন জ্বালা; যদি থাকে কোন বালা;
তবু কলঙ্কের ডালা, মস্তকে তাহার ❋

(গোলের উক্তি)

পয়ার॥ বানু বলে সোন সারি সোন সমাচার॥ রূপের প্রসংশা তুমি কর এক বার ❋ কোন দেশে কেমন রূপ কহিবে সকলি॥ কার গায় কেমন বর্ণ দেহ মোরে বলি ❋ একথা শুনিয়া

পাখী পাঠ আরম্ভিল ॥ মহাম্মদ আরেফ তাহা পয়ারে রচিল ❀

(সারির উক্তি)

পয়ার ॥ সোন সোন ভুপ শুতা কহি যে চরণে ॥ দেখিনু বহুত ঠাই উড়িয়া পবনে ❀ আরব তুরস্ক আর পারশ্য হিন্দুস্থান ॥ বোগদাদ গুজরাট আর আফরিকা ভুটান ❀ নানা ঠাই দেখিলাম আকাশে উড়িয়া ॥ মেছেরের রূপ সম না পাই ঢুড়িয়া ❀ মেছের নিবাসী আছে নর নারী গণ ॥ সকলের গায় দেখি রূপের গঠন ❀ রূপের জোয়ার তথা যেন সরোবর ॥ এক মুখে কি বলীব তাহার খবর ❀ তার মধ্যে আছে এক পুর্ণ চন্দ্র শশী ॥ তার জোতে দিপ্তি ময় অন্ধকার নিশী ❀ বড়া নামি সাহান সাহা নাম সাম ইয়ার ॥ তান শুত সাজামাল চন্দ্র পুর্ণি মার ❀ মহাম্মদ আরেফ বলে খোদাকে স্বরিয়া ॥ থোড়া কিছু সোন বর্ণ কহি বিবরিয়া ❀

(কুমারের রূপ বর্ণন)

ত্রিপদী ॥ মেছেরেতে সাহাজাদা, বিরলে গড়িল খোদা, হেন আর নাহি যে সংসারে ॥ তুলনা তাহার নাই, কেমনেলিখিব ভাই, ইউছফ না আটিবে তাহারে ❀ তার রূপ গুন সব, এক মুখে কত কব, সে কায়ায় ছায়া রবি শশী ॥ দেখিয়ে তাহার আখি, চঞ্চল খঞ্জন পাখি, কুরঙ্গ আতঙ্গে বন বাসি ❀ কাম কি ধনুক ধরে, সে ভুরু দেখিলে পরে, লাজে তায় নাহি দেয় গুন ॥ কটাক্ষে বিন্দনে তার, কার ধর্য্য ধরা ভার, অম্নে কিবা রতি হয় মুন ❀ কি দিব পদের তুল, লজ্জা পেয়ে পদ্ম ফুল, জলে ডুবে মুখ দেখে তার ॥ ওষ্টাধর বিম্ব প্রায়, কভু নাহি বলা জায়, তবে কেন পাখির আহার ❀ দেখি দন্ত পাটি মতি, ধিক্কার মানিয়া অতি, ঝাপ দিল সাগরের জলে ॥ শুনে বাক্য পিক গণে, পলাইয়া গেল বনে, তাই তাকে বন প্রিয় বলে ❀ ইসৎ গোপের রেখা, যেন অপরূপ দেখা, জেন বসি ভৃঙ্গ শিশু যত ॥ সেই রূপে রূপ তার, গুনের কথা চমৎকার, কি বলিব আমি জানি কত ❀ ধর্ম্মে যেন যুধিষ্টির, যুদ্ধে ধনঞ্জয় বীর, বুদ্ধে জেন বৃহস্পতি প্রায় ॥ প্রতাপে পরশু রাম, প্রজার পালনে রাম, মন্ত্র যেন পরলের প্রায়

শুনি বাক্য গুন মনি, হয়ে গেল উনমাদিনী, পাগলিনী হল একে বারে ॥ মহাম্মদ আরেক কয়, ত্রিপদী এখানে রয়; বাকী কথা লিখিজে পয়ারে ॥

(কুমারীর প্রেমোভাব)

পয়ার ॥ সারিমুখে কুমারের শুনিয়ে বর্ণন ॥ মহিত হইল অতি কুমারির মন ॥ মনে২ দহে লাজে ফুটিতে না পারে ॥ ভাবে হায় কেমনে পাইব আমি তারে ॥ ইচ্ছা হয় পাখি হয়ে জাই সেই দেশে ॥ নয়ন সফল করি দেখি শেইবেশে ॥ পিরিতি বিষম বিষ কত দেয় জালা ॥ তবু পরিনাম হায় গলে প্রেম মালা ॥ এমন সুহৃদ মোর কে আছে ভুবনে ॥ আনি যে মিলায়ে দিবে আমারে সেজনে ॥ এই মতে রুপসী মন হইয়া ব্যাকুল ॥ দুঃখের সাগরে ভাসে নাহি পায় কূল ॥ বসন ভুষন সব ফেলে দিল দূরে অচেতন হন মুখে বাক্য নাহি স্বরে ॥ কতক্ষনে পেয়ে জ্ঞান উন-মাদিনী প্রায় ॥ ভাবেতে ডাহিন আঁখি নির কানে জায় ॥ কহে ওহে প্রাণ পাখী ছাড়হে আমারে ॥ তাহে ছারা হয়ে আর কি কাজ তোমার ॥ ডংসিতেছে বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ সর্ব্ব কায় ॥ হল প্রান ওষ্ঠাগত বিষম জালায় ॥ এই রুপে খেদে ধণী বিরষ বদন ॥ প্রিয় জনের প্রেমা বর্ণে হইয়ে মগন ॥জর জর কলেবর পিরিতের জরে ॥ ক্ষনে উঠে ক্ষনে বসে ধর্য্য নাহি ধরে ॥ ক্ষনেক সয্যায় পরে ক্ষনেক ধরায় ॥ সখি গন তোলে তারে ধরিয়া ত্বরায় ॥ সখি গন ভাবে মনে একি হল জালা ॥ সারি পেয়ে প্রান বুঝি তেজে রাজবালা ॥ সখি গনে বলে বাছু ধৈর্য্য ধর মনে ॥ অবশ্য উপায়ে মোরা মিলাব সেজনে ॥ জদি সাগরের নিরে ঝাপ দিতে হয় ॥ তাও করি কার্য্য সিদ্ধ করিব নিশ্চয় ॥ আপাতত জুক্তি বলি স্থির কর মন ॥ রাখ২ আমাদের এই নিবেদন ॥ সরস বসন্ত রিতু এসেছে ভুবনে ॥ বড় সোভা হইয়াছে নিকুঞ্জ কাননে ॥ চল তথা মন বেথা হবে নিবারন ॥ দেখিয়ে জুড়াবে আখি সুস্থ হবে মন ॥ শুনি সখি স্কন্ধে কর দিয়ে রাজ বালা ॥ নিকুঞ্জ কাননে চলে জেন মাতওয়ালা ॥ সখি সনে উপবনে গেলেন সুন্দরী ॥

বিরহ জাতনা জুড়াবেন মনে করি * তথায় জাইয়া আর ঘটিল বিপদ ॥ অবশ হইল অঙ্গ নাহি চলে পদ * বলে সখি আর মোর রহে না জে প্রান ॥ কুসুম কানন যেন হানে মোরে বান * যত পুষ্প গণ মোর প্রিয়াকে ধরিয়ে ॥ ঐ দেখ লইয়াছে বিভাগ করিয়ে * লয়েছে অপরাজিতা চিকুর চিকুন ॥ অমল কমল তার হয়েছে বদন * কৃশ কালি তিল মালা অধর বান্ধনি ॥ চম্পক কলিকা হরে লয়েছে অঙ্গনি * ইন্দ্রিবর নিল হরি প্রিয়ের নয়ন ॥ মৃনাল লইল ভুজ উরুর গঠন * স্থল পদ্দ নিল তার জুগল চরণ * জবা চম্পাকেতে করে বরন হরন * গোলাব হরিন হাসি কুন্দ দন্ত তার ॥ লাবন্য লইল বন্নি প্রিয়ের আমার * নির্জ্জনে পাইয়ে তারা প্রান কান্তে মোর ॥ চুরি করি লইলেন ঐ সব চোর * বলিতে২ ধনি ভাবিয়ে আকাশ ॥ ধরা তলে পড়িলেন ঘন বহে স্বাস * সখি গন তুলিলেন করিয়ে ধরাধরি ॥ আলু থালু করে উঠে বসিল শুন্দরী * সতন্তরে এক সখি তরা গতি গিয়ে ॥ গোলের বৃত্তান্ত সাহায় দিল শুনাইয়ে * সারি পাখী সর্ব্বদা শুনায় প্রেম কথা ॥ শুনি সাহাজাদির প্রানে লাগে প্রেম ব্যাথা * নৃপতি শ্রবন মাত্র সারির খবর ॥ ক্রোধান্বিত হল যেন বড়া সের নর * বাধবারে সারি তবে জায় অন্তপুরে ॥ গোলের সন্মুখে গিয়ে কাঁপে থরে২ ক্রোধ করি জিজ্ঞাশিল পাখীর সন্ধান ॥ ত্বরা করি আন পাখী সোন গোল জান * মিনতী করিয়া বানু কহে পিতা স্থান ॥ গত কল্য গেল পাখী করি পলায়ন * এমন কৌশলে পাখী রাখে ছাপাইয়া ॥ কেহ যেন নাহি পায় হাজার ঢুড়িয়া * মালামত করি বহু গোল জান তরে ॥ সিংহাশনে বার দিল গিয়া তদন্তরে * তৎপর পাখী বর কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ বলেন বানুর তরে কাতর হইয়া * ছেড়ে দেহ বানু মোরে ধরি তব পায় ॥ নইলে বধিবে ভুপ পাইলে আমায় * রাজার নন্দিনী পাখীর শুনিয়া করুনা ॥ মহা কষ্টে চিত্তানলে জুড়িল কান্দনা * কত কষ্টে পুসিলাম ছেনেহ করিয়া ॥ তবু পলাইতে চাহ আমাকে ত্যাজিয়া * ছাড়িলে শোকেতে তব মরিব নিশ্চয় ॥ এই বাক্য শুনি সারি কেন্দে২

কয় * না ছাড়িলে মোরে সাহা বধিবে সত্তর ॥ কেমনে রাখিবা বানু কহ শতন্তর * এই রূপে বাক্যলাপে নিশি দু প্রহর ॥ সাহা-জাদি হল বড় নিদ্রায় কাতর * সয়ন করিল ধনি হয়ে অচেতন ॥ পিঞ্জিরাতে বসি সারি জুড়িল ক্রন্দন * তৎপর যুক্ত এক ঘটনা করিল ॥ পিঞ্জিরা ছেদন ভিন্ন পথ না দেখিল * এই যুক্তি স্থির ভাবি কাটে পিঞ্জিরায় ॥ কিছু রাস্তা করিলেন স্বারিয়া খোদায় * রাত ভর ছেদন করি বাহির হইল ॥ আল্লাকে স্বরন করি উড়িয়া চলিল * উড়িয়া চলিল পাখী পবন উপরে ॥ সপ্ত দিবা পরে বসে মেছের সহরে * এখানেতে বিনদিনী নিদ্রা ত্যাগিয়া ॥ উঠীলেন প্রভাতেতে স্বজাগ হইয়া * বার বার পিঞ্জিরাতে করে নিরক্ষন না থাকিলে পাখি কোথা পাবে দরশন * নিরক্ষিয়া বার বার না দেখি পাখীরে ॥ পাখী২ করে কান্দে বুক ভাসে নিরে * আহা মোর প্রান সারি কোথা পালাইলে ॥ দুখের সাগরে মোরে একে বারে ফেলে * সারি২ বলি ধনি কান্দিতে লাগিল ॥ মহাম্মদ আরেফ তাহা গীতে বিরচিল *

গিত তাল লহরি ॥

জালাইলে পাখী মোরে প্রেমের আনলে ॥
অভাগিরে ফেলে গেলে ভাসাইয়া উষ্ণ জলে *
আহা পাখী নিদারুন, করি মোরে জালাতন,
একেবারে পলায়ন, আমাকে ছাড়িলে ॥
ঘুরি ফিরি দুখের আনলে, দুখের আনল কব কারে
প্রান হারাব একেবারে, ভব অনলে *

পয়ার ॥ এই গান গেয়ে সারি মনেতে করিয়া ॥ সদায় কান্দেন বানু গৃহেতে বসিয়া * একেত সাহার প্রেম অন্তরে অনল ॥ আরতো পাখীর জালা যেমন গড়ল * অবলা সরলা বালা করে হায়২ ॥ সখি গন নানা মতে হামেসা বুঝায় * এখানেতে বানু আছে আসকে কাতর ॥ তোতার বৃত্তান্ত কিছু শোনেন খবর যখন মেছেরে সারি বসিল জাইয়ে ॥ অনিদ্রায় ছিল রাত্রি চাপিল

নিদ্রায়ে * প্রভাত হইল তবু না খোলে নয়ন ॥ আসিয়া পৌছিল সেথা ব্যাধ কত জন * মহাম্মদ আরেফ বলে রছুলের পায় ॥ লিখিব ত্রিপদী হেথা যদি আল্লা চায় *

সারি ব্যাধ হস্তে কয়েদ ও কুমারের সারি পক্ষী প্রাপ্তি ॥

ত্রিপদী ॥ সারি জাতি সোকাকুলে, বসিয়া বৃক্ষের ডালে, নিন্দ জায় হয়ে অচেতন ॥ প্রভুর ইসারা ভাই, বুঝে কার সাদ্ধ নাই, সেই রাহে ব্যাধ কত জন * ধুপেতে কাতর হয়ে, নিকটেতে বৃক্ষ পেয়ে, বসিলেন তাহার তলায় ॥ বসিয়া বৃক্ষের মুলে, উপরে চাহিল ডালে, সেই সমে সারি দেখা পায় * দেখি ব্যাধ সারি বরে, হেকমত করিয়া ধরে, নিরবেতে স্বর চাপাইয়া ॥ ধরি সারি সেই ক্ষন, পিঞ্জিরায় করে বন, কান্দে সারি কয়েদে থাকিয়া * দেখি সারি অন্য পাখি, সারিকে কহেন ডাকি, কান্দ কেনে কয়েদে পড়িয়া * মোরাত মুরক্ষ জাতি, তুমিত চালাক অতি, কেমনেতে ধরিল তোমায় ॥ তোতা বলে পাখী গন, কহি সোন সে কথন, যেই রূপে ধরিল আমায় * প্রভুর হুকুম হৈল, তাই মোরে ধরি নিল, নইলে মোরে ধরে কোন জন ॥ হুকুম করিলে সাই, পালাইতে সাদ্ধ নাই, সোন বলি সে সব কথন * যদি চালাকির সাতে, পাইত বান্দা পালাইতে, তবেনা মরিত বান্দা আর ॥ সাদ্দাদ চালাকি করি, ছিলেন বেহেস্ত গড়ি, না পারিল ভিতরে জাবার * নমরূদ চালাকি করি, আগুনের কুণ্ড করি, খলিলেরে ফেলিল তাহাতে ॥ খলিল অগ্নিতে পড়ি, আল্লাকে ইয়াদ করি, বাচিলেন প্রভু উচিলাতে * কারুন রাজ্যতি করি, গঞ্জ কৈল সারিং, মিলে গেল সকল খাকেতে ॥ এই রূপে কত জন, করিলেন কত ফন, অবশেষে গেল বেকারেতে * তবে বল চালাকির, কি লাভ আছেন স্থির, যত কিছু হুকুম আল্লার ॥ তারা জেমুন বাজি হারে, সেই মত হৈল মরে, কে বুঝিবে কুদরত তাহার * এইমত পাখী গন, করে নানা আলাপন, ব্যাধ চলি যায় নিজালয় ॥ আপনা গৃহেতে নিয়ে, খানা পানি খেয়ে পিয়ে, জায় পাখী করিতে বিক্রয় * মহাম্মদ আরেফ বলে, রছুলের পদ

তলে, আমি বান্দা বড় গুনাগার ॥ দোওয়া দেহ বন্ধু গন, যেন প্রভু নিরাঞ্জন, হাসরেতে করেন নিস্তার ※

পয়ার ॥ লইয়া পাখীর জালি ব্যাধ গুন মনি ॥ কৌতুকেতে বাজারেতে চলিল তখনি ※ সর্ব্ব পাখী বিক্রি করে পেয়ে বহু মাল ॥ সারিকে রাখিল মাত্র হইয়ে খোসাল ※ মনে ভাবে এই পাখি সাহা তরে দিব ॥ তাহাতে যথেস্ট মোর মোনাফা হইব ※ এত ভাবি পাখি লয়ে করিল গমন ॥ রাজালয় চলিলেন ভাবি নিরাঞ্জন ※ সাহী দরজার পরে খাড়া হৈল গিয়ে ॥ আদাব বজায় করে ছের নোওাইয়ে ※ তৎপর প্রকাশিল গুনাগুন সারির বলে পাখী আনিয়াছি বড়ই খুবির ※ প্রকাশ গুপনি বাক্য পারে বলিবার ॥ বাদসার দরবারে থাকা লায়েক তাহার ※ ভূপ সুত সুনি বাক্য খোসাল হইল ॥ শত মুদ্রা ব্যাধ করে তখন সুপিল※ পাইয়া শতেক মুদ্রা ব্যাধ তুস্ট হয়ে ॥ তখন রওয়ানা হন পাখীকে রাখিয়ে ※ ভূপ সুত পাখী পেয়ে অত্যন্ত আনন্দে ॥ নানা ইতি বাক্যলাপ শোনেন সশ্ছন্দে ※ পাঠ শুনি আনন্দিত সব মহিপাল সুখেতে গুজরান করে হইয়ে খোসাল ※ দৈবের নির্ব্বন্ধ জাহা কে করে খণ্ডন ॥ বিষম ঘটনা এক হইল ঘটন ※

※ কুমারের রূপাভিমান এবং সারির উক্তি ※

ধুলা মাটি লয়ে ভবে কেন খেলা কর আর ॥
পিছে২ জম তেরা চাহি দেখ এক বার ※
এ সয্যা ছাড়িতে হবে, বিছানা পড়িয়ে রবে,
দু আখি মুন্দিয়া জাবে, কিরায় খাবে মাংস হার ॥
তুমিত তোমার নয়, বুঝ মনে কিবা কয়,
তবে কেন গৌন হয়, গলায় দিতে প্রেম হার ※

পয়ার ॥ এক দিবা যুবরাজ খোসাল অন্তরে ॥ বেশ ভুষা করি শ্নান করে সতান্তরে ※ সে রাজ্যেতে সাহা রূপ অতি অপরূপ ॥ বেশ ভুষা করিয়ে দ্বিগুন বাড়ে রূপ ※ সেই রোজ আলম্পানা কহেন উজিরে ॥ যুবরাজ হল সুত সাদি দেহ তারে ※ তুমি গিয়ে পুছে দেখ বিবাহ কথন ॥ রাজি হলে শিঘ্র কর বিবাহ

আয়জন ❋ উজির শুনিয়া শিঘ্র করিল গমন ॥ ভুপ সুত সন্নিকটে দিল দরশন ❋ বসি ছিল ভুপ সুত পালঙ্গ উপর ॥ উজির ছালাম করে জোর করি কর ❋ ছাতি পরে কর রাখি বাদসার উজির ॥ কহে শুন নব ভূপ বাদসা জাহাগির ❋ বিবাহের যোজ্ঞ তুমি হইলে এখন ॥ তবু বিবাহের বাক্য না কর স্মরন ❋ নৃপের হইল যুক্তি সাদি দেলাইতে ॥ কিবা ইচ্ছা মনে তব বল এক চিতে ❋ ইসৎ হাসিয়া কুমার কহে এ বচন ॥ রূপ রঙ্গ হয় যদি আমার মতন ❋ তবে বিভা করি আমি কহনা পিতায় ॥ শুনি মন্ত্রীবর বাক্য তাজ্জবেতে রয় ❋ কোথা পাব হেন রূপ নাই ভূমণ্ডলে ॥ কেমনেতে সাদি হবে কেমন কৌশলে ❋ শুনিয়ে এ কথা সারি লাগিল হাসিতে ॥ দেখিয়া কুমার হৈল সবিস্মীত চিতে ❋ বলে সারি বল তুমি হাস কি কারন ॥ সারি বলে সে কথার কিবা প্রয়োজন ❋ সবিনয়ে কহে সারি ওহে যুবরাজ ॥ সে কথায় তোমাদের বল কিবা কাজ ❋ কাননের পাখী আমি স্থির নহে মন ॥ কখন বা হাসি আমি কাঁদিবা কখন ❋ বার বার ভুপ সুত করে অনুরোধ ॥ হেসে সারি বলে সোন অবলা অদভুত ❋ নিতান্ত যদ্যাপি ক্ষান্ত না হইবে আর ॥ এখনি তোমার গর্ব্ব হবে ছারখার বিশেষতঃ আরব নগরে রাজ সুতা ॥ গোল বানু নাম তার রূপের অদ্‌ভুতা ❋ সে নিধি গড়িল বিধি বসিয়া বিরলে ॥ তার সম রূপ বুঝি নাই ভূমণ্ডলে ❋ জে জন সে রূপ চক্ষে হেরে এক বার ॥ সে নাহি ভুলিতে পারিবেক আর ❋ আমি কি বর্ণিব রূপ কি ক্ষমতা মম ॥ ভারতি হলেও সেহ হয়েন অক্ষম ❋ তথাপি জা পারি কিছু করিব বর্ণন ॥ মনানন্দে শুনি কর সার্থকজীবন ❋ মহাম্মদ আরেফ বলে এস্ক কেমন ॥ এখন হইবে তব তাহার মালুম ❋

(গোল বানুর রূপ বর্ণন)

পয়ার ॥ শোন ২ ভুপসুত শোনহ বর্ণন ॥ রাই বর রূপ গোলের নাজায় কহন ❋ চারু চিকুরের সোভা হেরি নব গন ॥ মন দুক্ষে বৃষ্টি ছলে কাঁদে ঘন২ ❋ কেশ সোভা দেখি তার ভূজঙ্গ ইশ্বর ॥ খেদান্বিত হয়ে গেল গব্বর ভিতর ❋ হেরি মোক্ষ সোভা

IMPERIAL

পদ্দ জলে ঝাপ দিল ॥ অভিমানে চন্দ্র গিয়ে আকাশে উঠিল * নয়ন ভঙ্গিতে তার বিশ্ব মহ হরে ॥ ঐ ক্ষেদে মৃগ পাল বনে বাস করে * গগনের ধেনু রেখা দেখি তার ভুরু ॥ থাকি থাকি দেয় দেখা মানিবার গুরু * শুন্দর নাশার বর্ণ কে পারে বর্ণিতে ॥ ঐ ক্ষেদে তুতি কান্দে বসিয়া ডালেতে * হেরি দন্তপাটি মতি লজ্জা যুক্ত হয়ে ॥ সাগরেতে ঝাপ দিল খেদান্বিত হয়ে * ঠোট দুটি জবা পুষ্প দেখি লজ্জা পায় ॥ সেই জন্য থাকে সদা লতায় পাতায় * কেমনে কহিব বিম্ব ওষ্টাধর প্রায় ॥ তবে কেন অধঃ মুখে ঝুলে সে লতায় * হংস দেখি কণ্ঠ মালা খেদান্বিত হয়ে ॥ আপনা কণ্ঠকে রাখে জলে ডুবাইয়ে * সলিলের বিম্ব স্তনের সোভাকে হেরিয়ে ॥ ক্ষন কাল পরে জায় সলিলে মিশায়ে * কূন্দিকার কর সোভা দেখিয়া তাহার ॥ ছাড়িলেন কুন্দ কারি মানিয়া ধিক্কার * অঙ্গলি তার চাম্পা কলি দেখিয়া লজ্জাতে ॥ এক দৃষ্টে চেয়ে থাকে থাকিয়া ডালেতে * সিংহ গন নিরক্ষিয়া বাহুর মদ্ধ দেশ ॥ গুরু মানি করিলেন কাননে প্রবেশ * রম্ভা তরু উরু সোভা দেখিয়া তাহার ॥ মানিবার জন্য গুরু উদ্যান মাঝার * মুক্ষ চন্দ্র মুকুরে দেখিতে ইচ্ছা জার ॥ দেখুক আসিয়ে কর পদ নখে তার * কুকিল মূখের বানি ধনির শুনিয়া ॥ সকলেতে স্তব করে শিখিব বলিয়া * খঞ্জন জদি তার মত পদ চালাইত ॥ তবে আর কভু তারা বনে না জাইত * জেওর পোষাক তার কি বলিব আমি ॥ ইসারায় সেই সব বুঝি দেখ তুমি * আমার জনমাবধি বর্ণনা করিলে ॥ তবু না হইবে সায় সারি পাখী বলে * মহাম্মদ আরেফ বলে ভাবি করতার ॥ ফিরায় ললাটের কলম হেন ক্ষেম কার *

(গিত তাল ললিত)

প্রেমের সাগরে ঝাপ দিওনা দিওনা দিওনা ॥
দুনিয়ার মায়া জালে মজনা মজনা মজনা *
পরিলে প্রেমের হার, দুখ কষ্ট অনিবার,
হইবে বাচন ভার, সয়ে প্রেম জাতনা জাতনা২ ॥

দেখ কত ভুপ সুত, হয়ে প্রেম অনুগত,
বন বাসী হল কত, সহেনা তার বেদনা বেদনা২ *
মহাম্মদ আরেফ কৃত।

পয়ার ॥ সাহাজাদা বানুর প্রেমে উন্‌মাদিত হয়ে ॥ কান্দেন সদায় সাহা নিরবে বসিয়ে * কতক্ষন স্থির ভাবে থাকেন বসিয়ে ॥ গোল গোল বলি ক্ষনে উঠে চিকারিয়ে * ক্ষনে২ পাখী ঠাই শোনে সে বচন ॥ সোনা মাত্র একে বারে হয় অচেতন * ক্ষনে বলে আহা গোল রহিলে কোথায় ॥ প্রেম ভিক্ষা দান করি বাচাও আমায় * পাখীর তরেতে ক্ষনে অনুরোধ করে ॥ কহ পাখী বানু মোর থাকে কোথাকারে * আহা আহা গোল বানু ফেটে জায় বুক ॥ কহ পাখী পাব কোথা আমার মাসুক * কহ কহ বানু মোর কেমন গঠন ॥ কহ কহ মাসুকের চলন হাঠন * কহ সারি মাসুকের কদ কি আনওয়ান ॥ কহ কহ সেই বাত মোর বিদ্যমান * কহ মাসুকের দেশে যেতে কোন রাহা ॥ বাতাইয়া দেহ মোরে বলে এই সাহা * আসকেতে ভুপ শুত হইল এমন ॥ গোল বিনা মুখে নাহি কোনক বচন * যথা তথা ফিরে সদা আসক জালায় ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা নিন্দ সব পলাইয়া জায় * কেহ যদি কোন বাত পুছেন তাহারে ॥ ভাল মন্দ কোন কথা না বলে তাহারে * নৃপ দেখি পুত্র বরে করে বিবেচনা ॥ অবশ্য হইল শুত আসকে দেওয়ানা * নৃপতি পুত্রকে দেখি হল পেরেশান ॥ মন্ত্রি গনে জিজ্ঞাশেন ইহার সন্ধান * বাদসার উজির তুমি আছেত পছন্দ ॥ এ সময়ে বাহির করা চাহি কিছু ফন্দ * উজির আরজ করে কহে নৃপ ঠাই ॥ এস্কের দাওয়া মাশুক ভিন্ন আর কিছু নাই * ইহার তদবির কিছু কাম না আসিবে ॥ যত ফিকির করি সব বরবাদ হইবে * তবে এক যুক্তি ভাল মনেতে জুওায় ॥ বিদায় করি দেহ শুত যদি মনে চায় * আপনা আপনি কুমার আশুক ফিরিয়া ॥ যাবে তবে গোল নাম সব পাসরিয়া * হাজার কোশেষ যদি আপনি করিবে ॥ তবুত সাহার মনে বিশ্বাস না হবে * আপনার কাম জাপে দেখে তল্লাশিয়া ॥ না পাইলে

খেয়া দিবে বিরক্ত হইয়া ✽ কয়েশ আসক ছিল লায়লার উপরে আসক্তে মজিয়া গেল জঙ্গল ভিতরে ✽ তাহার পিতায় কত কৈল সে ফিকির ॥ কিছু না হইল কাম মজনুর খাতির ✽ আপনি তল্লাসে যদি কাম আপনার ॥ তবে নাহি থাকে সোভা দেলের মাঝার ✽ এই যুক্তি উত্তম হইল সবাকার ॥ বলে শুতে বিদায় করি কোন প্রকার ✽ বলে মন্ত্রি লোক জন লস্কর আদি দিয়া ॥ গজ অশ্ব তীর কামান সব সাজাইয়া ✽ এইবাক্য স্থির করি বলেন নৃপতি ॥ লস্কর সাজিতে আজ্ঞা দিল শিঘ্র গতি ✽ নৃপের আদেশ মতে চাকরান জত ॥ হুকুমের মত কার্য্য করিল তাবত ✽ মন মত সাজি সব হইল তৈয়ার ॥ নৃপতি দেখিয়া হল দেল বেকারার ✽ বিদেশেতে জাবে শুত আমাকে ছাড়িয়া ॥ তার শোকে ঝুরি আমি জাইব মরিয়া ✽ উজির নৃপের তরে কহে বুঝাইয়া ॥ না ভাবহ সাহা প্রমাদ শুনিয়া ✽ বিদেশেতে গেলে পুত্র থাকে এই আসা ॥ আজি আসে কালি আসে উম্মেদ ভরসা ✽ উজিরের বাক্য শুনি নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥ সাহাকে কোলেতে লিয়া কহে বোছা দিয়া ✽ জাহ বাবা জাহ তুমি যথা দেল চায় ॥ বিদায় করিয়া দিনু শুপিয়া খোদায় ✽ হায়াতে থাকিলে ফের দেখিবে আসিয়া ॥ নহে এই দেখা শুনা দিলাম করিয়া ✽ এই বাক্য শুনি সাহা পিতার পদ ধরি ॥ বিদায় হইয়া চলে ছালামাদি করি ✽ উজিরের শুত এক আব্বাছ নামেতে ॥ অতি আত্ম ভাব ছিল কুমার সঙ্গেতে ✽ সাহা বিদেশেতে জায় দেখিয়ে নয়নে ॥ পিতাকে বলিয়া চলে সাহাজাদা সনে ✽ মহাম্মদ আরেফ বলে ভাবি কর তার ॥ দুখের সাগরে সাহা দিলেন সাতার ✽ এস্কে খোদার পাসে কর সর্ব্ব জন ॥ আওরতের জন্যে কভু না মজে শুজন ✽

ত্রিপদী ॥ নৃপ বর শুত তরে, শুপে দিল পরওয়ারে, বলে জাহ যথা দিল চায় ॥ বেচে যদি থাকি আমি, দেখিবে আসিয়ে তুমি; নহে এই আখেরি বিদায় ✽ এত শুনি সাহাজাদা, চলিলেন ভাবি খোদা, লোক জন সঙ্গেতে করিয়ে ॥ দেখি সহ-

রিয়া লোকে, কান্দে সবে পরি শোকে, ভূপ রানি বেহুস কান্দিয়ে * কান্দে রাণী ভুমে পড়ি, করে জার গড়াগড়ি, আহা পুত্র মূখেতে বলিয়া ॥ আহা মোর নয়ন তারা, একেবারে হৈনু হারা, কোথা গেলে আমাকে ছাড়িয়া * মালিয়া মালিনী কান্দে, কেহ নাহি বুক বান্দে, সাহা শোকে সকল আকুল ॥ গাভি বৎস ভেরা গন, পাখি গন বশে বন, কান্দে আর ভৃঙ্গ বুল বুল * চাকরান বান্দি দাসী, আর যত পুরবাসি, সবে কান্দে হয়ে অচেতন ॥ সপ্ত দিবা রাত ভর, কান্দি সবে বরাবর, পরে ক্ষান্ত হল সর্ব্ব জন * এই থানে নৃপ শুত, চলি জায় পথ কত, মন্ত্রি পুত্র সঙ্গেতে করিয়া ॥ রাত্র দিন চলি জায়, সদা কান্দে হায় হায়, গোলের নাম স্বরন করিয়া * দেওয়ানার মত চলে, আসক খেয়াল দেলে, দক্ষিণ বাম না চাহে ফিরিয়া ॥ নদি নালা বন কত, ছাড়াইল সত২, পর্ব্বতেতে গেলেন চলিয়া * এক দিন তার পরে; সেই যে পাহাড় পরে, উদ্যান এক পাইল দেখিতে ॥ বৃক্ষ আদি মেওয়াদার, কত আছে বে শুমার, আর বিকশিত যে ফুলেতে * বাহার দেখিয়া তার, দেলে খুসি হয়ে আর, লিনু রাহা বাগানে জাইতে ॥ বাগান ভিতরে গিয়ে, দেখি তারে তাকাইয়ে, খালি আছে আদম হইতে * নাম নিশান আদমের, কোথায় নাহিক জাহের, খালি বাগ আছেন বিরান ॥ সাতের ইয়ার জারা, মেওা খায় তুড়ে তারা, কিন্তু সাহা দেখিয়া হয়রান * আব্বাছ নামে দোস্ত আর, না খাইল মেওয়া তার, আর সবে খায় পেট ভরে ॥ খাইয়া মেওার ভরে; গড়াগড়ি সবে করে, বান্দর হয়ে গেল একে বারে * বান্দর হইয়া পরে, হাত ইসারায় তারে, কহে সাহা বাচাও সবারে ॥ মহাম্মদ আরেফ বলে, আপনা খাছলতে সবে, হয়ে গেল আকার বান্দরে *

নৃপ শুত বিরানায় পড়িয়া দেও দুরাচারের হাতে
কষ্ট পায় ও আব্বাছ জুদা হয়।

পয়ার ॥ সাহাজাদা বিয়াবানে পড়িয়া হয়রান ॥ ইয়ার সকল গেল হয়ে হনুমান * আব্বাছ আর সাহাজাদা জায় কত

দুর ॥ সেই যে বাগান ছাড়ি পাহাড় উপর * আদমের বংশত নাহি নজরে দেখিয়া ॥ দোন জন কান্দে তারা বিরানায় বসিয়া * হেন কালে দেখে দুই বড়া জানওয়ার ॥ রোখ বলি নাম পাখী অতি জোরওয়ার * দেখিয়া রোখের ছবি তারা দুই জন ॥ সবিনয়ে করে দোহে আল্লাকে স্মরন * দোন রোখ তাহাদেরে কিছু না করিল ॥ আপনা বাসায় দোন বসিয়া রহিল * সকালেতে জায় তারা পবনে উড়িয়া ॥ রাত্রি ভর বসি থাকে বাসাতে আসিয়া * নৃপ সুত আর আক্কাছ করে ভাবা গুনা ॥ রোখের পদে ধরি পার হইব বিরানা * এই ভাবি সারা রাত্র বসিয়া রহিল ॥ প্রভাতের পুর্ব্বে কিছু বৃক্ষেতে উঠিয়া * ধরিয়া রোখের পদ মজবুত করিয়া ॥ দুই জনে দুই পদে ধরে সামুটিয়া * মনে ভাবে এক রোখের পাও দুইজন ॥ ধরিয়াছি যুদা২ না হব কখন * হকিকতে দুই জন দুই রোখের পায়ে ॥ ধরিয়া রাখিল খুব হুসিয়ার হয়ে * জখন উড়িল রোখ হাওয়ার উপড় ॥ জুদা২ রোখের পদ পড়িল নজর * দুই রোখ দুই দিগে জায়ত উড়িয়া ॥ সাহাজাদা দেখে হাল উঠীল কান্দিয়া * কান্দিলে কি হবে আর নাহিক উপায় ॥ কেমনে একত্র হবে না দেখে উপায় * সাহাজাদা যেই রোখ ধরিয়া আছিল ॥ বহু দুর গিয়ে এক পাহাড়ে নামিল * সেই যে পাহাড় বর ভয়ঙ্কর ছিল ॥ আগে হৈতে বহুত সেই বিরানা আছিল * কিন্তু জাদু টোনা তথা কিছু নাহি আর ॥ বড়২ বৃক্ষ ছিল অতি ছায়াদার * মেওয়ার দরক্ত কতেক বেশুমার ॥ নানা রঙ্গ মেওয়া তাহে দেখিতে বাহার * ভাল২ মেওয়া সাহা চুনিয়া চুনিয়া ॥ ভুড়িয়া খাইল সেই বাগানে বসিয়া * ক্ষনে২ গোল নাম স্মরন করিয়া ॥ একেবারে বেহুস হয় কান্দিয়া কান্দিয়া * এছাই ছুরতে ভাবি হয়ে পেরেশান ॥ ভাবা গুনা করে সাহা গুনিয়া নিধান * তার পর কত দুর জায় সমুখেতে ॥ এক বুড়া বসি আছে পাইল দেখিতে * বুড়াকে দেখিয়া সাহা করেন খেয়াল ॥ বলে মোর মত বুঝি তাহার হল হাল * এত ভাবি

জায় সাহা ছামনে বুড়ার ॥ ছালাম আলেক করে হুজুরে তাহার
ছালামের জওয়াব নাহি দিল বুড়া পীর ॥ এসারা করিল খালি
হেলাইল সির * তবে জিজ্ঞাশিল সাহা বুড়ার চরনে ॥ কিবা কর
পীর মর্দ্দ বসিয়া এখানে * কোথা থাকি আসিয়াছ এই বিরানায়
কোন দেশে ঘর বটে জাইবে কোথায় * তাহার উত্তর কিছু
সাহাকে নাদিয়া ॥ এসারা করিল কিন্তু একথা বলিয়া * আপ-
নার কাঁদ পরে করিয়া ছওয়ার ॥ এই যে দরিয়ার শাখা করি দেহ
পার * আপনার দেলে সাহা বুঝে এই ধারা ॥ তুরিবেন মেওা
বুঝি কান্দে চড়ি মেরা * কিবা এ নহর পার হইবার চায় ॥ এত
ভাবি উঠাইয়া লিলেন বুড়ায় * সাহার গর্দ্দানে বুড়া হইয়া
ছওয়ার ॥ ইশারায় বলে নহর কর শীঘ্র পার * আড়ার উপরে
গিয়া উঠে তৎপরে ॥ ইশারাতে কহে সাহা নামিবার তরে *
জখন এশারা করে নামিতে বুড়ায় ॥ চরণে লেপটি তখন ধরেন
গলায় * ফের বুড়া এক পদ লাগায়ে গলায় ॥ দোছরা পায়েতে
লাত মারেন সাহায় * পেটেতে মারিয়া এরি জোরে আপনায় ॥
জেখানেতে ইচ্ছা হয় কহে ইসারায় * ইশারা বুঝিয়া সাহা যায়
সেই খানে ॥ অশ্ব আরোহিল জেছা সেই যে নাদানে * হয়রান
হইল তার কাবুতে পড়িয়া ॥ জেথা জিউ চাহে বুড়া লেজায় চড়িয়া
এই রুপে সমস্ত দিন গর্দ্দানে তাহার ॥ আরোহিয়ে রহে সেই
বুড়া দুরাচার * দিন গোজারিয়ে যদি হয় নিমা সাম ॥ বিশ্রাম
করিতে চাহে সাহা নেক নাম * বুড়া তবে জমিনেতে ফেলায়
তেমনি ॥ সেই মতে কাদে পাও রাখেন আপনি * জুদা না হইল
বুড়া কভু সাহা হইতে ॥ লেপটিয়া রাখে পদ সেরূপ গলেতে *
সারা রাত্র এই হালে রহে বুড়া পীর ॥ প্রভাতেতে উঠাইল
সাহার খাতির ॥ সেরুপে ছওয়ার হয়ে দৌড়ায় সাহারে ॥ ঘরিং
মারে এরি পেটের মাঝারে * সমস্ত উদ্যানে ফিরে লইয়া সাহায়
যেথা জিউ চাহে তার সেথা লয়ে জায় * তবু সাহা সদা করে
গোলকে শ্বরন ॥ আহা গোল কোথা গেলে পাব দরশন * সয়নে
স্বপনে আর ভজনে ভ্রমনে ॥ গোল বাক্য ভিন্ন আর কিছু নাহি

মনে * দিবা রাত্র কাঁদে বুড়া আছেন বসিয়া॥ তার নাহি গম করে আসকে মজিয়া * আচানক এক দিন সাহা নেক নাম॥ আঙ্গুর পারিল সুরা করিতে আঞ্জাম * বড়২ ঘড়া বহু আছিল তথায় ॥ আঙ্গুর আরক রাখে ভরিয়া তাহায় * আঙ্গুর আরক হইতে ভরিয়া তাহায় ॥ যত্ন করি রাখিলেন পুসিদা জাগায় * এক দিবা পরে জায় সন্নিকটে তার ॥ বুড়া দেও হামেসা তার কাঁদেতে ছওয়ার * বড় মজাদার সরাব হইল ঘড়ায় ॥ প্রতি রোজ খায় সরাব জাইয়া তথায় * যতেক মেহনত সেই খুমারে নেশার ॥ কিছু না মালুম হয়ে বদনে তাহার * কভু সাহা নাচি ফিরে কভু গান গায় ॥ কখন নিসাতে পড়ি করতাল বাজায় * এই রূপে নাচে কুদে নেশার ঝুকিতে ॥ শুনে বুড়া খোস বড়া হয়েন তাহাতে * বুড়া দেখে সরাব পিয়ে সাহা খোস হয়॥ সেতাবি করিয়া বুড়া চাহে এসারায় * চাহিতে লাগিল যদি পান করিবারে॥ উঠাইয়া দেয় ঘড়া বুড়ার খাতিরে * মজা বুঝি-বার তরে থোড়া কিছু খায়॥ লজ্জত পাইয়া ঘড়া সাহাকে না দেয় সেই ঘড়া পরে মোক্ষ লাগায় আপনা ॥ সমস্ত সরাব পিয়ে হইল দেওয়ানা * যে আন্দাজ সরাব ছিল ঘড়ার ভিতরে॥ দুই জনে খেলে পরে উঠীবার নারে * তাহাতে নতুন বুড়া সরাব খাইল॥ সেই ঘরি নেশা বিচে বেহুস হইল * হুস হাড়া হয়ে বুড়া সাহার গর্দ্দানে ॥ নানা ইতি গান গায় নেশার কারনে * কখন সাহার মুণ্ড তবলা সমান ॥ বাজাইয়ে আনন্দেতে সুরু করে গান * বেহালার মত ক্ষনে ধরি সাহার কান ॥ দোন করে একেবারে মলেন নাদান * কখন নাচিতে চায় গর্দ্দানে থাকিয়া ॥ কখন নিচের দিকে পরেন ঝুকিয়া * ক্ষনেং এই গীত গায় বুড়া পীর॥ মহাম্মদ আরেফ লেখে লাচার খাতির *

পিত তাল বশন্ত ॥

এত দিনে পাইলাম সুক বুড়া কপালে ॥
আহাকি শুন্দর মজা পেনু অকালে *
জেমনি আসা, তেমনি পাসা, হল এখন ভাল

বাসা, কি করিব পাইনা দিসা, ভুষ্ট আছি
সকল ভুলে ॥ তবলা কোলে, খেমটা বোলে,
হাত ফেলি তায় তালে তালে, গান করি
আল্লাদ বলে, পাইলাম না সুখ, যুবা কালে ❋

এই রুপে বুরা গান গাইতে আছিল ॥ সরাবের নিসা কিন্তু অত্যান্ত হইল ❋ হুস আকল কিছু নাহি সে সমে আছিল॥ মুণ্ড নিচেতে পরে পদ হল ঢিল ❋ তবেত অবকাশ সাহা পাইয়ে তাহারে ॥ কান্ধ হইতে স্ফূর্ত্তিতে ফেলে ভুমি পরে ❋ তৎপর পাথর এক লয়ে হাত পরে ॥ মারিলেন সে বুরার মুণ্ডের উপরে ❋ সে আঘাতে বুরার তখন প্রান গেল ॥ ভুপের সন্তান বড় খোসাল হইল ❋ তখন প্রভুকে সাহা সুকুর ভেজিয়া ॥ আপনার মুখে সেই গোল নাম লিয়া ❋ নির্জ্জন কাননে সাহা করিল গমন ॥ দুস্মন ব্যাতিত নাহি দোস্তের দরশন ❋ এমন কানন বন ভয়ঙ্কর ছিল ॥ বুঝি তথা কোন আদম কভু নাহি গেল ❋ এক সপ্তাহ চলে সাহা কাননে২ ॥ তৎপর পাইল নদী ভয় লাগে মনে ❋ একুলে থাকি সেকুল দেখা নাহিজায় ॥ শুশ কুম্ভীর আদি ভাসিয়া বেড়ায় ❋ তিরে বসি ভুপ সুত গোলকে শ্বরিয়ে ॥ ওহে প্রিয়ে রক্ষা কর মরে দেখা দিয়ে ❋ তোমাকে হেরিয়ে যদি হইত মরণ তবুশে স্বত্যেরে বুঝি অমুল্য রতন ❋ না হেরি তোমারে মম ব্যাথা সর্ব্বক্ষন ॥ জিতা জানে আছিযেন হইয়ে মরণ ❋ মহাম্মদ আরেফ বলে ওহে ভুপ সুত ॥ হেথা এক বাহার সুরে গাও দেখি গীত ❋ নাম জপ প্রেম কর হইয়া কোরবান ॥ যে নামের গুনে চলি জাবে স্বর্গ স্থান ❋

গীত তাল বাহার লালতি ॥

যে জন পিরীতে রত সে জানে প্রেম ব্যবহার ॥
অপরে জানিবে কিবা উপহাস্য হবে তার ❋
সুক পাখীর নানা স্বরে, অগ্নি জলে সদান্তরে,
সদা মরি প্রেম জরে, না পাই নিস্তার ॥
কাননে তল্লাসি তায়, সদা পঞ্জর ন্যায়,

হজিল কি বিধী হায়, প্রেম চমৎকার *
মহাম্মদ আরেফ বলে, ঝাপ দিওনা নোনা জলে,
মর ডুবে নদীর জলে, প্রসংসা হইবে জার *
ভুপ শুত নদী পার হয়॥

ত্রিপদী॥ তটে বসি সাহাজদা, ইয়াদ করিয়া খোদা, করে এক যুক্তি মনে মনে ॥ ভুড়া এক বানাইয়া, নদী জাব পার হয়া, এত বলি কত কাষ্ট আনে * তাতে তরী বানাইল, নৌকার মতন হৈল, তায় চড়ে প্রভুকে স্বরিয়ে ॥ চলে ভুরা নীর পরে; আপনি পবন ভরে, সাহাজাদা ভাবেন বসিয়ে * সুস কুম্ভীর সতে২, ভাসি বেড়ায় সলিলেতে, ভয়ে সাহা কাঁপে থর থর॥ আল্লাকে ইয়াদ করি, জায় নদী তয় করি তটে গিয়ে উঠীল সত্তর * তৎপর আল্লা বলি, পথ পরে জায় চলি, সম্মুখেতে পাইল উদ্যান॥ পুষ্প নানা জাতি কত, ফুটিয়াছে শত২, কামিনী মল্লিকা কুলগুান * কেতকী মালতী জবা, শুর্জ্জমুখী অতি সোভা টগর গোলাব সারি২ ॥ নানা জাতি পাখী গন, বুল২ তুতি ও খঞ্জন, শুক সারী কুকিল মধুর * নানা ইতি গান করে; লাগে জেন প্রাণ হরে, সাহা শুনি পাখী গনের শ্বর * প্রেমের অনল আর, জলে সদা দেলে তার, গোল বলি উঠে চিকরিয়া ॥ আহা বানু গোলজার, করি মোরে বেকারার, কোথা রইলে মোরে পাসরিয়া * তোমার বিচ্ছেদানলে, দেলে সদা অগ্নি জলে, মিন জেন শুখনা শ্রবরে ॥ মহাম্মদ আরেফ বলে, এস্ক ছাদেকী হলে, আউলিয়া বলিত সবে তারে * বিজলী সমান আর, পুল-ছেরাত হইত পার, বেহেছাবে পাইত জেন্নাত॥ হাসর ময়দান পরে, যত সব গুনাগারে, বকসাইত করে সাফায়াত *

ভূপ শুত তেলেছমাতে পরিয়া পরির দরশন॥

পয়ার॥ এইরূপে জারি করে জামান বিস্তর॥ বেহালেতে চলে জায় রাহার উপর * কত দুরে গিয়ে এক দেখেন উদ্যান ॥ নানা পাখী সারি শুক তথা করে গান * তরু লতা নানা জাতি পুষ্প বেশুমার॥ দেখিয়ে আশক মর্দ্দ খোসাল অপার * খোসা-

লিত হয়ে চলে শু সোভা দেখিয়া ॥ শেষে এক বৃক্ষ তলে পৌছিল জাইয়া ❋ অপরুপ দেখে তথা ভুপের নন্দন ॥ গো, মৃগ দোন জাতি এক সঙ্গে সয়ন ❋ মেলাজুলি করে আর ছুটিয়া বেড়ায় ॥ কেহ কার দেহ চাটে কেহত পালায় ❋ লাল কাল নিল সাদা রঙ্গ সবাকার ॥ দেখি চমৎকার হৈল ভুপের কুমার ❋ সাহাজাদা ভাবে দেলে ভুকে কষ্ট পাই ॥ কেননা হরিন এক পাখাইয়া খাই ❋ এরাদা দেলেতে যখন করিল এমনি ॥ এক মৃগ তৎক্ষনাৎ আসিয়ে তখনি ❋ জব হয়ে বৃক্ষ তলে ছটফট করে ॥ অকস্মাৎ অগ্নি আসি পাকাইল তারে ❋ তখন সেই মৃগসব কাবাব হইয়া ॥ কুমারের করে মাংস পৌছিল আসিয়া ❋ দেখে বিস্মৃত হাল ভাবে দেলে২ ॥ নাখায় কাবাব সাহা নাহি হাতে তোলে ❋ তৎপর সেই কাবাব সবলে কুদিয়া ॥ একেবারে উদরেতে গেল সান্ধাইয়া ❋ পেট ভরি গেল যদি লাগিল পিপাশ ॥ উদ্যানে২ করে জলের তল্লাশ ❋ পাইল নহর এক কত দূর গিয়ে ॥ পেয়াসের জোরে সাহা গেল থোরা পিয়ে ❋ নির পিয়ে ভুপ শুত লাগিল কম্পিতে ॥ তৎপরে ডালিলেন অতি বেহুশেতে ❋ কতক্ষন পরে যদি পাইল চেতন ॥ চতুরপার্শে দেখে সাহা করি নিরক্ষন ❋ নাহি সে কানন আর নহর সেখানে ॥ কিন্তু আপনাকে দেখে শুরম্য উদ্যানে ❋ জামাল তাজ্জুবে রহে দাড়ায়ে তথায় ॥ উপবনের চতুরপার্শে নিরক্ষিয়ে চায় ❋ প্রস্ফুটিত লালা পুষ্প লতায় লতায় ॥ পশু পক্ষি জীব গন না দেখে তথায় ❋ সবজা বাহার ভুমি অতি শুনির্ম্মান ॥ সাহাজাদা উদ্যানের না পায় নির্ম্মান দেখিতে২ বৃক্ষে যত পুষ্প ছিল ॥ আচানক একাএক ময়ুর হইল ঘাস যত ছিল তথা স্বর্প হয়ে জায় ॥ ফনি ধরি উর্দ্ধ মুখে খেলিয়া বেড়ায় ❋ সাজামাল দেখি হাল ডরে ডরাইয়ে ॥ বাগান ছারিতে চাহে চালাকি করিয়ে ❋ উদ্যান ছাড়িয়া যদি সাহা যেতে চায় ॥ তখন ময়ুর সব আসিয়ে ত্বরায় ❋ কেহবা মস্তকে চোঙ্গল মারে তরাতর ॥ কেহ পিঠ বুক পরে মারেন ঠোকর ❋ আর সর্প গন আসি পায়েতে জরায় ॥ চলিতে না পারে মর্দ্দ বসিল তথায় ❋

তখন ময়ুর গন নৃত্য আরম্ভিল ॥ সর্প গন ফনি ধরি খেলিতে লাগিল ❋ উঠিলেন ভূপ শুত জাইবার তরে ॥ ময়ুর সর্প গন আসি সেই রূপ গেরে ❋ এই রূপে বার বার চাহে পালাইতে ॥ না পারিয়া শেষে বসে বৃক্ষ মুলেতে ❋ আজব ঘটনা এক দেখে তৎপর ॥ শুরূপ কুমারি এক তক্তের উপর ❋ নানা আবরনে অতি সাজন করিয়ে ॥ হিরা মতি কত জেওর গায়ে জড়াইয়ে ❋ জরি সাটিনের বুটা সারিযে জামদানী ॥ সাটীনের নিমা গায়ে পরি বিনদিনী ❋ আর কত পরি সেই তক্ত মুণ্ডে লিয়া ॥ খেলিতে বাগান বিচে পৌছিল আসিয়া ❋ দেখিয়া ভূপের শুত হাসমত পরির ॥ উঠিয়া প্রনাম করে নোয়াইয়া সির ❋ পরি জামালের মুখ নজরে দেখিয়া ॥ সেতাবি অঞ্চলে মুখ নিল যে ঢাকিয়া ❋ খাদে-মান পরি তার সঙ্গে যত ছিল ॥ রাগান্বিত হয়ে বাক্য কহিতে লাগিল❋ কর পদ বেন্ধে ঐ আন জুয়ানেরে ॥ কি জোরে প্রবেশে মম উদ্যান ভিতরে ❋ বিনা হুকুমেতে মম উদ্যান মাঝার ॥ নাহি আছে হেন ক্ষেম আমার পিতার ❋ এই বাক্য শোনামাত্র সহচরি গন ॥ সাহাজামালেরে শীঘ্র করিল বন্ধন ❋ সাহাকে তুরিত পরি নিয়ে তক্ত পরে ॥ শুন্যেতে উড়িয়া জায় আপন আগারে ❋ সাজা মাল হাল দেখি রহে তাজ্জবেতে ॥ দেলে বলে পাক সাই পরিন্থ পাকেতে ❋ লোকালয়ে পরি শক্ত কহে জামালেরে ॥ চুপে২ কহে বানু এছাই প্রকারে ❋ জদ্যাপি আমার বাক্য সোন নেক নাম ॥ তবে আমি তিরস্কার না করি আঞ্জাম ❋ যদি মম আশা পুর্ণ হয় তোমা হইতে ॥ তবে আর তিরস্কার কে পারে করিতে ❋ তৎপর উত্তর সাহা না দেয় তাহার ॥ গোল নাম অহরহ জপে নামদার ❋ শুনিয়া পরির বানি বিচ্ছেদ জালায় ॥ সোকাকুলে কাঁদে সাহা করি হায় হায় ❋ দেখি হাছেন বানু পরি জামালের। তরে ॥ নানা মতে বুঝাইল ধরি দুই করে ❋ কহিল এ উদ্যানের আমি যে মোক্তার ॥ হাছেন বানু নাম মোর সোন সমাচার ❋ লিলাকর মালেকা মাতা পিতা যে আমার ॥ উদ্যানের কারিগরি সকলি আমার ❋ যে কেহ এখানে আসে না পারে জাইতে ॥

জেন্দেগী কাটায় সবে গোলাম রুপেতে ❋ যদি তুমি পুরা কর মোর মন আস ॥ এখনি তোমাকে দিব করিয়ে খালাস ❋ এ- বাক্যে ভুপের শুত না হয় শ্বীক্রিত ॥ দেখিয়ে হাছেন বানু হয় রাগান্নিত ❋ শোনরে আদম জাত না চেন আমায় ॥ এখনি মারিব তোকে জাবে জমালয় ❋ নহেত্তে দেয়ের করে দিব এইক্ষন ॥ চিবাইয়া খাবে তোর তামাম বদন ❋ জিবন সহিত্তে আমি না দিব ছাড়িয়া ॥ শেষেত্তে দুঝিবে মজা আদম বেহায়া ❋ এরুপ বিকৃত বাক্য কহে জামালেরে ॥ মিলন ভুপের শুত কভু না স্বীকারে ❋ তৎপর বাসরে গেল সেই তক্ত লিয়া ॥ উর্দ্ধ মুখে রহে সাহা সে ঘর দেখিয়া ❋ উতরিয়ে তক্ত থেকে লিয়া সাহা তরে ॥ একেবারে প্রবেশীল কুটির ভিতরে ❋ খুসিতে পালঙ্গ পরে বসে সাহা নিয়ে ॥ চমৎকার হল সাহা সেঘর দেখিয়ে ❋ কত কত সহচরি আসি সেই স্থান ॥ নানা ইতি বিহঙ্গ শুরঙ্গে করে গান ❋ খুসিতে অর্দ্ধেক নিশি গেল গত হয়ে ॥ সহচরি গন গেল বিদায় হইয়ে ❋ সাহাজাদা নিয়ে পরি শুইল তথায় ॥ নানান ছন্দেতে বানু কতবা বুঝায় ❋ বোধ নাহি মানে সাহা কান্দে হায় হায় ॥ গোল নাম ভিন্ন আর কিছু নাহি চায় ❋ এই রুপে সপ্ত দিবা জায় গত হইয়া ॥ পরি পানে সাহাজাদা না চায় ফিরিয়া ❋ আহা গোল গোল বলি সদায় জপনা ॥ পরি আর নাহি পারে সহিতে যন্ত্রনা ❋ ছলা কলা নানা রুপ জানে পরিজাত ॥ হাসিতে২ গিয়ে ধরে সাহার হাত ❋ গলে২ লেপটীয়ে মুখেতে চুম্বন ॥ সাহাজাদা হয়ে রহে মুর্দ্দার মদন ❋ নতুন নাজুকি পরি কত রঙ্গ জানে ॥ সাহাজাদার পরিধান বস্ত্র খোলে টাইনে ❋ চাতকির মত ধরে গলে লেপটিয়া ॥ ক্ষনে২ বুকে তোলে আদর করিয়া ❋ আপনা পিন্দন বস্ত্র আপনি খুলিয়া ॥ তৎপর গুপ্ত স্থানে দিল বসাইয়া ❋ তবুত সাহার নাহি হয় কাম ভাব ॥ বলে একি জালা দেখি অসম্ভব ❋ সাহাজাদার কাম ভাব কিছু মাত্র নাই ॥ এই সমে রইতে নারে পাসরি গোশাই ❋ আউলিয়া দরবেশ কিবা ফিরিস্তাও ভ.ল ॥ শাহাজাদা একেবারে মাথা নাহি তোলে ❋ নাহি আছে

কাম ক্রোধ নিগুণ মানব ॥ কি লাভ রাখিয়ে মম এই অসম্ভব * পরি সে অকর্ম্ম ঠাকুর দেলেতে ভাবিয়া ॥ লাত মারে সাহা তরে ছিনা তাকাইয়া * সাহাজাদা লাত খেয়ে তফাতে পড়িল ॥ হুস আকল সে সময় কিছু নাহি ছিল * কতক্ষন পরে সাহা আখি খুলে চান ॥ কোথা সেই পরি আর কোথা বা উদ্যান * দরিয়াতে নির পরে দেখে আপনায় ॥ মৌজা তুফান ঢেউ বাহি-তেছে তায় * কভূ ভাসে কভু ডুবে ফিরে সাতারিয়া ॥ গোলকে স্মরণ করে কান্দিয়া ২ * এক দিবা এক রাত্র নদীতে ভাসিল ॥ দোছরা রোজেতে আসি তটেতে লাগিল * হেন শক্তি নাহি ছিল উঠে কেনারায় ॥ খোদাকে ইয়াদ করে চৌদিকে তাকায় * হেন কালে দেখে এক বৃক্ষের শিকর ॥ উঠিলেন ভূপ সুত তায় করি ভর * মহাম্মদ আরেফ বলে ভাবিয়া রব্বানা ॥ একেবারে সাহাজাদা হইল দেওয়ানা *

গীত বাহার তাল ॥

তন ছেড়ে প্রাণ যায় গোল অদর্শনে ॥
ঝর ঝর পড়ে বারি আহা দু নয়নে *
কি করিব কোথা জাব, কোথা গিয়ে দেখা পাব,
হায় কেবা বাতাইব, এমুন দুখি জনে ॥
প্রাণ তব লজ্জা নাই, মাশুক ছাড়া আছ তাই,
এমন বাচনে ছাই, ফির বনে বনে *

ভুপ সুত সরন্দিপের সুতা চন্দ্র বানুর সহিত কথপকথন ॥

পয়ার ॥ নদী থাকি তটে উঠে করমে খোদার ॥ নামাজ দোগানা পড়ি হল রাহাদার * পাহাড়েং সাহা কান্দিয়া বেড়ায় ॥ ক্ষনেং গোল বলি পরেন ধরায় * ক্ষনে পাগলের প্রায় জায় দৌড়দিয়া ॥ ক্ষনেং পথ মাঝে থাকেন বসিয়া * ক্ষনেং দেওা-নার মত গীত গায় ॥ গোলকে শ্বরিয়া ক্ষনে গড়াগড়ি জায় * অহরহ গোল ভিন্ন কিছু নাহি জানে ॥ সয়নে স্বপনে আর ভজনে ভ্রমনে * এই রূপে হাটি চলে পাগলের প্রায় ॥ কত দিন পরে

গেল আবাদি জায়গায় ❋ দেখে সাহা নদী কুলে আজিম সহর॥ ত্রিপার্শে নদী তার অতি শু সোন্দর ❋ সহরে প্রবেশী সাহা এস্তে বেকারার॥ ক্ষনে উঠে ক্ষনে বসে পাগল আকার ❋ লাকতুন বলিয়ে নাম সেদেশি সাহার ॥ গুজরিয়া গেছে তিনি ছাড়িয়া সংসার ❋ এক কন্যা এক পুত্র আছে জিবমান॥ সুতা চন্দ্র বান আর সুত যে এমরাণ ❋ এমরাণ বাদসাই করে তক্তে দিয়া বার॥ চন্দ্রবান বিদ্যাভ্যাস করে আপনার ❋ দ্বাদশ বৎসর বয়স হইবে কন্যার ॥ বিদ্যালয়ে জায় বানু মক্তব মাঝার ❋ সেই রাহা দিয়া সাহা যায়েন চলিয়া ॥ পাগলের মত চলে কান্দিয়া কান্দিয়া ❋ পথ মধ্যে উভয়েতে হল দরশন ॥ সাহাকে দর্শনে বানু লজ্জা যুক্ত হন ❋ সাহাজাদা কাম ভাবে দেওয়ানার হাল॥ ক্ষনে কাঁদে ক্ষনে হাসে পাগল মেছাল ❋ সাহাজাদী ভাবে মনে এই কিবা হাল॥ চেহেরায় প্রমান করে ভুপের ছাওয়াল ❋ চলিতে ফিরিতে দেখি ফকির নেহাত ॥ কথপকথন পাগলের বুঝি নেক জাত ❋ অগ্র পিছু ভাবি বানু সাহাকে ডাকিল ॥ কোথা জাহ নেক জাত মম কাছে বল ❋ পিতা মাতার নাম কিবা কোথা আগমন॥ ভেশ কেন পাগলের ফকিরী লক্ষণ ❋ ভুপ সুত বলে আমি পাগল দুনিয়ার ॥ সে কথা শুনিয়া বানু কি লাভ তোমার ❋ বানু বলে শুনিবার খাহেস মাত্র দেলে ॥ লাভ ক্ষতি কিছু নাই তুমিও বলিলে ❋ একথা শুনিয়া সাহা নিস্বাস ছাড়িয়া॥ কহে আপনার হাল সব বিবরিয়া ❋ যেই রূপে সারি মুখে গোল নাম শোনে॥ যেই রূপে ভ্রমন করিল বনে বনে ❋ যেই মত যাদু থেকে আসিল বাচিয়া ॥ যেখানে যে পেল দুক্ষ কহে বিবরিয়া ❋ একে একে সাহা সব কৈল আদি অন্ত ॥ বাক্য শুনি চন্দ্র বান কাতর অত্যেন্ত বলে সরন্দিপ বলি সহরের নাম ॥ মম পিতা সাহা ছিল সোন নেক নাম ❋ সর্গ পুরে গেল পিতা ভাই তক্ত পর॥ গোল বানু মামাতিয়া ভগ্নি হয় মোর ❋ একথা শুনিয়া সাহা কান্দে জার২॥ কহ২ বানু কেমন মাসুক আমার ❋ কহ২ বিনদিনী রঙ্গ রূপ তার কোন খানে কেছা রূপ কেমন আকার ❋ কহ২ বানু তার কদ

অনুমান ॥ কর পদ বুক পিঠ কণ্ঠ নাক কান * কেমন নাজকি বানু কেমন আকার ॥ কহ২ কহ বানু কহ এক বার * চন্দ্র বান বলে নাই আন্দেসা তাহার ॥ যেমন গোল বানু নাম তেমনি গোলজার* বলে সাহা মাসুক মম মিলায়ে দেহ তুমি ॥ জেন্দেগী ভরিয়া তব করিব গোলামী * এই বাক্য বলে আর ধরে বানুর পায় ॥ চন্দ্র বানু স্নেহ করি বলেন সাহায় * চল২ সাহা এখন ভুবনে আমার ॥ আল্লা তালা পুরাইবে বাসনা তোমার * এত বলি সাহা তরে সঙ্গেতে করিয়া ॥ আপনা বাসরে বানু চলিল ফিরিয়া * মহাম্মদ আরেফ বলে ভরসা খোদার ॥ তরাইবে মোরে প্রভু হাসর মাঝার *

—* ধুয়া *—

লেওরে চিনিয়া মন আপনা মকান ॥
খাকের তনু খাকে জাবে নারবে নিশান *
ত্বক রক্ত চাম রাহার, খাবে বসি মুরমার,
দেখিবে গোর অন্ধকার, পাবে অপমান ॥
এত ভাবি রঙ্গ ছাড়ি, খোদাকে ইয়াদ করি,
সক্ত করে বানাও তরি, তবে রবে মান *
সরম ভরম রেখে, প্রভু নাম বল মুখে,
রাখিলে সে দুঃখে সুখে, নাকর শান ॥
ভজিলে খোদার নাম, আখেরে আসিব কাম,
দোজাহানে রবে নাম, কহিনু সন্ধান *

ত্রিপদী ॥ ভুপ সুত বানু সাত, কহিল তামাম বাত, যে প্রকারে আসিল এথায় ॥ বাক্য শুনি চন্দ্র বানে, নিয়ে সাহা তৎ-ক্ষনে, তৎভ্রাতার নিকটেতে জায় * এমরানের নিকট গিয়ে, কহে বাক্য সবিনয়ে, শোন শোন সাহা নেকজাত ॥ পথ মধ্যে এক জন, হল মোর দরশন, ভুপ সুত বুঝি নেক জাত * মেছের মুল্লুকে ধাম, সাহা সাম ইয়ার নাম, তান পুত্র নাম সাজামাল ॥ ছুরত নমুনা খুবী, যেন সে ইউছফ নবী, কিবা হেন হুরের ছাও-য়াল * মর্দ্দাম হেম্মত জত, তাহাবা কহিব কত, কত দেশ করিল

ভ্রমন ॥ কানন পাহাড় বন, নদী নালাও উদ্যান, সরন্দিপে আছেন এখন ॥ আসক গোল বানু পর, জপে নাম বার বার, বানু সোকে অত্যন্ত কাতর ॥ যদি তুমি স্নেহ করে, মিলাইয়ে দেহ তারে, তবে তার বাচেত জীবন ॥ এমরান বলে শীঘ্র করে, আনিয়ে দেখাও তারে, কোথা এখন ভুপের সন্তান ॥ আজ্ঞা পেয়ে বিনদিনী, দৌড় দিয়া তৎক্ষনি, আনে সাহা ভাই বিদ্যমান ॥ দেখিয়ে সাহার রূপ, চমৎকৃত হনভুপ, বলে হেনরূপ নাহি আর ॥ বিচিত্র আশন পরে, সাম্নদিল বসিবারে, বসিলেন সাহা নেককার ॥ নানা ইতি বাক্যালাপ, করে বসি দুই ভুপ, তৎপর করেন আহার ॥ এই কথা সিকতোণে, ত্রিপদী রয় এইখানে, ধরিলাম পদ যে পয়ার॥ পয়ার পথেতে যাই, ক্ষাতা হলে মাপ চাই, নাহি জানি কবিতা কালাম ॥ মমিন লোকের পায়, মুরব্বি যতেক তায়, সবা কারে অধিনের ছালাম ॥

এমরান তৎভ্রাতা জালালের বৃত্তান্ত বলে ও জালাল পুনঃ দেহ প্রাপ্ত।

পয়ার ॥ দোন ভুপ একত্র পালঙ্গে বসিয়া ॥ সকলের দুঃখ সুখ বলে বুঝাইয়া ॥ এমরান বলেন শোন ভাই সাহাজামাল ভ্রাতা এক ছিল মম নাম সাজালাল॥কনিষ্ঠতা ছিল ভ্রাতা এলেমে কামেল ॥ গুপ্ত প্রকাশ সব আছিল হাসেল ॥ যেই রোজ বিবা মোরে দিল পিতা মোর॥সেইদিন কাণ্ড এক হল ঘোরতর॥ রূপের কামিনী বানু বরই সুন্দর ॥ জিনের নদৃষ্টি ছিল তাহার উপর ॥ হাসেশা আশিত জিন দেখিতে বাণুরে ॥ দুষ্ট জিন আখি ছাড়া না করে তাহারে ॥ যেই দিন সেই বাণু মম ভার্য্যা হইল ॥ সেই সমে সেই জিন দুস্মন হইল ॥ প্রানেতে বধিবে জিন এছিল ফিকির ॥ ভাবান্নিত হন জালাল তাহার খাতির ॥ তৎপর দিনমনি গেল গত হয়ে ॥ আনন্দে খেলওাতে চলি বাণু সঙ্গে নিয়ে ॥ জালাল দেখিয়া ভাবে দেলে আপনার ॥ কেমন করিয়ে রাখি ভ্রাতাকে আমার ॥ এই ভাবনায় ভাবি জালাল হইয়া ॥ খেল-ওত খানায় গিয়ে ছিলেন লুকিয়া ॥ তৎপর আমি আর মেহেরি

আমার ॥ উভয়ে প্রবেশ করি আন্দর মাঝার * নানা ইতি বাক্যা-
লাপ কৌতুক করিয়া ॥ অবশেষে নিন্দজাই বান্নুকে লইয়া *
হেন কালে সেই জিন রাগান্বিত হয়ে ॥ একেবারে মম পাশে
আশে প্রবেশিয়ে * সর্প মুর্ত্তি নিম্মাণ করি প্রবেশিল ঘরে ॥
জালাল লইল তেগ আপনার করে * ক্রোধাকারে জিন ছিল
মুণ্ডের উপর ॥ চাহে কি মারেন লেশ ছের পরে মোর * চাহেকি
জালাল তেগ মাড়ে তার গৰ্দ্দানে ॥ মাশুকেনা লাগে পিছে ভাবে
মনে ২ * এত ভাবি এক যুক্তি মনেতে করিল ॥ মৃতীকায় বসি
ত্যাগ উৰ্দ্ধেতে মারিল * উৰ্দ্ধে থাকি নিম্নে যদি মারিতেন ত্যাগ ॥
জীন সঙ্গে আমিও মরি তুন বেদেরেগ * এত ভাবি নিম্নে থাকি
উৰ্দ্ধেতে মারিল ॥ জীন কাটি প্রদিপের ঝারেতে লাগিল * কাটিল
ঝারের ডুরি পরিল জমিনে ॥ ঝারের আঘাতে বান্নু জাগে তৎ-
ক্ষণে * জাগিয়া সে বিনদিনী ক্রোধান্বিত হয়ে ॥ চৈতন্য করিল
মোরে দেহে কর দিয়ে * চৈতন্য হইবা মাত্র দেখি জালালেরে ॥
হেন ক্রোধ হয় তাকে প্রাণ তেজিবারে * জালালের তরে বলি
খেদান্বিত হয়ে ॥ কেন হেতা এলা কিশের লাগিয়ে * এই মতে
নানা ইতি করি তিরস্কার ॥ তৎপরে চাহিলাম করিতে সংহার *
হেন সমে বলে জালাল নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥ পিতা মাতার পদ বুছি
আশি যে করিয়া * পিতা মাতার সবিনয় সাক্ষাত করিয়া ॥ কল-
হর স্থান এই যাইব ত্যাজিয়া * এই যে বিশাল রাজ্জ সকল
অসার ॥ শুধু বানিজ্জের ঠাই শোন সমাচার * পুঞ্জি আছে রুহ
তেরা বলিহু সন্ধান ॥ রোজা নামাজ হজ যেকাত কিন স্থান ২ *
ইচ্ছা যত ক্রয় কর সাদ্ধ্য অনুসারে ॥ নৌকায় পুড়িয়া চল হাসর
বাজারে * তথা গিয়ে বিক্রি কর যত সরঞ্জাম ॥ বহুত হইবে লভ্য
জানিলা সন্ধান * এক বানিজ্জের লাভ এতেক পাইবে ॥ যত
খাবে তত পাবে শুন্য না হইবে * এই নছিহত মম স্বরণ রাখিয়া ॥
পিতা মাতার সনে আর দেখা করাইয়া * যাহাই ইচ্ছা কর তাহা
তাতে দুখ নাই ॥ কিন্তু উক্ত ভিক্ষা আমি চরণেতে চাই * এবাক্য
শুনিয়ে আমি রাগ ক্ষমা দিয়া ॥ জালালে লইনু কোলে মুখে চুম্ব

দিয়া ❋ এহাল দেখিবা মাত্র কবিলা আমার ॥ ক্রোধেতে ত্যা-
জিতে চাহে দেহ আপনার ❋ তাহার দেখিয়া রোশ জালালে
লইয়া ॥ পিতার নিকট গেনু নিশ্বাস ছাড়িয়া ❋ শুনি তার ভেদা
ভেদ ভুপ নামদার ॥ আজ্ঞা দিল জল্লাদেরে করিতে সংহার ❋
উজির শুনিয়া বড় হইল কাতর ॥ দাড়াইল সম্মুখেতে বুকে হানি
কর ❋ কহে মন্ত্রি মহিপালে করিয়া বিনয় ॥ আজ্ঞা হইলে কহি
বাত শোন মহাশয় ❋ দুই পুত্র আছে মাত্র রাজ্জের পিয়ারা ॥
মারিবার আজ্ঞা দিলে নাশুনি মাজেরা ❋ নাজানিয়া নাশুনিয়া
বধ নেকজাত ॥ কেয়ামত তকরবে দেলেতে হাছরাত ❋ ভাবিয়া
যে করে কার্য্য সুখ তার হয় ॥ নাভেবে করিলে কর্ম্ম মরনের ভয় ❋
এত শুনি কহে ভুপ জালালের তরে ॥ কি প্রয়োজন ছিল বল ঐ
ঘরে ❋ জালাল বলে সেই বাক্য বলিতে নারিব ॥ বলিলে এখন
আমি পাথর হইব ❋ পাথর ছুরত রব ক্যামত তক ॥ সেই সব না
কহিব মরিব বেশক ❋ পিতা বলে কিমতে হইবে পাথর ॥ কহ ২
জালালদ্দি সেসব খবর ❋ কোন মতে এরাইতে নারিয়া সে বাত ॥
আখেরে পিতার ডরে কহিল নেহাত ❋ যেইরূপে জীন জাত
দুশ্মন হইল ॥ যেইরূপে জালাল তারে বিনাস করিল ❋ আদি
অন্ত বিবরিয়া কহিল খবর ॥ কহামাত্র জালালদ্দিন হইল পাথর ❋
পাথর দেখিয়া পিতা হল পেরেসান ॥ আমিও কান্দিয়া ফিরি
কানন ময়দান ❋ কাননে ২ ফিরি করিয়া ক্রন্দন ॥ আমাকে
উদ্ধারি ভাই হইল নিধন ❋ এইরূপে কত দিবা জায় গত হয়ে ॥
আসিল আওয়াজ এক গায়েব থাকিয়ে ❋ আসিল আকাশ বানি
শুনহ এমরাণ ॥ তব পিতা মৃত হল সে রাজ্জ বিরাণ ❋ রাজ্জতি
করহ তুমি তক্তে বার দিয়া ॥ জালাল পাইবে তন জাহনা
ফিরিয়া ❋ কতদিন পেরেসান মেছের থাকিয়া ॥ আসিবেন এক
শাহা আসক হইয়া ❋ শাহা জামাল বলিয়া জানিবে তার নাম ॥
শাহা সাম ইয়ারের শুত মেছেরেতে ধাম ❋ তার অঙ্গুলির খুনে
পাইবে রেহাই ॥ মৌকুফ হইল বাক্য শুনিনু এছাই ❋ সেই সব

কথা আমি লিখিয়া রাখিনু॥ পরিতেৎ খুব ইয়াদ করিনু * আপ-নার কদম দেখে হইনু নেহাল॥ পাক সাই করে যদি তাহাকে বাহাল * এত শুনি চুপ সুত কহেন এমরানে॥ কোথা আছে জালালদ্দি চল সেই থানে * এমরান শুনিয়া হল আনন্দ অপার॥ ভিখারী পাইল যেন সিন্দুক সোনার * সাহাকে লইয়া এমরান তথায় চলিল॥ যেই থানে সাহ জালাল পাথর আছিল * সাহা জাদা হাল দেখে করেন ভাবনা॥ যেন প্রভু পুরা করে আমার বাসনা * এবাক্য বলি সাহা অঙ্গুলী কাটিয়া॥ জালালের মস্ত-কেতে দিল ছিটাইয়া * তাহার উছিল্লায় আর হুকুমে আল্লার॥ পুনঃ বার দেহ প্রাপ্ত জালাল সাহার * জালাল সোকর ভেজে দরগায় আল্লার॥ না আছে সরিক জার একেলা মোক্তার * তৎ-পর ছালাম করে জামালের পায়॥ দেলের বাসনা পুরা করে যে খোদায় * এমরান দেখিয়ে ভাইয়ে করে মোনাজাত॥ দোন কর উঠাইয়া আল্লার দরগাত * খোসাল হইল সব জত থাছ আম রায়ত প্রজা বান্দিদাসী আর যে গোলাম * সকলে তারিফ করে সাহাজাদা তরে॥ হাজার প্রসংসা এমুন পুত্র জার ঘরে * এই মতে নানান প্রসংশা করে সবে॥ কিন্তু সাহার মনাগুণ জলে প্রেম ভাবে * মহাম্মদ আরেফ বলে ভাবি করতার॥ প্রভুর মহিমা বুঝে হেন শক্তি কার *

—ः *)*(* ः—

* গিত সাওরাত *

অপার মহিমা আল্লাহে কে করে শুমার॥
জারে যখন যাহা ইচ্ছা হে পার করিবার *
ঝিনুক থাকে পাতালেতে, গহিন ওজে সাগরেতে,
বিন্দু পড়ে আকাশেতে, হয়ে গোল জার॥
সেই নীর ঝিনুক পেয়ে, সেকমেতে ছাপাইয়ে
দেহ মতি বানাইয়ে অতি চমৎকার *
ঝিনুক হয় কয় করার, মতির মুল্য হয় হাজার,
আকলেতে করনা, বিচার খেলা এই কার॥ জার খেলা

সেই করে, অন্যে কি ধরিতে পারে, হেন
যুক্ত কার তরে, করে অঙ্গুলী বাহার *

জালাল পাইল দেহ করমে খোদার ॥ খুসির মউজা উঠে সহর বাজার * নানা ইতি উপহার জালালের তরে ॥ ভক্ষন করায় সবে অতি সমাদরে * তিন সাহা এক সঙ্গে থাকেন আনন্দে ॥ কিন্তু মেছেরের সাহা প্রেমাশোকে কান্দে * ভজন ভ্রমন আর সয়ন সপন ॥ সর্ব্ব ত্যাগি হল জেন সন্যাসী শুজন * গোল নাম জপ মালা জপিতে২ ॥ একেবারে ভুমিপরে পড়ে অকস্মাতে * এমরান দেখিয়ে তার বিপরিত কাণ্ড ॥ আজামালে জিজ্ঞাশেন কর দিয়ে মুণ্ড * নাভাব২ সাহা ধরি চরনেতে ॥ গোলবানু মিলাইব তোমার সনেতে * যেই মতে পারি বানু এখানে আনিব ॥ তব কর্ম্ম সমাধিব প্রাণ মম দিব * এই মতে নানা মতে বহুত বুঝায় ॥ অবশেষে বুঝাইতে গান এক গায় *

* গীত মদ্ধ্যমান *

ভেবনা ভেবনা সাহা ভেবে ভেবে দেহ ক্ষয় ॥
ধর্য্য ধর বাক্য মান তাতে হবে তব জয় *
আসা কার পরওয়ার, নৈরাশ না করে কার,
সবুর করিলে আর, নিস্ফল না হয় ॥
অদৃষ্টে থাকিলে লেখা, অবশ্য তার পাবে দেখা,
প্রভু যদি হয় সখা, ভাবনা কি তায় *

পয়ার ॥ এগান শুনিয়া সাহা না হইল স্থির ॥ সর্ব্বদা রোদন করে গোলের খাতির * দেখিয়ে এমারান সাহা চিন্তা যুক্ত হয়ে ॥ আর বার বুঝাইল গান এক গেয়ে *

গীত তাল আড়া ॥

ওহে যুবরাজ ত্যাজ রমণীর ধ্যান ॥ আগে হয় ভাল বাসা শেষে যায় কুলমান * রমনীর রঙ্গছলে, মুনি মানস টলে পুরুষে ভুলায় ছলে, করি হতজ্ঞান ॥ যে দেয় তাহারে চিত ঘটে তার বিপরিত, নারিতে নাপায় হিত, শাস্ত্রের বিধান *
সকলে বলে অবলা, সদা পূর্ণ ষোল কলা, [illegible]

ছলা, পুরিয়ে সন্ধাণ ॥ আগে চলে মনহরে, আলাপন কত করে, সটের ব্যবহারে পরে, করে অপমান ❋

❋ কেচ্ছা আক্কাছ ❋

॥ পয়ার ॥ দুরোখ দুদিগে যখন করিল গমন ॥ মনে মনে করে আক্কাছ প্রভুকে শ্বরণ ❋ এমন উপরে রোখ উড়িয়া উঠিল ॥ মৃত্তিকা সবুজ রঙ্গ নজর পড়িল ❋ কতক্ষন পরে গিয়া সেই জানওয়ার ॥ মহা বিরানাতে গিয়া তল্লাশে আহার ❋ তৎপর বশে পাখী সেই বিরানায় ॥ আক্কাছ ছাড়িল পদ ভাবিয়া খোদায় ❋ রোখ গিয়া পরে এক ভুজঙ্গ উপরে ॥ পদে ধরি নিয়া চলে আপনার জোরে ❋ একা উজিরের সুতা বিরানায় পরিয়া ॥ চতুরপার্শ্বে দেখে মর্দ্দ খুব নিরক্ষিয়া ❋ চতুরপার্শ্বে উচ্চ ভুমি পর্ব্বত আকার হেথা থাকি পালাইতে পথ নাহি আর ❋ শত২ ভুজঙ্গ আর চরে সেইস্থান ॥ আক্কাছের পরে হল এমত নিদান ❋ কিন্তু তথা লাল মতি জওয়াহের নেগার ॥ ঠাই২ কত শত কে করে শুমার ❋ কতক্ষন পরে দেখে উপর থাকিয়া ॥ মাংস খণ্ড পড়িতেছে সেথায় আসিয়া ❋ কোথা থাকি পরে মাংস সোন সর্ব্বজনে ॥ সওদাগর লোক সব আসে এই থানে ❋ গো মেসের মাংস তারা আনে সঙ্গে করে ॥ তাহাকে ফেকিয়া দেয় গব্বর ভিতরে ❋ উপরেতে ছিমোরগের বাসা বেশুমার॥ গব্বরে প্রবেশে তারা মাংস খাইবার মাংস নিয়া তারাতারি উঠেন উপরে ॥ মাংসে বাজি মতি লাল উঠেন পাহারে ❋ এই হেতু লাল প্রাপ্ত হয় সওদাগর ॥ আক্কাছ দেখিয়া হাল ভাবিল বিস্তর ❋ তৎপর হেস্মত করিয়া জোরওয়ার মোরগের পদ ধরে ভেবে করতার ❋ মোরগ ভাগিয়ে চলে পর্ব্বত উপর ॥ এই হেতু উজির সুত উঠিল উপর ❋ উপরে উঠিয়া মর্দ্দ ভাবে পরওয়ারে ॥ হেনকালে আসিলেন যত সওদাগরে ❋ জিজ্ঞাসিল আক্কাছেরে যত বিবরণ॥ কোথা হইতে এলে আর কোথা আগমন ❋ আদিঅন্ত আক্কাছ আলি বয়ান করিল ॥ শুনিয়া সওদাগর তাহা দুঃখিত হইল ❋ আক্কাছেরে সওদাগর শেনেহ করিয়ে ॥ ভোজন করায় সবে নিকটে বসায়ে ❋ তৎপর জিজ্ঞা-

শিল যত বিবরন ॥ আদি অন্ত আকাছ আলী শুনায় তখন * শুনি আকাছের মুখে অদভুদ ভারতী ॥ আকাছের প্রতি সেনেহ জন্মিলেন অতি * তৎপর জিজ্ঞাশিল সাধু সর্ব্বজন ॥ মনে তেরা কিবা যুক্তি বলনা এখন * আমাদের সঙ্গে যদি চাহ থাকিবার ॥ মাহিয়ানা শুস্থির মোরা করিব তোমার * আর যদি ভ্রমিবার চাহ স্থান২ ॥ যথা ইচ্ছা জাহ তুমি কহিনু সন্ধান * আকাছ বলে সংসার দেখিতে মন চায় ॥ শুনি সাধু গন দিল করিয়া বিদায় * কতদিন পরে সেই বিরানা ছাড়িয়া ॥ শূন্য কাননে মর্দ্দ পৌছিল যাইয়া * বাগানে২ মর্দ্দ ফিরেন ঘুরিয়া ॥ ফল পারি বৃক্ষ থাকি খায় চিবাইয়া * হেন কালে হল এক কাণ্ড ঘোরতর ॥ দেওনী আসিল এক মুর্ত্তি ভয়ঙ্কর * দেও হেরি উজির শুতা কাপে থর২ ॥ বলে কি আফত আইল নিকটেতে মোর * হেন সমে দেওনী আসি আকাছ নিকটে ॥ বলে এ শুন্য বন মোর হয় বটে * এত বড় অভিমান উদ্দানে আসলে ॥ অন্তরেতে মম ভয় কিছু না করিলে * তার প্রতিফল এখন পাবে ধুর্ত্ত নর ॥ এতবলি দেওনী ধরে আকাছের কর * ধরিয়া তার হাতে দেওনী বলে আকাছেরে ॥ বাহির কর জিব্বা তব দেখিব নজরে * ভয় পেয়ে আকাছ আলি জিব্বা দেখাইল ॥ সেই সমে দেও জিব খেচিতে লাগিল * টানিয়া সে জিব্বা প্রায় হাত পরিমান ॥ তৎপর মন্ত্র পড়ি করিল পাষান * এহালে আকাছ থাকি দিবস সমস্ত ॥ তৎপর যেই সমে সুর্জ্জ গেল অস্ত * সেই সমে আসি দেও নিকটে তাহার ॥ ধাক্কা মারি জিব্বা ভিতরেতে দিল তার * পুনরায় যেন্দা করি লাগে বলিবার ॥ মম সঙ্গে কর রতি নরের কুমার * আকাছ বলে একি কাণ্ড বুঝিবার নারি ॥ কেমনেতে রতি কর্ম্ম দেও সহ করি * দেও বলে শিঘ্র করি পুরাও মম আস ॥ নহিলে এখন তুঝে করিব বিনাস * আকাছ বলে কেমনেতে এ কার্য্য শাধিব ॥ তব অঙ্গলির মত আমি নাহি হব * দেও বলে শুন্দর রূপ নজরে দেখিয়া ॥ নাহি পারি এক দিন থাকিতে ভুলিয়া * আকাছ বলে মণুষ্যের রিতি নিতি এই ॥ নিকা ভিন্ন ব্যবহার কেহ

কভু করে নাহি * কিন্তু নিকা মধ্যে আছে নিয়ম কালে কাল॥ রাত্তি ছাড়া দেখা শুনা করে এক সাল * এক সাল মধ্যে যদি করেন কৌতুক ॥ সেই রমন রমনীর বরই অশুক * জিন্দগীতে কভু আর শুখ নাহি তার॥ দেখিতে২ হয় মৃত্যুর আকার * এই ফাকি শুনি দেওনী দেলে ডরাইয়া॥ এক সাল ক্ষেমা করে ছবুরি করিয়া * আক্কাছ দেলেতে ভাবে প্রভু করতার॥ এহেন সঙ্কটে মোরে কর্‌হে উদ্ধার * হেন অসম্ভব কার্য্য হইবে কেমনে॥ যাহা এই ত্রিভুবনে কেহ নাহি জানে * ইহা থাকি হইত যদি আমার মরণ ॥ তবে এ জুলুম নাহি হত কদাচন * ভাবান্বিত দেখি দেওনী প্রিয়াকে আপন॥ বলে মোকে ভাল নাহি বাসে এই জন নাচ গীত শুললিত যদি শুনে মোর॥ কভুনা ভুলিবে তবে নরের কুমার * এখন উচিৎ মোরে নাচিতে গাইতে॥ এবলিয়া দেও জাত লাগিল সাজিতে * প্রথমে পরিল এক শাড়ি মনোহর॥ শুদ্ধ ছালার চট সোনহ খবর * তৎপর মন মত পিন্দে অলঙ্কার॥ নতে গাথি যত ইতি গো অশ্বের হার * গজ মুণ্ড পঞ্চ লহর গাথিয়া রসিতে॥ গজ মতি হার বুঝি দিয়াছে গলেতে * তৎপর নৃত্ত করা আরম্ভ করিল ॥ দুই চারি গজ উর্দ্ধে লাফিয়া উঠিল * নৃত্ত গীত মহোৎসব করে এই দ্বারা॥ হস্তির চিক্কুর জেন ভয় লাগে বড়া * আক্কাছ আলি মনে চিন্তা করে আপনার॥ চিন্তা-যুক্ত হলে হেথা নাপাব উদ্ধার * এত ভাবি দেও জাতে কহে মৃদু ভাসে॥ এসপ্রিয়ে২ বৈস মম পাসে * তব রূপ হেরি মম বিদরে পরান॥ করিব তোমার সেবা দিয়া মন প্রান * বাক্যে তুষ্ট অতি শয় হয়ে দরাচার॥ বলে কি আনিয়া দিব করিতে আহার * বলে আক্কাছ যত ইতি ফল বাগানের ॥ আমাদিগের খাদ্য বস্তু জান হামেসার * এত সুনি উদ্দানেতে ত্বরাগতি গিয়ে॥ উত্তম২ ফল আনিল তুরিয়ে * আক্কাছের তরে সব দিল খাইবার॥ ভক্ষন করেন আক্কাছ ভেবে করতার * এই রূপে নিত্ত ফল আনি দেও জাত ॥ থরে২ সদা রাখে করে মৌজুদাত * এই রূপে কত দিন গত হয়ে জায় ॥ দেওনার নিন্দের ওক্ত তৎপর হয় * দেও সর্ব্ব

গনের সর্ত্ত আছে এই মত ॥ তিন মাস ভক্ষে আর তিন মাস রত তিন মাস নিন্দে সব রবে অচেতন ॥ একেবারে হইবেন মুর্দ্দার মতন ✻ আক্কাছের তরে বলে দেও দুরাচার ॥ আমাদের নিন্দের ওক্ত হইল শুমার ✻ এক নিন্দে থাকি মোরা তিন মাস ভর ॥ তোমাদের নিন্দের কিছু নাজানি খবর ✻ সুযোগ দেখিয়া আ-ক্যাছ কহে দেওর পাস ॥ এক নিন্দে থাকি মোরা সারে তিন মাস ✻ হিসাব করি দিন পাইয়াছ ঠীক ॥ অদ্য হতে আমাদিগের নিন্দের তারিখ ✻ এতবলি মন্ত্রি সুত জমিনে সুইয়া ॥ মক্যর করিয়া মর্দ্দ গেল ঘুমাইয়া ✻ দেওনী দেখিয়া অতি হল আনন্দিত হার গোর বিছাইয়া সুইল তুরিত ✻ চাপিল বিষম নিন্দ মুর্দ্দার মতন ॥ কূরালি মারিলে আর না হবে চেতন ✻ নৃপ সুত নিরা-ঞ্জনে শ্বরন করিয়া॥ চলিল কানন পথে একাকিনী হইয়া ✻ জামা লের মহব্বত আছিল এছাই ॥ জঙ্গলি দুস্মনের ভয় কিছু মাত্র নাই মহাম্মদ আরেফ বলে পাক নিরাঞ্জনে ॥ ত্বরাইবে মোরে প্রভু হাসর ময়দানে ✻

✻ নৃপ সুত এমরানে উপনিত ✻

ত্রিপদী ॥ বিষম কানন বনে, হাটি চলে এক মনে, নাহি করে ভয় দুস্মনের ॥ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কষ্ট পায়, বৃক্ষ পত্র তুরি খায়, তবু গতি ভাবে জামালের ✻ মাহিনা রোজের পরে, বৃহৎ বৃক্ষের পরে, দেখে এক তপসি শুজন ॥ জপে মালা চমৎকার, প্রভু নাম বারংবারস্বরিতেছে কিঙ্করি মতন ✻ মন্ত্রি সুত নিরক্ষিয়া, সবিনয়ে দাড়াইয়া, বলে ওহে সন্যাসী গোসাই ॥ দোওা কর কৃপা করি, যেন এ কানন তরি, আর যেন জামালেরে পাই ✻ অনেক মিনতি করি, মন্ত্রি সুত পদে ধরি, বলে আর কান্দে জার জার ॥ তবে যোগী স্নেহ করে, দোওা করে আক্যাছেরে, প্রভু তোকে করিবে উদ্ধার ✻ আর যথা মনে চায়, জাহ তুমি সে জাগায়, পাবে তবে দেখা জামালের ॥ বাক্য শুনি আক্যাছ আলি, পীরকে প্রনাম বলি, যায় চলি যথা দেলে চায় ✻ থোড়া কতক্ষন পরে, দেখে মর্দ্দ আপনারে, দাড়াইছে নির্ম্মল জাগায় ✻ পুষ্প নানা জাতি

কত, ফুটিয়াছে শত২, অলি গন উড়িয়া বেড়ায় ॥ বিচিত্র উদ্দান দেখি, চাহি রহে উর্দ্ধ মুখি, বলে প্রভু কে আনে এথায় ❋ পুর্ব্বে এক উদ্দানে গেনু, কত দুখ পোহাইনু, আর বার পেনু উপবন ॥ পুর্ব্বের উদ্দান থাকি, এহাকে সুন্দর দেখি, দুঃখ হেথা পাইব দ্বিগুণ ❋ এই ভাবি মন্ত্রি সুত, প্রভুকে মানায় কত, ওহে প্রভু কর মোরে পার ॥ একবার দুক্ষ দিলে, তবু দয়া না করিলে, ফের কেন বাগান মাজার ❋ মহাম্মদ আরেফ বলে, রছুলের পদ তলে, বাস জার মহাকালী গ্রাম ॥ ঢাকার জিলা আর, কেরানী গঞ্জ থানা তার, অন্তর্গত বশত মোদাম ❋ পাপ বোঝা মুণ্ডে করি, অকুল সায়েরে পরি, দিবা নিশি ঘুড়িয়া বেড়াই ॥ কবিতা লেখিতে তায় কত শেকি হয়ে জায়, উদ্ধারিবে ওহে পাক সাই ❋ [illegible] পয়ার ॥ চিন্তা যুক্ত মন্ত্রি সুত বাগানে পড়িয়া ॥ জেন স্বর হানে তার শরিরে আসিয়া ❋ ক্ষনে বলে দেওজাত আসিয়ে আবার ॥ কত কষ্ট দেয় জানি কেজানে শুমার ❋ ক্ষনে বলে সে উদ্যান হেন নাহি ছিল ॥ ইহাতে দিগুন কষ্ট পাইতে হইল ❋ এত বলি বকুল মূলে রহিল বসিয়া ॥ প্রভুর আশ্চর্য্য কৃপা দেখনা ভাবিয়া ❋ এ উদ্যান সে উদ্যান জথায় জামাল ॥ আনিলেন আক্যাছেরে রাব্বে জুল জালাল ❋ জামাল কুঠির হতে বাহির হইয়া হাওা সেবনের ছলে চলিল ঘুরিয়া ❋ ক্রমে২ তথা গিয়ে হল উপনিত ॥ যথায় উজিরের সুত বিরসিত চিত ❋ আক্যাছের কাছে সাহা উপনিত হয়ে ॥ জিজ্ঞাশিল কুল মেল স্নেহ করিয়ে ❋ আক্যাছ ভাবেন হবে উদ্যান ইহার ॥ এই হবে ভুপ কিবা পুত্র হবে তার ❋ এত ভাবি সবিনয়ে দারায়ে ত্বরিত ॥ ভক্তি রূপে প্রনামিল না করি ইঙ্গিত ❋ তৎপর আদি অন্ত করিয়া বর্ণন ॥ সাহা তরে ওয়াকিফ করে সেইক্ষন ❋ যেই মতে এক সঙ্গে করিল গমন ॥ যেই মতে জুদা২ হল দুই জন ❋ যেই মতে বিরানায় পরিয়া লাচার ॥ যেই মতে হল পরে দেওয়ের দিদার ❋ যেখানে যে দুক্ষ পেল কহে বিবরিয়া ॥ ছল২ দোন আখি চলিল বহিয়া ❋ জামাল দেখিয়া আর সহিতে কি পারে ॥ অমনি গলায় ধরি

আলাপন করে. ❋ বলে দোস্ত তব মত দুক্ষু পেইনু মুই ॥ নিরবে বসিয়ে সব কব তোমার ঠাই ❋ এত বলি করে কর করিয়া দুজন শুবর্ণ কুটির পানে করে আগমন ❋ কুটির ভিতরে গিয়ে ডাকি চন্দ্রবানে ॥ মাঙ্গাইয়া খানা পিনা করে দুই জনে ❋ এই রূপে নিত্ত নিত্ত তারা দুই জন ॥ উদ্যানেতে থাকে আর কথপকথন ❋ কিন্তু জামালের চিত্তে প্রেমের অনল ॥ দিবা নিশি জলে সদা জেমন গড়ল ❋ এক দিবা ভূপ শুত অন্দরেতে গিয়ে ॥ বলে আশক্যেয় জালা কান্দিয়ে২ ❋ কত দিন সবো বল এশ্বের আগুন ॥ কল্লেজা হামেসা মম হয় ভুনাভুন ❋ এ বলিয়া ভূপ সুত কান্দিয়া অকূল দোধার হইয়া চলে নয়নের জল ❋ জালাল বলেন ভ্রাতা নাহি ভেব আর ॥ অবশ্য মিলাবে প্রভু মাশুক তোমার ❋ এত বলি জালাল গিয়ে বলে এমরানেরে ॥ মেছেরের ভুপ শুত আছে বেকারারে ❋ তান হেতু যদি তুমি নাকর ফিকির ॥ ত্যাজিবেন প্রান সাহা গোলের খাতির ❋ এত শুনি এমরান সাহা দেলেতে গুনিয়া ॥ লিখিতে লাগিল খত প্রভুকে স্বরিয়া ❋ ছানা হামদ পহেলাতে লিখিয়া খোদার ॥ তৎপর দরুদ ভেজি নামে মোস্ত-ফার ❋ তৎপর যত ইতি লিখিতে লাগল ॥ জালালের আদিঅন্ত অগ্রেতে লিখিল ❋ জালাল পাইল তণু খোদার আজ্ঞায় ॥ গো-লের দর্শন মাত্র সর্ব্বদাই চায় ❋ আর আপনার কদম বুছি কার বার ॥ চিন্তাযুক্ত থাকে মর্দ্দ লাগিয়া ইহার ❋ অতএব নিবেদন করি চরনেতে ॥ গোলবাণু পাঠাইয়া দিবেন এথাতে ❋ দিন কত পরে মোরা সকলে আসিয়া ॥ আপনার কদম বুছি করিব জাইয়া আরজ গরজ আদি সমস্ত লেখিয়া ॥ শিরনাম লিখিল যে মোহর করিয়া ❋ চালাক কাছেদ ডাকি খত সুপে দিল ॥ ছালাম করিয়া কাছেদ লিখন লইল ❋ এমরানের খত লিয়া করিল গমন ॥ কত দিবা পরে গেল আরব ভুবন ❋ ভুপতি দৌলত খানে ছিলেন বসিয়া ॥ কাছেদ ছালাম করে ছের নোওাইয়া ❋ তৎপরে ছের থাকি খত নেকালিয়া ॥ সাহাজাদার স্বকরেতে দিলেন শুপিয়া মহাম্মদ আরেফ বলে ওহে পরওার ॥ রহিম নামের করি ভরসা

তোমার ※ একে একে বিস সাল হইল ওম্মর ॥ তার মধ্যে কত পাপ কেজানে খবর ※ ※ ※ ※ ※
ত্রিপদী ॥ কাছেদ সে খত নিয়া, ভুপতির করে দিয়া, কর জোড়ে রহিল দাড়াই ॥ পাড় ভুপ কেতাবত, মালুম করি হকিকত, কাছেদেরে করিল বিদাই ※ কাছেদে বিদায় করি, চলে ভুপ অন্তপুরি, ছিল যথা গোল বিনদিনী ॥ গোলকে বলেন বানি, শোন২ মা জননী, ভাই তব লেখে এই বানী ※ সাজালাল পাষান ছিল, এখন মনিষ্য হইল, এলাহির করম ফজলে ॥ দরশন চাহে তেরা, জাহ মাগো খাড়া২, হেথা নিয়া আসিবে জালালে পিতার চরন পরে, কহে গোল মৃদু স্বরে, জাব কল্য দেখিতে দিদার ॥ কত দিবা সেথা রয়ে, ভাইকে সঙ্গতি কিয়ে, কদম বুছি কারব তোমার ※ কল্য লোক জন দিয়া, দেহ মোরে পাঠাইয়া, ভাই সঙ্গে করিব দিদার ॥ এত বলি পিতা সনে, রাহলেন খোস মনে, দিন মনি হল অন্ধকার ※ দিবস চলিয়া গেল, রজনীয়ে দেখা দিল, ভোজনাদি করি লোক জন ॥ নিন্দে অচেতন হৈয়া, সবে রহে ঘুমাইয়া, তৎপর ডাকে পক্ষি গণ ※ কুকিলেতে রব করে, সর্ব্ব লোকে সয্যা ছারে, হেম্বা২ করে ধেনু গন ॥ গোলবানু নিন্দ জায়, পাক্ষি গন ডাকে তায়, ডাক শুনি উঠিল তখন ※ ভাব মবে পাক সাই, এ ভবের আসা নাই, হামেসার নাহি এই ঠাই ॥ ইস্রাফিল সিঙ্গা নিয়া, দেখ আছে দাড়াইয়া, দিবে ফুক উরিবে সবাই ※ মহাম্মদ আরেফ কয়, ওহে প্রভু দয়াময়, হাসরেতে করিবে উদ্ধার ॥ পাপ বোঝা ছির পরে, অকুল সায়রে পরে, মায়া জালে হনু গেরেপ্তার ※

※ গোল বানুর ইরানে আগমন ※

পয়ার ॥ সাজ ভেস করে গোল পিতার আজ্ঞা পেয়ে ॥ সখি গন সহচরি কত জন নিয়ে ※ পিতা মাতার চরনেতে ছালাম করিয়া ॥ বলে ইরানেতে জাব এলাহি ভাবিয়া ※ ভুপ বলে জাহ মাতা করিনু বিদায় ॥ কত দিবা সেথা থাকি আসিবে এথায় ※ এত সুনি সহচর সহচরি নিয়া ॥ ইরান সহরে জায় রওানা হইয়া

ছিপাহি সাজিয়া চলে হাজার হাজার ॥ কত দিবা পরে গেল ইরান মাঝার ✻ লোক জন ছিপাহিকে দিল বিদায় করে ॥ ছিপাহি বিদায় লয়ে চলিলেন ফিরে ✻ ভাই ভগ্নী সকলেতে আনন্দ উল্লাস ॥ বাক্যালাপ করে জার জেমন অভ্যাস ✻ তৎপর দাশি গন খানা আনি দিল ॥ ভাই ভগ্নী সকলেতে খোসালে খাইল ✻ খানা পিনা সমাধিয়ে কপুর তাম্বুল ॥ অতি আনন্দেতে খায় হইয়ে মসগুল ✻ ভাই ভগ্নী সবে মিলি আনন্দে উল্লাশ ॥ ভুপ সুত উদ্যানেতে সর্ব্বদা হুতাস ✻ তৎপর জালালদ্দি চলিল উদ্যানে উল্লাশের বাক্য বলে সাহাজাদা সনে ✻ সোন হে মেছেরী মাহা সোন এক মনে ॥ তব মাশুক সুভক্ষনে আসিছে এখানে ✻ সোনা মাত্র এই বাক্য ভুপের কুমার ॥ সহস্তে পাইল যেন চন্দ্র পুর্ণিমার বলে ভাই জালালদ্দি সোন সমাচার ॥ এখন মিলায়ে দেহ মাশুক আমার ✻ বলে জালাল উনমাদিত না হও এখন ॥ সহজেতে খাও খানা করিয়া রন্ধন ✻ জালাল বিদায় হল এবাত বলিয়া ॥ সাহা- প্রেমানলে কান্দেন বসিয়া ✻ এখানেতে চন্দ্র বানু আর গোলবানু নানা ইতি বাক্যালাপ করে দিনমান ✻ তৎপর বেলা গেল লাল রঙ্গ হয়ে ॥ দোন বানু সেই ওক্তে বাহিরে বসিয়ে ✻ নানা রূপ বাত চিত করিতে লাগিল ॥ হেন সমে চন্দ্র বানু কহিতে লাগিল সোন২ বুবু জান আশ্চর্য্য কাহিনী ॥ ভুপ সুত এক মর্দ্দ চন্দ্রের রৌসনি ✻ প্রভাতে সুর্জ্জের তনু বড়ই সুন্দর ॥ তবু নাহি হবে রুপ তান বরাবর ✻ ইউছফের নাম মাত্র সুনিয়াছি কানে ॥ এই ভুপ সুত আমি দেখিনু নয়নে ✻ জেলেখায় যদি তার করিত দর্শন ॥ ইউছফের পানে তবে না হইত মন ✻ মেছেরেতে সাম ইয়ার আছে মহিপাল ॥ তান পুত্র সাজামাল সুর্জ্জের উজাল ✻ রুপে গুনে সুশিক্ষিত সকল বিদ্যায় ॥ হেনজন নাহি বুঝি জন্মিল ধরায় ✻ তোমার প্রসংসা বাক্য তোতা মুখে সুনি ॥ দেশ বিদেশ ভ্রমিলেন হয়ে উদাসিনী ✻ যে খানেতে যেই কষ্ট পায় নেক জাত ॥ চন্দ্রবান একে২ কহিল তাবত ✻ জীবনের আসা সাহা সকল ত্যাগিয়া ॥ তোমা তোমা বলি হেথা আসিল চলিয়া ✻

চল২ চল ভগ্নি চলগো শত্তর ॥ দেখি আসি গিয়ে তথা কেমন নাগর * এবাত শুনিয়া বানু অন্তরেতে খুসি ॥ মুখে চন্দ্র বানে বলে এই মত রুসী * সোন২ চন্দ্র বানু সোনগো বচন ॥ এমন অসৎ কার্য্য করে কোন জন * এমত দর্শন কইলে লোকে কি বলিবে ॥ মুল্লুকে২ আর কলঙ্ক হইবে * তর যদি একান্ত হইয়া থাকে মন ॥ তবে সেথা গিয়ে তুমি কর দরশন * চন্দ্র বলে সোন গোল তোমাকে বুঝাই ॥ হেন জনে দেখা দিলে কিছু হানি নাই * আর দেখ অন্তরেতে চিন্তা করিয়া ॥ নারিগণ শৃজে প্রভু পুরুষ লাগিয়া * আর এক হেতু দেখ কেমুন ঘটন ॥ তব তার সনে বুঝি অবস্য মিলন * কোথা বা আরব আর মেছের কোথায় ॥ আনিলেন দোন জন এথায় খোদায় * গোল বলে ভাই কে দেখিতে এথা এনু ॥ কবু অন্য ভাব মনে কিছু না করিনু * এই সুযগেতে বুঝি প্রভু করত্তার ॥ মিলাইয়ে দিবে হেথা সঙ্গেতে তাহার * চন্দ্র বানু বলে বানু কেন বল এত ॥ মান ছাড়ি দেখা কর সাহার সাক্ষাত * এই মত বাত চিত্ত করিতে২ ॥ চন্দ্র বানু এত বলি সুইল সজ্জাতে * কহিতে কহিতে চন্দ্র গেল ঘুমাইয়া সোল বানু ভাবা গুনা করেন বসিয়া * চন্দ্র বানু কথা গিয়া বলিল আমায় ॥ দেখি গিয়া কোন জন আসিল হেথায় * পুর্ব্বে তোতা মুখে যাহা পাইলে খবর ॥ হবে বুঝি সেই মর্দ্দ রূপের নাগর * পুর্ব্বে থাকি এস্কে বানু আছে বেকারার ॥ বানু মুখে শুনি এমন হল জার২ * মহাম্মদ আরেফ বলে সোন গোল বান ॥ দেখা কর গিয়া জামাল আছে এই স্থান *

* গিত তাল লাহরী *

ওহে সখি মোন বাঞ্ছা হলনা পুরন ।
কত কাল সব আর এস্কের আগুন ॥
প্রেমের কমল আর, ঢাকি রাখা হল ভার ।
আগুনে ঢাকনী আর, থাকেনা কখন *

আহা নাথ নিদারুন, নালেই মাম দর সন;
হেন ফনি কোন জন, করিবে হরন *
অবাগিনী পাইনা পতি, বৃদ্ধি প্রেম নিত্তিং।
হায় কি করিব গতি, বল সখি গণ *

ত্রিপদী॥ চন্দ্র বানু নিন্দ জায়, কান্দে গোল হায়২, প্রেম জ্বালা মনেতে গনিয়া॥ কেন্দেং বিনদিনী, মনেরে বলেন বানি, চল দেখি সেজন খুজিয়া * এই বলি চলিজায়, সদা কান্দে হায়২, ক্ষনেং পিছনে তাকায়॥ কি জানী কে থাকে আরে, দেখে কি জাইতে মরে, তবে লজ্জা দিবেন আমায় * লজ্জা ভয় পরি হরি, চল মন সিঘ্র করি, এই যুক্তি মনেতে করিয়া॥ এত ভাবি চলি জায়, দক্ষিন কনে নাহি চায়, বলে কার্য্য লব সমা দিয়া * উদ্ধানে চলিয়া গেল, আর জ্বালা বৃদ্ধি হল, দেখে তথা ফুলের বাহার॥ নানা জাতি পুষ্প কত, ভাতেং প্রস্ফুটিত, দেখিতে সৌন্দর গোল-জার * ঝাকেং অলি গন, করে ফুল আরহন, বলে বানু অলি গন ঠাই॥ সোনরে ভোমর জাতি, চমৎ কার তব রিতী ফুলে আরহন সর্ব্ব দাই * গোলাব মল্লিকা জাতি, সাফল্ল তদের গতি, বন্ধুসহ সদা আলাপন॥ মম পুষ্প বিকসিত নাই আলি কিবা রিত, কেবা পুষ্পে হবে আরহন * এই বাক্য লাহা জাদি, ভ্রমরে কহিল যদি, কিছু মাত্র না পুরিল আস॥ মন্দিরের পানে চলে, সন্মুক্ষে পদনা চলে, সরমেতে ছাড়েন হুতাস * লজ্জা ভয় মনে করি, বলে এখন জাব ফিরি, যেতে কিন্তু পদ নাহি চলে॥ মনেতে হেম্মত করি মনিরের বড়া বরি, উন্মাদিনী মত হয়ে চলে * ভাবি বানু প্রবস্তারে, প্রবেশ করিল ঘরে, দেখে ঘর রূপের উজ্জ্বাল॥ যেমন সে পূর্ণ সসি, রহিছে তথায় থসি, এক্কের আনলে চিরে গাল * হটাৎ দেখিয়া রুপ, অকস্যাৎ যেন ধুপ, ঢলে বানু পরিল ধরায়॥ সাহাজাদা পালঙ্ক পরে, ছিলেন নিন্দের ঘোরে, চেতিলেন খোদার আজ্ঞায় * আচম্বিতে বানুর রুপ

চক্ষে হানে যেন ধুপ, দেখি সাহা পরিল ঢলিয়া ॥ মহাম্মদ আরেফ কয়, ত্রিপদী এখানে রয়, পয়ারেতে ধরিনু কলম ॥ সাইরির যুক্ত নাই, অপরাদ ক্ষম ভাই ভরশায় চালাই কলম ❋

পয়ার ॥ সাহাজাদা বানুর রুপ দেখিয়া ঢলিল ॥ তৎখনাৎ গোল বানু চেতন পাইল ❋ বানু বলে উঠ নাথ ওহে প্রানেশ্বর ॥ চক্ষু মেলি কহ বাক্য অভাগির তর ❋ আশ্বাশ পাইয়া সাহা উঠে ত্বরা ত্বরি ॥ দেখিয়া সাহার রুপ ঢলিল সুন্দরী ❋ এই রুপে দরশন হইল দোহার ॥ সাহা বলে বল বানু কিনাম তোমার ❋ পিতা মাতা কেবা হয় বসত কোথায় ॥ কেমনে আসিলা আর এই বাগিচায় ❋ লজ্জার কারন বানু কথা নাহি কয় ॥ ঘুমটা টানিয়া বানু পিছনে তাকায় ❋ সাহাজাদা কত যতে পুছে কত বাত ॥ না কও য়াব হল বানু সাহার সাক্ষ্যাত ❋ সাহাজাদা প্রেম আগুন সহিতে কি পারে ॥ ছল করি সাহাজাদা ধরে বানুর করে গোল বানু মৃদুশ্বরে বলেন সাহারে ॥ কোন লাজে ধর সাহা বেগানার করে ❋ বেলাজা পুরুষ হও লজ্জা নাহি ধর ॥ বেগানা রমনী বলি নাহি কর ডর ❋ আমার পিতার ডরে জগত হয়রান ॥ দেও পরি জিন ভুত আর যে ইনছান ❋ হস্তে যে ধরিলে মম পিতাকে বলিব ॥ করে ধরা সাজা পিতা বুঝিয়া করিব ❋ সাহা বলে প্রেমে তব হইনু মুর্দ্দার ॥ মুর্দ্দা পরে থারা ধরা একন বিচার ❋ সারি মুখে তব নাম সুনিই নকল ॥ এখন ভুলিয়া গেনু দেখিয়ে আসল ❋ যথা২ মম দুক্ষ তোমার কারন ॥ বলিতে সেসব কথা না স্বরে বচন ❋ গোল বলে ওহে নাথ না বলিবে আর ॥ বুঝিতে তোমার মন কৈনু তিরস্কার ❋ সেই সব খাতা ক্ষমা করিবে আমার ॥ আজ্ঞা কারি হনু আমি দাসির আকার ❋ তোমা থাকি চতুগুনে অনল আমার ॥ খোলিয়া দেখাইতে নারি জানে কর তার ❋ যেই রুপে সুখ জাত কৈল যেইবাত ॥ সকল বিবরী বলে সাহার সাক্ষ্যাত ❋ সাহাজাদা শুনি বাক্য আনন্দ অপার ॥ বলে

কেমনেতে এলে উদ্দান মাজার ❋ বানু বলে চন্দ্র বান কৈল বিধ-মন ॥ তোমা বাক্য শুনি আর জায় কি সহন ❋ এই কথা শুনি সাহা ধরে লেপটিয়া ॥ গলে২ মুখে২ রহিল মিসিয়া ❋ বুকে২ দোন জন রহিল মিলিয়া ॥ প্রেমের তরাঙ্গ নদী উঠিল গর্জ্জিয়া সুন্দরী লজ্জিত অতি সাহা যে পাগল ॥ অঞ্চলে উরাত্ত বাহু ঢাকিল সকল ❋ নহে২ বিনদিনী বলে বার২ ॥ সাহা কি সহিতে পারে অনল তাহার ❋ খোদার দোহাই দিয়ে কহে গোল বান ॥ ছাড়২ ওহে নাথ না কর হয়রান ❋ হাসি কহে সাহাজাদা গোল বানু প্রতি ॥ ওহে বানু রাখ কথা করি যে মিনতি ❋ নালইত মন বর্শে মিলন কারন ॥ ক্ষমা করিতে কি পারি এই জালাতন ❋ বানু বলে যেই নাগর এমনি চঞ্চল ॥ পাইলে দোছরা নারি হয়ত পাগল ❋ নব প্রেম পেলে জায় পুরানা ভুলিয়া ॥ পুরানার পানে আর না চাহে ফিরিয়া ❋ সাহাজাদা বলে বানু জানে করতার ॥ বিনা মুল্যে বিকিলাম চরনে তোমার ❋ চিরিয়া দেখাইতে নারি কলেজার স্বর ॥ কি আর কহিব বানি ওহে প্রানেশ্বর ❋ বানু বলে এতযদি থাকে তবমন ॥ শত্তভঙ্গ নাহি কর ওহে প্রান ধন ❋ কদাচিত নাহি হও এত উচাটন ॥ সহজেতে খাও খানা করিয়া রন্ধন ❋এই রুপে বাক্য আলাপ বহুত করিল ॥ তৎপর বিনদিনী মছলত করিল ❋ বানু বলে সোন নাথ বলি যে তোমায় এক বাক্য বলি আমি যদি মনে চায় ❋ বানু বলে চল নাথ আরব সহর ॥ লুকায়ে রাখিব তোমায় উদ্দান ভিতর ❋ যেই মতে হবে ভাল কমিনা করিব ॥ সুযগে আপনা কার্য্য সাধন করিব ❋ এই বাক্য সাহাজাদা করিল খিকার ॥ বলে কল্য চলি জাব আরব মাজার ❋ হেন সমে কুকিলায় ডাকিতে লাগিল ॥ যুবক জুবত্তী সুনি কাতর হইল ❋ পুর্ব্বে থাকি সাদা রঙ্গ হইল জাহির ॥ সাহাজাদা করে ধরি কহে পৃয়সীর জাহ বানু জাহ এবে প্রভাত হইল ॥ বুঝিনু কুকিলা সব ডাকিতে লাগিল ❋ বানু বলে সোন পৃয়ে বলি যে তোমায়

অবশ্য আবে জাব ভাবিয়া খোদায় * মন্দিরের পুর্ব্বে মম উদ্দান বাহার ॥ আনন্দেতে রবে গিয়ে তাহার মাজার * আমিও তোমার হেতু বাগানেতে জাব ॥ সময় বুঝিয়া পরে গৃহেতে আসিব * এত সুনি ভুপসুত খোসাল হইল ॥ ছালাম করিয়া বানু বিদায় হইল * যাইতে চরন গোলের আগে নাহি যায় ॥ সম্মুক্ষে কিঞ্চিত হাটে পিছনে তাকায় নিশ্বাস ছাড়িয়া বানু প্রভুকে মনে স্বরিয়া ॥ কোন মতে গেল যেন উদ্দান ছাড়িয়া * গোল বিনদিনী জদি হইল বিদায়॥ অনিদ্রায় ছিল সাহা চাপিল নিদ্রায় * ঘুমেতে কাতর হয়ে সজ্জায় সুইল ॥ গোল বানু বিনদিনী মন্দিরে পৌছিল * ধাইয়া পালঙ্গে বানু বসে তরাতর * চন্দ্র বানু ছিল তখন নিদ্রায় কাতর * পালঙ্গ উপর বানু বসিল জখন ॥ চন্দ্র বানু নিন্দ থাকি পাইল চেতন * চন্দ্র বানু বলে ভগ্নি কোথা গিয়েছিলে ॥ সাহাজাদা রুপ বুঝি দেখিয়া আসিলে * আখি দোন টল মল বদন মলিন ॥ কোথা গিয়ে ছিলে সত্ত কহগ বহিন * বানু বলে পায় খানাতে জাই বার২ ॥ পেটেতে অসুক ভারী হইল আমার * এই রূপে বাক্য লাপ করে দোন জন কর্পুর তাম্বুল আর করেন ভক্ষন * থোরা কিছু খানা পিনা করি তৎপর ॥ বিদায় মাঙ্গেন বানু সবার গোচর * ভাই ভগ্নি ভরে বলে করনা বিদায় ॥ পেটের অসুক ভারি সহনা না যায় * আসকেতে দেল বাণুর ছিল বেকারার ॥ অত এব জাহির করে বলিয়া আজার * পেট বেথা বলি বাণু হইল বিদায় ॥ ছিপাহি লস্কর সব সাতে২ জায় * বাটি মধ্যে গিয়া বাণু ছট ফট করে ॥ ক্ষনে বসে ক্ষনে উঠে ক্ষনে চলি পরে * সহচরি দাসিগন পাখা করে গায় ॥ জননী দেখিয়া হাল কোলেতে বসায় * এই খানে গোল করে এই কার বার ॥ ও খানে সাহার কিছু সোন সমাচার * নিন্দ থাকি উঠে সাহা গোছল করিয়া ॥ নামাজ দোগানা আর আদায় করিয়া * তৎপরে অন্দরেতে করিল গমন ॥ কহিল

জালাল সাতে সব বিবারন * এস রানের সাতে থাকি বিদায় হইয়া ॥ চন্দ্র বান জানালেরে কহিয়া বলিয়া * উদ্দ্যানের দিকে সাহা গেলেন চলিয়া ॥ আক্যাছ দোস্তের ঠাই বলে বুঝাইয়া * বলে দোস্ত হেথা থাক খোদাকে সরিয়া ॥ আর যেতে যাই আমি গোলের লাগিয়া * তৎপর আল্লা নাম স্বরন করিয়া ॥ চলিল আরব পানে প্রভুকে সরিয়া * গোল নাম শ্বরি সাহা চলে রাহা পর * কত দিন পরে গেল আরব সহর * সহরের ছন্দ সাহা দেখিয়া নজরে ॥ হাজার তারিফ করে পাক পরওারে * সহরের তামাসা ছাড়ি আসক মর্দ্দানা ॥ বাণুর উদ্দান পানে করিল রাওয়ানা * আসকের হালে দিবা লজ্জা যুক্ত হইয়া ॥ এক বারে চলিজায় আন্ধার হইয়া * দিন মনি গত হয়ে অন্ধকার হন ॥ গোল বিনদিনী হেতা বেকারার হন * পহর এক রাত্রি যদি হইল আছমানে গোল বাণু সেই সমে চলিল উদ্দানে * উদ্দানের চারি পার্শে ফিরে তালাসিয়া ॥ দেখে সাহা বকুল মুলে আছেন বসিয়া * সাহা বাণু চারি চক্ষে হল দরশন ॥ প্রেমের অনল বাড়ি উঠে সত গুন * বাণু বলে চল পূয়ে মন্দিরের ভিতর ॥ সাহা-জাদা সুনি হল খোসাল অন্তর * বাণু সাহার করে ধরি মন্দিরেতে যায় ॥ সুরম্ম পালঙ্গ পরে বসিল দোহায় * প্রেমের তরঙ্গ নদী দোহার মাতিল ॥ ডুবিয়ে প্রেমের নিরে সোনিতে লাগিল * ক্ষনে বলে দুক্ষ সুক্ষ ক্ষনে প্রেমালাপ ॥ রজমলে দোহার বস্ত্র হইল খারাপ * ক্ষনে সাহা বানুর কুচে জরাইয়া ধরে ॥ সজ্জায় সয়নে কবু গরা গরি করে * সাহাজাদা প্রেমের বান সহিতে নাপারে ॥ গোল বানুর বস্ত্র খানা লইল উতারে * সাহাজাদি রসমুখি বস্ত্র করে থামে ॥ সাহাজাদা চাহে কিবা মজে আপন কামে * বিনদিনী মানা করে জোর করি কর ॥ প্রভুর সদনে নাথ কি দিবে উত্তর * পাপ কর্ম্ম অনু চিত করা নাহি চাই ॥ কি উত্তর দিবে সাহা জিজ্ঞাসিলে সাই * সাহা বলে ধর্ম নাহি মানে মম মন ॥ সাস্ত্র বেদ

এই সমে নাহিক স্বরন * মিলন ছাড়া যত কার্য্য সব সমা দিল ॥ হেন কালে দিন মনি আবার আসিল * কুকিলায় কাননেতে ডাকে কুহু স্বরে ॥ ভুপসুত চলি যায় উদ্দান ভিতরে ছাপাইয়া রহে সাহা উদ্দান মাঝার ॥ খানা পিনা পাঠায় বানু লুকায় তাহার * তাবত দিবস থাকে উদ্দান ভিতর ॥ রাত্রি যোগে চলি যায় গোল বরাবর * সমস্ত রজনী করে কৌতুক আনন্দ ॥ সর্ব্ব দিবা উদ্দানেতে সুয়ে জায় নিন্দ * মহাম্মদ আরেফ বলে সোন ওগো ধনী ॥ গুপ্ত কি থাকিবে প্রেম হবে জানা জানি * প্রেম কর এস্কে মজ নামেতে আল্লার ॥ গুপ্ত ব্যাক্ত কোন মতে দোস নাহি তার *

* গোলের গুপ্ত প্রেম ব্যাক্ত *

ত্রিপদী ॥ সাহাজাদা বানু সাতে, সদা থাকে কৌতুকেতে, কার্য্য সব হুকুমে আল্লার ॥ কুমারি কুমার বর, মন্দিরেতে জরসর, নানা ইতি বাক্য লাপ পর * হেন কালে দুরা চার, বাদসার এক চোপদার, চলিলেন পাহারা দিবার হেন কালে মন্দিরেতে, সোনে বাত রমজেতে, বলে যেন কন্যা বরাবর*বাক্য শুনি চোপদার, হইলেন খবরদার, ধিরে২ চলে মন্দিরেতে ॥ নিরক্ষন করে যয়ে, দুজন নজরে পরে, বাক্য লাপ করে নানা মতে * হাল দেখি দোহাকার, চলে ফিরে চোপ দার, কহিলেন গিয়া সাহা স্থানে * সোন২ আলম্পানা, হকিগত গেল জানা, বানু তব উপপতি আনে * দেখিনু মন্দিরে আমি, সক না করিবে তুমি, মহলেতে দোছরা জওয়ান ॥ চেহেরা আপ্তাব মত, তাহাবা কহিব কত, বুঝি রুপ ইউছফ সমান * এবাক্ত সুনিয়া সাহা, মুখে বলি আহা২, বলে মান না রহিল আর ॥ জাহ চলি শিঘ্র করি, আনিয়া সেই মর্দ্দ ধরি, বন্দ কর করিয়া আজার * আজ্ঞে পাইয়ে চোপদার চলিলেন আর বার, মন্দিরেতে শোনে সেই বাত ॥ সাহা বানু বোসিছিল, সে সমে চোপদার গেল, দেখি সাহার মুখে নাহি বাত * চোপদার গর্জ্জন করি, সাহাজাদার করে ধরি,

বাদ সার নিকট লয়ে জায় ॥ চর চাপর ঘুসা মারে, দেখি গোল মানা করে, নাই মার সাহাজাদার গায় * গোল সকি- নয়ে বাত, কহেন চোপদার সাত, ছাড়ি দেহ সাহাজাদার তরে অপরাদ ক্ষমা কর, এই সাহাজাদা নেককার, নইলে সাহা মরিবে আখেরে * নাহি সোনে চোপদার, সাহাকে লইয়া আর, নিয়া চলে হুজরে বাদসার * সাহাজাদা চোপ দারে কহেন মিনতি করে, সোন ভাই আরজ আমার ॥ অপরাধ ক্ষমা কর, আমার আরজ ধর, মাপ কর যত গুনামর * চোপ দারে জত কয়, তত কিন্তু রাগ হয়, নাহি সোনে চোপদার বাত ॥ সাহাকে লইয়া জায়, মানা নাহি সোনে তায়, হাজির কৈল বাদসার সাক্ষাত * দেখে সাহা বাদসার তরে, ছালাম করে জোর করে, গোস্বা বাদসা আগুনের প্রায় ॥ চৌকিদারে আজ্ঞা করে, নিয়া জাও কারাগারে, উদ্দার তার জীবনেতে নয় * সুনিয়ে চোপদার গন, লিয়ে সাহা তৎক্ষন, কারাগারে দিল সাহাতরে ॥ মহাম্মদ আরেফ বলে, রছুলের পদতলে, পানা যদি মেলান হাসরে ॥ ইহা ছেড়া কোন আর উপায় নাহিক আর, ত্রিপদী রাখিনু এই খানে ॥ যত পাপ করি য়াছি, তাহা কি বলিতে পারি, জানো তুমি আপনী রব্বানে *

গিত তাল আড়া

দয়া কর দয়াময় দয়া কর বিনে ॥
দয়া হেন যুক্ত নাই তুমি সাই বিনে *
ডাকিতেছি প্রভুতোরে, মেহের করিয়া মরে,
রাখ দিন দুনিয়া পরে, ডাকি নিকেতনে॥
করিম নাম সুনি তব, আনন্দ উল্লাস মব,
কাহহার নামের ডর, করি সদা মনে ॥

* মহাম্মাদ আরেফ কৃত *

পয়ার ॥ সাহা আজ্ঞে পায়ে তথা যত চাকরান সাহাজাদা তরে নিয়ে দিল বন্দিখান * মনে২ ভাবে সাহা ওহে করতার ॥ এই সঙ্কটে প্রভু করহ উদ্ধার *বার২ উদ্ধা-

ছিলে সঙ্কট থাকিয়া ॥ এবার তরাও প্রভু বিপদ থাকিয়া * খলিলেরে বাচাইলে অগ্নি হইতে ॥ বাচাইলে ইছামাইলে ছুরির নিচেতে * তুফান হইতে আর নুহ পায়গম্বরে ॥ বাচাইলে ইউনছেরে মৎসের উদরে * ইউছুফেরে দশ ভাই ডালিল কুওায় ॥ আপনী সহায় হয়ে উদ্ধারিলে তায় * কত সত জনে আর করিলে উদ্ধার ॥ আমাকে উদ্ধার কর ওহে পরওার* এই মতে আহাজারি করিতে লাগিল ॥ হেতায় গোলের হাল কহিতে হইল * জখন সাহার তরে চোপদার ধরিল ॥ সেই সনে গোল বানু অচেতন হইল * প্রভাত হইল তবু আখি নাহি খোলে ॥ দাসিগন সকলেতে হস্তে ধরি টানে * ডলি২ পরে বানু না খোলে নয়ন ॥ সখিগন গিয়ে বলে সাহার সদন * আলম্পানা জাহাগির দারাজ ওম্মর ॥ গোল বানু পরিয়াছে হয়ে বেখবর * কথা নাহি বলে বানু আখি নাহি খোলে ॥ ধরিয়া তুলিলে কেহ পরে ঢলে২ * বাদসাজাদা শুনি বড় হইয়া কাতর ॥ মহলেতে চলি জায় জানিতে খবর * মন্দির ভিতর দেখে গোল বিনদিনী॥ মূর্চ্ছা সম পরিয়াছে মুখে নাহি বানি * সাহা বলে গোলবিনে পুত্র কন্যা মর ॥ কেহ নাহি আছে আর দুনিয়ার ভিতর * মনেতে বুঝিল বাদসা কারনে সাহার ॥ হইল পাগল ধনি অভাগ্য আমার * এভাব ভাবিয়া সাহা কার্য্য ন্নিত হয়ে ॥ তিরস্কার করে কত বৈতালি বলিয়ে * বেগম সুনিয়া বাত রাগান্বিত হইয়া ॥ নানা কথা শোনাইল শিয়রে বসিয়া * পিরিতে মজিয়া বানু কি করিলে কাম ॥ কলঙ্কের ডালি মুণ্ডে আলমে বদনাম * কে কোথায় পিরিতে মজে সনে বিদেসির বাট্টা চরা ইয়া দিলি আপনা জাতির * এমন জৌবনে তোর লানত হাজার ॥ জার দায় লজ্জা পৃয়ে আপনা পিতার * মহাম্মদ আরেফ বলে সোন রাজ রানী ॥ এত তিরস্কার কেন হইয়ে জননী * কবু বদে মন নাহি দিল দুই জন ॥ সুপ্রে-

মেতে ছিল ভাবি প্রভু নিরাঞ্জন * মহাম্মদ আরেফ বলে সোন রাজ বালা ॥ মায়েরে বুঝাইতে গান কর এই বেলা *

* গিত তাল বেহাগ *

পিরিতী উৎপত্তি কিসে বল২ মা জননী ॥
সকলের মুখে কেবল পিরিতির কথা শুনি *
পিরিতি থাকেন কোথা, কহ মাগ সেইকথা॥
পিরিতি কোথায় গাথা, বল২ মা জননী *
রুপ রঙ্গ কিবা তার, বল মাগো এক বার ॥
পিরিতের কি আকার, বল২ মা জননী *
পিরিতি কি ডাকাত অতি, কিবা থাকে সঙ্গ সাতি
কি তার আছেন রিতি, বল২ মা জননী *
মহাম্মদ আরেফ কয়, আর কি প্রেম ছাপা রয় ॥
ছলে তার বেরে জায়, সোন সোন চাঁন বদনী *

পয়ার ॥ বানু বলে সোন মাতা বলি সমচার ॥ পিরিতি কেমন রঙ্গ বল এক বার * পিরিতী কাহার নাম কিবা রিত তার ॥ কেন তারে লোকে নিন্দে কি গুনা তাহার * কেমন করিয়া আর কলঙ্কের ডালি ॥ ছেরপরে তুলি দেয় দেহ মাগো বলি * সেই কি গোলার হার থাকে কণ্ঠমুলে॥ পায়ের পাশলী কিবা থাকে পদতলে * কিবা সে নয়ন তারা করে ঝল মল ॥ সুন্তে কি ভুমিতে থাকে ঠিক করি বল * বেগম সুনিয়া বড় হল পেরেসান ॥ পিরিতের বানু কিছু না জানে সন্ধান * মিছা মিছি দোস কেন দেই গোল বানে ॥ প্রেমের খবর বানু মাত্র নাহি জানে * বাদ সায় শুনিয়া বড় হইল খোসাল ॥ বলে মর গোল বানু অবোদ ছাওয়াল * কিন্তু প্রেমানলে বানুর কলিজা আঙ্গার ॥ তবুত বুঝিতে নারে ছলনা তাহার * উপরেতে যেই বাত আদিনু বলিয়া তাহার আহওয়াল সবে সুন মনদিয়া * আপে সাই সাহা পরে মদদগার হইয়া ॥ পাঠাইল এক বৃদ্ধ মেছের থাকিয়া * মেছের নিবাসী বটে চালাক চতুর ॥ দাড়াইল আসি বুড়া বাদ

সার হুজুর ❋ বৃড়া পির ব্রাম্মন মধুহেন বুলি ॥ বাদসাকে প্রমান করে বাম কর তুলি ❋ ভুপ বলে ওহে নাদান বুড়া ব্রাহ্মন ॥ তুলিবি দক্ষিন কর হেন কোন জন ❋ মম তাবে সতং আছে রাজ্যেস্বর ॥ ভুমিতে প্রনাম কইলে তুলি বাম কর ❋ ভাট বলে বৃদ্ধ হইনু ফিরি দেসান্তর ॥ নাহি দেখি কোথা আর এছা বেখবর ❋ মেছেরেতে সাজা মাল দেবতা সমান ॥ তুলিন দক্ষিন কর হুজুরে তাহান ❋ সেই মত সুলতানাত পৃথিবিতে নয় ॥ তবসম কত সাহা চামর ঢুলায় ❋ সেই সাহাজাদা যেন আছে পুর্ণ সসী ॥ আর সব সাহাজাদা তার কাছে নিসী ❋ কতং ভুপতিরে কন্যা আপনার ॥ পরি নয় দিতে চাহে সঙ্গেতে তাহার ❋ হুর পরি জিনে রুপ কত দুহিতার ॥ নাকরে কাহাকে বিবা করিয়ে এনকার ❋ গোল বিলদিনী কোথা রুপের কামিনী ॥ তার লাগি দেশান্তরি সারি মুখে সুনী ❋ যে অবদি মেছের ছাড়ি দেওয়ানা হইল ॥ সেই হইতে সে সহর অন্ধকার হইল ❋ আহা সেই পুর্ণ সসি ছাপিল কোথায় ॥ তাহার অমিলে মোর প্রান ফেটেজায় ❋ ভাটের কথাতে সাহা বলে মনে মন ॥ জেন্দানের সাহা বুঝি হবে সেইজন ❋ ভাট কে বিদায় করে দিয়া কিছু মাল ॥ বলিলেন ভাট বৃদ্ধ হইয়া খোসাল ❋ কোতয়ালের তরে ভুপ কহেন ডাকিয়া ॥ জিন্দানের সাহা তরে আনহ খুলিয়া ❋ এ আজ্ঞা পেয়ে কোতয়াল চলিল ধাইয়া কারাগারে প্রবেসিল দরওয়ানে বলিয়া ❋ মেছেরি সাহার রুপ আপ্তাব সমান ॥ দেখিয়া কোতয়াল পরে মুর্দ্দার সমান ❋ কত ক্ষন পরে কিছু হুস পাকরিয়া ॥ চলিল ভুপের সনে সাহাকে লইয়া ❋ সাহাকে লইয়া কোতয়াল নিকটে ভুপের হাজির করিয়া থারা নিকটে ভুপের ❋ সাহাজাদা রুপ দেখি হইল হয়রান ॥ হুরের নন্দন বুঝি ছাড়িল আসমান ❋ জিন ইন্সান পরি আদি দেখিজে বিস্তর ॥ নাদেখিনু হেন রুপ ভরিয়া ওম্মর ❋ এত ভাবি সাহা তরে অতি স্নেহ করি ॥ কুরছিপরে

বসাইল যেন বিদ্ধা ধরি ❋ ভুপতি বলেন বন্ধু কি নাম তোমার কোন দেশে বাটী আর ফরজন্দ কাহার ❋ সাহা বলে মেছেরেতে মকান আমার ॥ সাহা শামইয়ার পিতা ভুপতি তথার সাহা জামাল বলি পিতা রাখে মম নাম ॥ খাক ছার বান্দা আমি আপনার গোলাম ❋ ভুপ বলে কেমনেতে আসিলে এথায় ॥ পন্থের সকল দুক্ষ বাদসাকে সোনায় ❋ আপনার জোনাব দেখি' ঘুচিল সকল ॥ পন্থের সকল দুখ হইল মঙ্গল স্তুনিয়া তারিফ করে বাদসা জাহাগির ॥ সাব্বাস২ বলে তামাম উজির ❋ তৎপর বাদসা জাদা স্নেহ করিয়া ॥ গুলাবের পানি দিয়া শ্নান করাইয়া ❋ বাদসাই পোসাক সব দিল পরিবার পরিলেন স্যাহাজাদা হাতে আপনার ❋ বাদসাই রছমে সাহা সাজিল জখন ॥ মজলিসের লোকে দেখি হইল মগ্যন ❋ সকলে তারিফ তার করিতে লাগিল ॥ নৃপতি দেখিয়া রূপ তাজ্জবে রহিল ❋ মন্ত্রি গনে বলে হাসি নৃপতি হুজুর ॥ সাস্ত্রেতে কেমুন এই জামালচতুর ❋এবাক্য শুনি যে ভুপ সাহাজাদা তরে ॥ জিজ্ঞাসিল কয় বাক্য বেদের উপরে ❋ সোন বাবা ভুপ সুত কহি যে তোমারে ॥ সাস্ত্র মত বাক্য মম দিবেন বুঝায়ে ❋ ভুপ শুত বলে আমি নাদান কি জানি ॥ কি জিজ্ঞাসিবে আলম্পানা এখন আপনী ❋ ভুপ বলে বান্দার মন থাকে কোন ঠাই ॥ আর কোথা গেল মন হয়নো কেছাই ❋ সাহা বলে বান্দার মন ঠিক নাহি রয় ॥ ওক্তে২ সর্ব্বদায় ঘুড়িয়া বেড়ায় ❋ নাবি মুলে গেলে মন উদাস হয়ে ফিরে ॥ মুগ দারে গেলে বুকে ছট ফট করে ❋ দেলে সান্দাইলে মন হয়ত বেভুল ॥ যেমুন ছাওয়াল দুগ্ধ খায় মায়ের কোল ❋ সেই সমে মহ্নায় বাম চক্ষে জায় ॥ সয়তানেতে দাগা দিয়ে তখন ভুলায় ॥ দক্ষিন আখে গেলে চায় দেখিতে দিদার ॥ বন্ধে২ ফিরে মন এমুনী প্রকার ❋ ফের বলে কয় চিজে বান্দা পয়দা হয় ॥ বলে সাহা পাচ পাচা সচিমে নির্জ্জয় ❋

তৈয়ার ❋ মৈল, পসিনা, লহু, পিব, মনি, আর ॥ এই পঞ্চ হইলেন সলিলে তৈয়ার ❋ খুদা, নিদ্রা, তৃষ্ণা, অলিশ্য ও হাই আতসের এই পঞ্চ সবা কে জানাই ❋ কহা, সোনা, হাসি আর, লিখন খেলন ॥ এই পঞ্চ জানিবেন বাদের ঘটন ❋ ভাব, বুদ্ধি, দয়া, ভয়, লজ্জা যেন আর ॥ হইলেন নূরে পয়দা হুকুমে জব্বার ❋ খাকের পুতুল তনু সলিলের ঠুলি ॥ বাতাসের বন্ধ জান আতসের ছালী ❋ এসব উত্তর ভূপ সুনিয়া সাহার ॥ ছাতি লাগাইল ভূপ মূখে চুম্বে আর ❋ মন্ত্রি গনে উল্লা-সেতে নয়ান করিল ❋ আরবের ভূপতিরে উল্লাস করিল ❋ ভূপসুতে পাঠাইল উদ্দান মাজার ॥ খাওয়াছ গোলাম দিল খেদমতে তাহার ❋ হেতা ভুপ বিবাহের করে আয়োজন ॥ সখি গনে ফরগিলেন করিতে লগ্যন ❋ মহাম্মাদ আরেফ বলে ভাবি করতার ॥ কে পারে মহিমা আল্লা বুঝিতে তোমার ❋ মোরদাকে জীবন দান জিন্দাকে মোর্দ্দার ॥ নাওমেদে ওম্মেদার কম জোরে জুরদার ❋ ফকিরে বাদসাই বাদসাকে ফকির ॥ দরিয়া তরঙ্গ ভারি দুইকুলে নীর ❋

ত্রিপদী ॥ প্রভুর আদেশ মত, উদ্দারিল মেকজাত সোনে সাহা মনে আপনার ॥ খোসালিত সাহাজাদা, মনেং জপে খোদা, থাকে মর্দ্দ উদ্যান মাজার ❋ হেথা ভূপ মহল মাজ, করে বিবাহের কাজ, মনে অতি সন্তুষ্টিতা হয়ে ॥ চাকরানে আজ্ঞা দিল ॥ খাট মাট সাজাইল, আরাস্তা করিল মস হয়ে ❋ উদ্দান গোল জার কৈল, ঠাইং, নিসান দিল, করিলেন বিভা আয়োজন ॥ বলে ভূপ মন্ত্রিবরে; লেখ খত সবা কারে, জানাও জনে জন ॥ মন্ত্রি শুনিয়ে বাক্য, লিখিতে লাগিল বাক্য, জার যেমূন তেমূনং সমচার ॥ ছাল্লাম লেখেন কারে, দোওয়া লেখে কার তরে, তৎপর লিখে সমাচার ❋ গোল বানু বেটি মর, তার লাগি এক বর, আসিলেন মেছের থাকিয়া ॥ আদি অন্ত হকিগত, লেখি সব কেতাবত, পাঠাইল কাছেদ ডাকিয়া ❋ কাছেদ পরওানা নিয়া, সাহা গনে পাঠা

ইয়া, আসিলেন আরব মাজার ॥ খত পেয়ে জনে জনে, উল্লাসিত হয়ে মনে, আসিলেন আরব সহর * মহাম্মদ আরেফ কয়, ত্রিপদী এখানে রয়, চালিলাম পয়ার রাহায় ॥ জেন্দেগির আসানাই, তাড়াতাড়ি লিখেজাই, খাতামাপ করিবে সবায় *

* গীত বেহাগ *

রঙ্গ বাজারের বানু নব খরিদ্দার খরিদ করিলে পাবে রঙ্গ বেশুমার
নব বাগের গোলজার, মরি কিবা চমৎকার, পাবে এখনগলার হার—
মরি কি বাহার প্রেমেতে মজিয়ে ধনী, পেল পতি গুন মনি
পোহাইল দুখ রজনী, পেয়ে নতুন হার *

পয়ার ॥ দাওত পেয়ে সবি লোক হাজির হইল সতে২ গরিব আমির আসিয়ে পৌছিল * সমস্ত একত্র হন হুকুমে এলাই ॥ রাজা প্রজা খুদ্র আমির জমিল সবাই * নাটকি কামিনী বালি নাচে সতে২ ॥ নানা জাতি গান বাজা লাগিল হইতে * গানা বাজার মহোৎ সব হইতে লাগিল ॥ আনোন্দের হাওা তথা বহিতে লাগিল ॥ এক মাহা সকলেতে রঙ্গ তামাসায় ॥ কাটাইল সকলেতে একুই সবায় * হেন কালে নজ্জুমেতে রাম্মাল খুলিয়া ॥ দেখিল ছায়াত নেক আঙ্গুলে গনিয়া * নৃপতি সুনিয়া আজ্ঞাদিল সখি গনে ॥ কন্যাকে সাজায় সবে নানা আবরনে * শুনিয়া সকল বানি আনন্দ উল্লাস ॥ হেলে ডুলে চলে সবে কন্যার সম্পাশ * কন্যাকে মহল থাকি করিব বাহির ॥ পিছে২ চলে সখি যেমুন নিশির *

* ধুয়া *

হেলে২ চলিলেন সর্ব্ব সখি গন ॥
করে লয়ে সোনার ঝারি চুওয়া ও চন্দন *
কন্যাকে বাহির করে থাকিয়া ভূবন ॥
পুর্ণি মাসি চন্দ্র জেন হইল রৌসন *
গোলাবের জল আর আনে জনে জন ॥
হরিদ্রা চন্দন গিলা বান্দিল জত্তান *

কেহ দেয় তৈল গিলা কেহ সে মর্দ্দন ॥
কন্যার ছুরতে হল সর্ব্ব অচেতন ❋

পয়ার ॥ সকল জুবতী চলিল আনন্দিত হয়ে ॥ কন্যাকে গোছল দেলায় মিলিয়া জুলিয়ে ❋ কেহ২ পানি ডালে গোলাবের বদলে ॥ কেহ২ চাহি থাকে চন্দ্র মুক্ষ পানে কেহ২ সখিগন নাচে জনে জন ॥ গোছল দেলায় বানুর নাজুক বদন ❋ কেহ২ হাতে তালি কেহ সে মর্দ্দন ॥ কেহ উলাঙ্গিনি কার পরন বসন ❋ কেহ কার করে ধরি পিছলিয়া পরে ॥ কেহ২ আনন্দিতে কুচে করে ধরে ❋ কেহ২ হাতাহাতি কেহ খায় পান ॥ কেহ২ নাচে আর কেহ করে গান ❋ জত্ন করি কন্যা তরে গোছল দেলাই ॥ মোহলেতে নিয়ে চলে পালঙ্গে বসাই ❋ মহাম্মদ আরেফ বলে সবা বিত্তমান ॥ সর্ব্বদা ভাবিয়া চল কাদের ছোবহান ❋ দুনিয়ার এস্কবাজি বৃথাই সকল ॥ মৃতু হইমু সবে রব থাক তন ❋

ধুয়া—হংশি ঠমক ❋

গোল বানু সাহাজাদি সাজে চমৎ কার ॥
চন্দ্র বদন হেলে ডুলে মরি কি বাহার ❋
পিন্দে যত যেওরাত, কি কব তাহার বাত ॥
একে২ লিখি থোরা গোলের সিঙ্গার ❋
চিরনী লইয়া হাতে, চিরি কেশ তাতে২ ॥
ধরে২ রাখি লেন করিয়ে গোল জার ॥
করি কেশ পরিপাটি, তাতে দিল সিতিপাটি
কপালে সুবর্ণ ফুল মরি কি বাহার ❋
নত বোল্লাক নাকে জুলে, জেন জুনি পোকা জলে ॥
দেখিয়ে আসকে মন মজেকী বিস্তার ॥
চিক পাচ লহরি গলে, হাশুলিতে তারা জলে ❋
তার নিচে পদ্ম কলি জেমন গোলজার ॥
করে কাঙ্গন বালা চুরি, আল মাছ কাঞ্চনে পরী ❋
বাজুবন্দে তলস্তর সুদ্দ সোনার ❋

গুতি হার কমরে পরে, নিম্ন পানে ঝুলি পরে ॥
বিচে২ জলক তায় নক্ষত্র আকার *
পদেতে গুঙ্গুর বাজে, হাটিতে জুনং বাজে ॥
নাপাই উপমা তার ভুবন মাজার *
অঙ্গুলে অঙ্গুঠি পরি, মতি বসা সারি২ ॥
মুখের বচনে সারি ছল বেকারার *
সোনালি সাটিনে নিমা, সংসারে জার নাই উপমা ॥
দ্বিপ্রহরি সুর্য নহে তাহার সোমান *
খঞ্জনের মতে ধনি, চালায়চরন খানি ॥
আখি এসারাতে পারে ভুলাইতে সংসার *
সুবর্ণ মানিক সারি, সবুজ রঙ্গের মরি ॥
সোনাদিয়া গরিয়াছে অঞ্চলে ফুল জার *
ইন্দ্র দেব পরি গন, সারি দেখি অচেতন ॥
গোলের রূপে সখিগন এক্কে বেকারার *
সাহান শাহি জেওরাত,একেং কব কত ॥
একেরে মতেক বুজ জ্ঞান থাকে জার *
মহাম্মদ আরেফ নাম, বাস মহাকালি গ্রাম ॥
রাই বর লিখিলাম গোলের সিঙ্গার *
লিখি জদি বিবরিয়া, জাবে কেচ্ছা ভুল হইয়া ॥
অতএব ক্ষেমা করি গোলের সিঙ্গার *
পুস্তক সারিতে নারি, এখাতিরে তাড়াতারি ॥
মৃত্যু হলে মেহান্নত হইবে বেকার *
সবিনয়ে জোর করি, কহিসবের করে ধরি ॥
দোওয়া কর সকলেতে পাইযে নিস্তার *

---০ঃ)) * ((ঃ০ —

* ভুপ সুতের বিবাহ *

পয়ার ॥ নানা আবরনে সবে কন্যাকে সাজাই ॥
কহিলেন গিয়ে সখি সাহাজাদার ঠাই * দুলাকে গোছল
দিতে ফরমান করিল ॥ শুনি সখিগন সবে আনন্দে চলিল

আনি নৃপের সুতে বাগান থাকিয়া ॥ সব সখি চাহে তার মুখ তাকাইয়া * সকল জুবতি হয় তারার আকার ॥ তনমধ্যে সাহাযেন চন্দ্র পুর্ণিমার * সর্ব্ব সখি আসকেতে হল বেকা রার ॥ কার অগ্রে কেবা জাবে নিকটে সাহার * সকলেতে উনমাদিনী পাগল যেছাই ॥ লজ্জার বসত্ত মাত্র কার মধ্যে নাই * গুরু বা মুরব্বি তথা সব এক মতি ॥ বৃদ্ধা তরুনা কিবা কুলবতি সতি * কিবা বালা কিবা বুড়া কিবা জুবানারি হুড়া হুড়ি গড়া গড়ি লজ্জা সরম ছাড়ি * কামেতে মহিত সবে তাঙ্গে রজমল ॥ কত সখির হুয়ে গেল হাজত গোছল এই মতে উন্মাদিত সর্ব্ব সখিগন ॥ সাহাজাদার গোছল দিতে কৈল আরম্ভন * গোলাবের জল সবে কলসিতে ভরি সাহাজাদার নিকটেতে রাখে সারি২ * কেহ দেয় তৈল গিলা কেহ দেয় পানি ॥ সবা কার গুপ্ত ভাব হল জানাজানি * কেহ বলে জাব আমি দাসি হয়ে তার ॥ সেবিব কমল চরন দেখিব বাহার * কেহ বলে সামি যদি মরিত আমার ॥ সঙ্গে এর যেতুন আমি দাসি আকার * কেহ বলে মুখের কথায় না জুড়ায় শরীর ॥ দ্বিগুন জলিয়া উঠে কি করি কি করি * কেহ বলে মিছে কেন কর এই আস ॥ নাহি পাবে এ নাগর হইবে হুতাস * প্রভু জা দিয়াছে জেয়ে সেবা কর তার ॥ করিলে অন্তের আসা হবে গুনাগার * এই মতে বাক্য লাপে গোহল দেলাই ॥ নিয়া চলে মহলেতে পালঙ্গে বসাই তৎপর জানাইল নৃপতির তরে ॥ হইল গোছল দুলার আনি য়াছি ঘরে * শুনি নৃপ দরবারেতে লেন বোলাইয়া ॥ মন্ত্রি গনে নানা মতে দিল সাজাইয়া * সাহানা পোসাকে সাহা সাজিল জখন ॥ পুর্ণি মাসি চন্দ্র কিবা জলিল আগুন * একেক২ পোসা কের নাম লিখা ভার ॥ দপ্তর হইবে ভারি হইনু লাচার * তৎ সময় নেক ছায়াত বলে শুনি গন ॥ এই খনে বিবা পড়া ইতে হয় মনন * আল্লার হুকুম করে রছুলের স্থান ॥ করহ

সকল লোকে নিজ কন্যা দান ❋ আপে নবী ফাতেমাকে আলিকে শুপিল ॥ সেই সব চলা চল ভুমণ্ডে রহিল ❋ আক বর হুকুম দিল সাদি পড়াইতে ॥ সোনা মাত্র উকিল সাক্ষি চলিল ত্বরিতে ❋ উকিলের স্থানে বাহু ইজাব ভেজিল ॥ নৃপ সুত ইজাব বাহুর কবুল করিল ❋ দিনের চলন মতে হল সাদি কাম ॥ দোওয়া করে সকলেতে যত নেক নাম ❋ আয় আল্লা পাকসাই রাখ ছালামতে ॥ ধনে জনে সব বাতে এথা ও সেতাতে ❋ মহব্বত রছুল আর বিবি আয়সায় ॥ এছা মহব্বত সদা থাকে যে দোহায় ❋ ইব্রাহিম ছারর'ার এস্ক আছিল যেমুন ॥ এছা মহব্বত যেন থাকে সর্ব্বক্ষন ❋ ইউছফ জোলেখার মত মিল যেন হয় ॥ ধনে জনে ভুমণ্ডলে খোসালিতে রয় ❋ এই মতে সকলেতে হস্ত ওঠাইয়া ॥ দোয়া দিল সকলেতে খুবির লাগিয়া ❋ মহাম্মদ আরেফ আমি না জানি সায়ের ॥ দোওয়া কর মোর প্রতি তরি যেন আখের ❋

❋ সখি গনের গীত ❋

দেখ২ সখি গন কেমুন প্রভুর নিরাঞ্জন ॥
কেমুনেতে হেতা আসি মিলাইল দোনজন ❋
যেমুন সুন্দর বড়, তেমুনী সুন্দরী ঘর ॥
সেই মত জর শর, হল হেতা কি ঘটন ❋
বাহুর বরাত অতি, তেই পেল হেন পতি ॥
আহাকি রুপের জোতি, উলটে নয়ন ❋

পয়ার ॥ সাদি পড়াইয়া কাজি হইল বিদায় ॥ অন্দরেতে নিতে সাহা সখি গন যায় ❋ সবাকার তরে সাহা ছালাম করিয়া ॥ সখি গন সনে জায় অন্দর চলিয়া ❋ অতি খোসী জুবতীরা দুলাকে আনিয়া ॥ বাহুর দক্ষিন পার্শ্বে দিল বসাইয়া ❋ তৎপর সখিগন হাসিতে২ ॥ বাহুকে তুলিয়া দিল সাহার কোলেতে ❋ কোন২ সখি দোহার হাতেতে ধরিয়া ॥ হাতে গলে লেপটিয়া দেয় ধরাইয়া ❋ সখিগন নানা খেল করেন বসিয়া ॥ সাহা বাহু দোন জন হাসে মুচকিয়া ❋

তৎপর জুবতিরা পান বানাইয়া ॥ আনি দিল দোহাকারে বাট্টায় পুরিয়া ※ বানু বাট্টা থাকি বিরী করেতে তুলিয়া ॥ আপনা পতির মুখে দিলেন তুলিয়া ※ সাহা ও পানের বিরি পতির মুখে দিল ॥ কর্পুল তাম্বুল দোনে খোসালিতে খাইল তৎপর দিবা কর গেল গত হয়ে ॥ আসিল প্রেমের নিসি হাসিয়ে২ ※ নিশি দেখি দোহাকার বিরশ বদন ॥ কি করিব কোথা জাব এই সে জপন ※ মহাম্মদ আরেফ বলে ভেবনা আর ॥ আসিল প্রেমের নিসি তোমা দোহাকার ※

পঞ্চ পদি ॥ নিসি যদি পৌছিল আসিয়া ॥ বানু সাহা উল্লাসিত হইয়া ※ বসিল পালঙ্গ মাজ, মনেতে কামনা লাজ, গেল সাহা খুসিতে ভরিয়া ॥ তৎপর খুসিতে সবায় খানা পানি দোহাকে খিলায় ॥ খানা পানি খিলাইয়া, কর্পুল তাম্বুল দিয়া, সর্ব্ব সখি হইল বিদায় ※ সখি গন বাহিরেতে খাড়া রহে তামাসা দেখিতে ॥ নিরব মন্দির হল, নাগর নাগরী পেল, এস্ক কি আর পারেন থামিতে ※ পতঙ্গ যেছা প্রদিপ দেখিয়া, ঝাপি২ পরে মত্ত হইয়া ॥ সেই মত সাহাজাদায় ধরিল বানুর গায়ে. লাজে বানু নাদেখে চাহিয়া ※ সাহাজাদা অতি আনন্দিতে, পৃয়সিকে লইলা কোলেতে ॥ ক্ষনে ধরে কুচ কমলে, ক্ষনে চুম্বে মুখ গালে, ক্ষনেবস্ত্র চাহে খোলাইতে ※ হল রাত্রি দ্বিপ্রহর, এস্কে সাহা হল জ্বর স্বর ॥ কাপিয়ে দোহার অঙ্গ, লাগিল সঙ্গিনীর সঙ্গ, যেন গোঞ্চা গোলের ভিতর ※ বাহিরেতে থাকি সখি গন, হাসে তুষ্টে হইয়ে মগন. পৃয়ার কর্ণে মুখ রাখি, চুপে বলে চন্দ্র মুখি, বাইরেতে হাসে নারি গন ※ সাহাজাদা বলে কে হাসিবে, অর্দ্ধ নিসী কে আর জাগিবে ॥ মিছে ফাকি কেন কর, অদ্যের মিলন বড় হেন লজ্জত আর না পাইবে ※ নৃপ সুত বলি এপ্রকার, মজিলেন কামে আপনার ॥ দোহে দোহার মজা নিল, রজ্ মল্ নির্গত হল, পছিনাতে হল তরবতর ※ অশক্তি হইল দোহাকায়, সেই সমে লাগিল নিদ্রায় ॥ থোড়া কিছু নিন্দ

গেল রাত্রি যে প্রভাত হল; উঠি সাহা সরোবরে জায় ※ নিন্দে বানু ছিল অচেতন, হেন সমে আসি সখিগন ॥ দেখে বানু নিন্দ জায়, জেওরাত নাহি গায়, উলঙ্গি তার নাহিক বসন ※ ছিল বানু উলাঙ্গি হইয়ে, লোটন খানা পরিছে খলিয়ে ॥ সখি গন নজরে দেখি; গোল কে উঠায় ডাকি, লজ্জায় বানু বসিল ফিরিয়ে ※ তৎপর সর্ব্ব সখি গনে, বানু কে যে বাহিরেতে আনে ॥ গোলাবের নির দিয়া, গোল কে গোছল দিয়া, খানা খিলাইল যে জতনে ※ কহে কবি ওহে পাক সাই, দোজাহানে তুমি বিনে নাই, পাপ বোঝা নিয়ে মাথে, দাড়াইনু হুজুরেতে, যদি তুমি করহে রেহাই ※ মহাম্মদ আরেফ মম নাম, মহাকালি গ্রাম বিচে ধাম ॥ ঢাকার জিলা আর, কেরানী গঞ্জ থানা সার ॥ কর দোয়া যত নেক নাম ※

※ আব্বাছের বিবারন ও সাহা যেছের আগমন ※

পয়ার ॥ সাহাজাদা আরবেতে থাকে খোসালিতে ॥ কোন রূপ চিন্তা নাহি তাহার মনেতে ※ এক নিসি খাবে মর্দ্দ দেখেন সুইয়া ॥ আব্বাছ কান্দিছে ধুলায় লুটিয়া ※ দস্তি মহব্বতের আগ উঠিল জ্বলিয়া ॥ আহা২ বলি সাহা উঠিল কান্দিয়া ※ আহারে প্রানের দোস্ত রহিলা কোথায় ॥ কত দুঃখ উঠাও জানি থাকিয়া তথায় ※ এমত বিলাপি সাহা কান্দিতে লাগিল ॥ হেন কালে গোল বানু চেতন পাইল ※ বলে পৃয়ে কেন কান্দ কহ অভাগিরে ॥ তোমার রোদন হেরি অন্তর বিদরে ※ বলে সাহা সোন বানু কহিজে তোমারে ॥ প্রানের দুল্যভ দোস্ত এমরান সাহারে ※ কি হালেতে কেমন আছে নাহেরি লোচন ॥ অত এব দেল মম আছে পেরে-সান ※ বানু বলে চল আজি প্রভাত হইলে ॥ দেখি গিয়ে দোস্ত সাহেব আছে কেমন হালে ※ এত বলি দোন জন রহিল সুইয়া ॥ খোদার আজ্ঞায় গেল প্রভাত হইয়া ※ তৎ পর সাহাজাদা কহেন ভূপেরে ॥ ইরানেতে জাওয়া মম প্রয়ো জন করে ※ সাহা বলে যদি তব থাকেন দরকার ॥ ইরানে

জাইতে তবে মানা কি আমার ❋ সাহা বলে আমি ও দোহিতা তোমার ॥ উভয়ে জাইতে চাহি ইরান মাঝার ❋ দুই চারি রোজ হেতা দুজন থাকিয়া ॥ তৎপর মেছেরেতে জাইব চলিয়া একথা সুনিয়া সাহা কহেন সাহারে ॥ এই মতে বিদায় বাবা মনাছিব না করে ❋ তবে যদি ইরানে জাইবে এক বার ॥ পুন রায় আসিবে এই আরব মাজার ❋ এবাক্য স্বিকার করি নৃপের নন্দন ॥ ইরানে জাইতে সাহা হইন আগমন ❋ বানু সাহা সাজ বেশ করি মন মত ॥ ইরানের দিগে চলে ভাবি পাক জাত ❋ আদাব ছালাম করে অন্দরে বাহির ॥ বানু সাহা চলি গেল খোসাল খাতির ❋ ছিপাহি লস্কর সব চলে পায়২ ॥ কত দিনে ইরান সহর গিয়ে পায় ❋ ছিপাহি লস্কর সব বিদায়ে করিয়ে ॥ দোন জন বসিলেন আন্দরেতে গিয়ে ❋ চন্দ্র জালাল এমরান আসিয়ে সবায় ॥ ছাল্লাম তছলিম করি আদবে বসায় ❋ নানাইতি বাক্যলাপ করিয়ে সবায় সাহাজাদা দোস্ত জিকে দেখিবার জায় ❋ বাগানেতে আকাছ আলি এস্কে বেকারার ॥ চন্দ্র বানুর রুপ হেরি নায়ে কারার দেখি যে সাহার তরে মন্ত্রির নন্দন ॥ উঠিয়া ছাল্লাম করে ধরিয়া চরন ❋ তৎপর বসিলেন নৃপের নন্দন ॥ মন্ত্রি সুতে একে২ কহ বিবারন ❋ বলে সোন সাহাজাদা মেছের ইশ্বর ॥ এক বানু আছে হেতা পরম সোন্দর ❋ কি কব রুপের ছটা বলা কি জায় ॥ যেমন গগন সসি আসিল ধরায় ❋ সেই বিন্দদিনী মরে করিল পাগল ॥ না পাইলে প্রান দিব ভক্ষিয়ে গরল অনুমানে বুঝে সাহা আক্যাছের বাতে ॥ চন্দ্র বানুর রুপে মর্দ্দ ফাসিল এস্কেতে ❋ বলে দোস্ত খামসেতে থকে এই ঠাই ॥ তোমার কাজের হেতু আমি চলি জাই ❋ এত বলি গেল সাহা আন্দর ভিতর ॥ গোল কে বলিল সব দোস্তের খবর ❋ গোল সোনি চন্দ্র বানের সন্নিকটে গিয়ে ॥ বাক্য-লাপ করিলেন নিরবে বসিয়ে ❋ আপনি সে চন্দ্র বানু বলনো গোলেরে ॥ সোন ভগ্নি মম দুঃখ জানাই তোমারে ❋ উদ্দা-

নেতে থাকে এক রূপের নাগর ॥ হেরিয়ে তাহার রূপ দহে কলেবর * বুঝি প্রভু গরিয়া আছে বিরলে বসিয়া ॥ নাহলে হেন রূপ পেল কেমন করিয়া * তার সনে মিলাইযে দেহ বুবুজান ॥ নৈলে আমি তার হেতু ত্যাজিব জে প্রান * এত সুনি গোল বাহু খুসি বাগে২ ॥ কুতুহলে চলি গেল এমরানের আগে * অনেক বুঝায়ে রাজি করিয়া এমরানে ॥ বিবাহের তারিখ ধার্য্য করিলেন পরে * সুনিয়ে খুসির বাক্য সকলি খোসাল ॥ দাওয়াত করিতে আজ্ঞা করেন জালাল * সাহা জাদা আক্কাছেরে দিল সমচার ॥ হইল তোমার কার্জ্জ ফজলে খোদার * এবাত শুনিয়ে আক্কাছ খোসিতে ফুলিল ॥ আস মানের চন্দ্ যেন হাত লাগাইল * নির্দ্ধারিত দিবা তবে পৌছিল আসিয়া ॥ বিবার আয়োজন সবে করে খোস হইয়া এমরান মনেতে ভাবে কি করি এখন ॥ সাজাইতে ঘরদার হয়ত মনন * এত ভাবি বলিলেন ডাকি মন্ত্রি গন ॥ শিঘ্র সবে কর অতিতের আয়জন * এইরূপ আজ্ঞে তারা পাইয়া রাজার ॥ নগরের ঘরদার করে পরিস্কার * গুবাক কদলি আর পুষ্প তরুগন ॥ রাজ পথে দুই পার্শে করিল রৌসন* সুগন্দি করিল পথ চন্দনের জলে ॥ সৌরব লইয়া বায়ু মন্দ২ চলে * গোলাব মল্লিকা যুথি করিয়া লম্বিত ॥ নগরের চারি পার্শে কৈল সুসোভিত * নানা বস্ত্রে নানা রত্নে করিয়া মণ্ডিত ॥ পথ পার্শে গৃহ সর্ব্ব কৈল সুলভিত * পথে২ চারি দিগে উরাইল নিসান ॥ চত্বুরপার্শে বাদ্য বাজা চারি দিগে গান * চেবব চুষ্য লেহ্য পেয় খাদ্য নানা জাতি ॥ চারি পার্শ্বে হতে লোক আসে দিবা রাতি * নানা মতে আভরন করি মন্ত্রি গন ॥ নৃপতি কে বলে গিয়ে সব বিবারন * মহাম্মদ আরেফ বলে ওহে দয়া ময় ॥ এথা সেথা তরাইবে অধম বান্দায় *

* আক্যাছ ও চন্দ্র বানুর বিবাহ উৎসব *

পয়ার ॥ সোন২ পাঠক গন সোন দিয়ে মন ॥ রঙ্গ

ঢঙ্গ সব এথা ছাড়ি যে কারন * যদি এথা রঙ্গরস জাই বলা ইয়া ॥ রচনা পুস্তক জাবে দপ্তর হইয়া * এ খাতিরে চালাই কলম ঘোড়ার আকার ॥ দৌড়ায়ে হইব পার উদ্দান গোল জার * রিতি মতে চন্দ্র বানে গোছল দেলাই ॥ জেওর পোসাক পিন্দায় দস্তর যেছাই * গোল বদনী মন মত এমুন সাজায় ॥ ছাইর থাকেতে যেন আগুন দেখায় * সাজ বেশ এই মত কইল বাহুর তরে ॥ দ্বিপ্রহরি রৌদ্র হেন ঝলমল করে * তৎপরে আব্বাছের গোছল দেলায়ে ॥ সাহানা পোসাক সব অজুদে পিন্দায়ে * আমামা বান্দিল ছেরে জেমন দস্তর ॥ পরাইল বিবা কাজী হুকুমে প্রভুর * সকলেতে দোওা করে উঠাইয়ে কর ॥ দোন জনের হয় জেন দারাজ ওমর * আব্যাছ মাসুক পেল রহমতে খোদার ॥ শুকরানা আদায় করে হাজার২ * তৎপর অন্দরেতে জায়নো চলিয়া দেখেন চন্দ্রের মুক্ষ নিকটে বসিয়ে * দিবা কর শেষ হল রাত্রির আমাল ॥ বাহু আব্বাছ গেল চলি নিরালা মহল * মুদিত গোঞ্চায় গোল ছেদন করিল ॥ দেখ বাক্য কত পুসিদাতে বলা গেল * দোহে দোহার সাদ মিল নিরলে থাকিয়ে ॥ আব্বাছ সরবরে চলে প্রভাতে উঠিয়ে * বাহু লয়ে রমজ খেলা করে সখিগন ॥ তৎপর দেলাইল গোছল সাছল তৎপর নৃপ সুডে বলেন এমরানে ॥ মেছের জাইব সবে কি কহ এখনে * এমরান সাহাজাদার বাক্য মতে দিল সায় ॥ চারি জন এক সাতে আরবেতে জায় * মহাম্মদ আরেফ বলে প্রভু ধেয়াইয়া ॥ এক দৌড়ে তয় কইনু বিবাহ সারিয়া * আর দুই দৌড়ে পুথী করিব খতম ॥ যদি কৃপা করি প্রভু করেন রহম *

পয়ার ॥ চারি জন সালামতে পৌছিল আরবেতে ॥ দেখিয়ে আরবী গন খোসালিত সবে * সাহা গোল তারা তারি অন্দরেতে গিয়ে ॥ ছালাম জানায় নৃপের কদমে ধরিয়ে * নৃপতি স্নেহ করি বসাইল তায় ॥ গোল বাহু সিম্র গতি সার

কাছে জায় ॥ দেখিয়ে জননী মাতা আপনা ছাওয়ালে ॥ লক্ষ২ চুম্ব দিল বদন কমলে ॥ চন্দ্র বানু তৎপর আন্দরেতে গিয়ে ॥ ছাল্লাম জানায় মামির চরনে ধরিয়ে ॥ মামি ও আহলাদ করি বসাইল কোলে ॥ সর্ব্ব বাতে খোসালিত হইল সকলে ॥ এই রুপে আনন্দীতে কত দিবা জায় ॥ মেছেরে জাইতে সাহা বানু ঠাই কয় ॥ বলে সাহা গোল বানু প্রিয়সি আমার ॥ পিতাকে দেখিতে জাব দেশে আপনার বানু বলে এ দাশিরে ছেড়ে জাবে কোথা ॥ আপনী জাইবে যথা আমি জাব তথা ॥ চল বলি গিয়ে ইহা পিতার সাক্ষাতে বলিয়ে বিদায় হয়ে জাব তব সাতে ॥ নৃপ সুত গোল বানের বাক্যে তুষ্ট হয়ে ॥ নৃপের নিকট জায় বিদায় লাগিয়ে খাদসা বেগম দোন ছিল মহলেতে ॥ দোন জন গিয়ে সব লাগিল কহিতে ॥ বানু বলে মাতা পিতা সোন নিবেদন ॥ সাশুরির সেবা মাত্র না করি কখন ॥ এখন হইল মনে গিয়া মেছেরেতে ॥ সশুর সাশুরির সেবা করি মন মতে ॥ বেগম বেটিকে বলে মনে দুখি হয়ে ॥ ছিলাম পালিয়ে বুঝি বিদায় লাগিয়ে ॥ আখের হিতসি তুমি রিদয়ের পরানী বিদায় করিয়ে মাতা রহিব কেমনি ॥ নিঠুর হইয়া যায় জামাতা পাইয়া ॥ অত এব জাইতে চাহ আমাকে ছাড়িয়া নৃপতি এহা শুনি কহে বেগমেরে ॥ রিতি ছাড়া বাক্য তুমি বল কি খাতিরে ॥ সং সারের রিতি জাহা সোন দিয়ে মন ॥ কন্যা জাবে জামতার খেদমত কারন ॥ খসমের তাবে দারি লেখে কেতাবেতে ॥ জামাতার সনে জাবে মানা কিবা তাতে ॥ বেগম এ বাক্য শুনি খামসে রহিল ॥ জামতার তরে নৃপ কহিতে লাগিল ॥ আর কয় দিবা বাবা থাক ছবুরিতে ॥ জাহাজ ছামানা করি বানু দিব সাতে ॥ নৃপ সুত এত শুনি খোসাল হইল ॥ নৃপতি মন্ত্রির তরে হুকুম করিল জাহাজ ছামানা কর দুতিন দিবাতে ॥ বেটি দামাদ জাবে মম আপনার দেশেতে ॥ মন্ত্রি নৃপের আজ্ঞে লোক জন দিয়ে

জাহাজ ছামানা শুরু করিল জাইয়ে * তিন দিবসেতে জাহাজ ছামানা করিয়া ॥ আকবর সাহার আগে বলিলেন গিয়া * তত্ত পেয়ে নৃপবর কহে বেগমেরে ॥ জাহাজ তৈয়ার হল সাজাও দোহাকারে * বেগম এবাক্য শুনি দাসি গন নিয়া ॥ বেটি দামাদ দোন জনে সাজন করাইয়া * খবর কহিল শিগ্র নৃপতির তরে ॥ সোনামাত্র বলে নৃপ অন্দর মাজারে * বেটিকে দেহাজ দেয় মনে তুষ্ট হইয়া ॥ সোনালি বর্ত্তন সত আনে সাজাইয়া * পানদান পিগদান বাটা বেল্লওয়ারি ॥ হুক্কা চিলমচি আর কত ফুলের জারী * আর কত অলঙ্কার জামা জোড়া আর ॥ পোসাক দোহারে দিল বেরঙ্গী গোলজার * একে২ নাম যদি বলি বিবরিয়া ॥ দ্বিতিয় দপ্তর এক জাইবে হইয়া * ধন মাল দিবে কিবা তারা কি কাঙ্গাল ॥ বেটিকে বিদায় করে হইয়া খোসাল * খোসিতে মনের কান্দা আখেরে কান্দিয়া ॥ বেটি ও দামাদেরে বলে বুঝাইয়া * আমাদের পরানি বাবা শুপিনু তোমারে খাতা পেলে মাপ করি লইবে এহারে * এবাত শুনিয়ে সাহা নৃপতির পায় ॥ জোর করে আদবেতে ছাল্লাম জানায় আন্দর বাহিরে সবে ছাল্লাম করিল ॥ গোল মাতার চরন ধরি কহিতে লাগিল * পেলে ছিলে যত্ন করি মাপ দেহ মরে ॥ বিদায় দেহ তুষ্ট মনে জাব আপনা ঘরে ॥ * এইমতে সবা ঠাই বিদায় হইয়া ॥ মেছেরের পানে চলে প্রভুকে স্বরিয়া ॥ নাখোদাকে বলে সাহা বাদান খিচিতে ॥ বাদান খিচিতে কিস্তি চলিল হাওয়াতে * দিন রাত্র কত দিন কিস্তি চালাইয়া ॥ মেছের মুল্লুকে সাহা পৌছিল জাইয়া * মাকারাতে দিল বাড়ি নিসান কৈল খাড়া ॥ সম ইয়ার পাঠায় লোক জানিতে মাজেরা * কিস্তিতে আসিয়া পুছে নৃপ শুন তরে ॥ কোথাকার সাহাজাদা জাবে কোথা কারে * সাহার কিঙ্করে বলে সোন সমাচার ॥ সাহা সাম

ইয়ারের সুত মালিক ইহার * সাহা জামাল বলি নাম হয় মালিকের ॥ জাইয়া নৃপের আগে বল তুমি ফের * এত শুনি কিঙ্কর গন চলে ত্বরাতর ॥ নৃপকে যাইয়া বলে সাহার খবর * সুনি নৃপের আনন্দের নাহিক শুমার ॥ মন্ত্রি পাঠাইল নৃপ আনিতে কুমার * আগে বাড়ি সুত তরে বাটিতে আনিল ॥ দেখি নৃপ হরিসিত মহিত হইল * রানি অতি তুষ্ট হল পুত্র বধুনিয়ে ॥ মন্ত্রি বাটিতে চলে পুত্র বধুনিয়ে আকাছ আর চন্দ্র বানু মন্ত্রি বর নিয়া ॥ আপনা পত্রির কাছে দিলেন শুপিয়া * পুত্র বদুপেয়ে মন্ত্রি হরসিত হল ॥ কি কিরুপে কোথায় ছিল বাক্য লাপ হল * এখানেতে সাহা গোল নৃপ রানি আর ॥ বাক্যলাপ আনন্দিত গম নাহি আর * আনন্দেতে সাহা ইয়ার পুত্র বধুনিয়া ॥ গুজরান করেন শুখে তক্তে বার দিয়া * মহাম্মদ আরেফ বলে ওহে নৃপশুত কোমল বাক্য বলি মরে করহে রুখছত * তেরা আদি অন্ত হেতা করিলাম সায় ॥ তবে কেন নাহি দিবে আমাকে বিদায় তাম্মাম হইল কেচ্ছানাহি আছে আর ॥ দুই ইদের দরমিঃআন দিন শুক্রবার * সাল মোবারক আর নেক বক্ত দিন ॥ তাম্মাম হইল পুথি সোন২ মোমিন *

* সায়েরের নিবেদন *

পয়ার ॥ অধিনের আরজ মেরা সোন বন্দুগন ॥ মহা কালি গ্রাম বিচে জাহার ভবন ॥ উক্ত গ্রামে মহাজন নামি নাম দার ॥ সর্ব্বদা শ্নেহ করে উপরে আমার * আতাউল্লা মুন্সীর পুত্র নোয়াব আলি নাম ॥ মেহের বানি নেক চলা তাওাজু তার কাম * পিতা শর্গ পুরে গেল ভাবিনু নিদান তানে প্রভু মিলাইল পিতার সমান * তাঁহার গুনের কথা ব্যাক্ষা করা ভার ॥ তান হক আদায় করা যুজ্জ কি আমার আইনদ্দিন মিয়ার পুত্র আবদুর রহিম ॥ মহাকালি গ্রাম বিচে হামেসা কাইম * তিনি ও আমার প্রতি সহায় সদায় ॥ তাহার তারিপ যত বলননা জায় তাহার কনিষ্ট তিন আছে

বেরাদর ॥ করিম বক্স, মালাউদ্দিন দোন সহদর * আলাউ-দ্দিন বলি নাম ছোট সবাকার ॥ ইহারা সকলে মেহের বানি করে মর * ভোলা নিবাসি মুনসী আবদুল গফুর ॥ হাতে-মের মত ছখি জগতে মাঝার * তাহার গুনের কথা বলা না জায় ॥ জেছা মানি তেছা ধনী তেছা নেকরায় * বিদ্যা বুদ্ধি আকল ফেকেরেতে বিক্ষাত ॥ নেক চাল সর্ব্বদায় দেল ছাখাওয়াত * পরের ভালাই ছেওয়া কাম নাহি তার ॥ গরির মিছকিন দিগে করেন পিয়ার * আর২ বন্ধু গন যত দোস্ত দার ॥ সবার লিখিলে নাম কেচ্ছো হবে তার * দোস্ত গনের নাম জদি করিব প্রচার ॥ দোছরা দপ্তর এবং হইবে শুমার * আয় আল্লা পাক সাই সবা কারপর ॥ সর্ব্বদা রাখিবে তুমি মেহের নজর * দুনিয়াতে ধনে জনে পুন্য কাজে রাখিবে উল্লাস ॥ পর কালে হয় জেন বেহেস্তেতে বাস * হামেসা খোসাল জেন থাকে যে সকলে ॥ এই নিবেদন করি তেরা পানা তলে * মা বাপ ওস্তাদ পির বুজগোগণ যত ॥ ছের নোয়ায়ে কদমেতে ছালাম সত২ *

* এস্কের বয়ান *

সোন২ মমিন গন জত দোস্ত দার ॥ দুই মত এস্ক জারি ভুবণ মাজার * খোদার আসক যেই নাম তার ছাদেক ॥ আওরত লাগিয়া মজে নাম তার ফাছেক * বিনা এস্কে কিছু মাএ ভুমণ্ডেতে নাই ॥ সবা কার এস্ক আছে জানিবে সবাই * পহেলা এলাহি এস্ক জারি করিল ॥ আপনার নুরে আপে আসকে মজিল * সেই নুরে সবা কারে সৃজন করিল মহাম্মদী নুর বলি প্রকাস্য হইল * মহাম্মদ রছুলুল্লার এস্কেতে মজিয়া ॥ যত কিছু বিরাজিত তাহার লাগিয়া * এই হইতে এস্ক জারি আছে সবাকার ॥ জার যে এস্কের কথা সোন সমা চার * চাঁদের আসক দেখ দেহ গোলজার আসকে মজিয়ে থাকে দেখিয়ে বাহার * সাপলার পুস্প দেখ পানি মদ্ধে বাসে ॥ প্রেম যোগে চন্দ্র সাতে রাত্রি কালে

হাসে ※ পতঙ্গ সামাতে দেখ আসক কেছাই ॥ আগুনে পুরিয়া পতঙ্গ জলি হয় ছাই ※ লাইলী মজনু পানে কেছা প্রেম ছিল ॥ আসকে দেওয়ানা হয়ে জঙ্গলেতে গেল ※আপনা জনক পিতা তারেনা চিনিল ॥ তৎপর জঙ্গলেতে এস্কেতে মজিল ※ সিরি ফরহাদ এস্ক তেছাই আছিল ॥ ইব্রাহিম ছারা পানে তেমুন আছিল ※ জলেখা ইউছফের এস্কে কেমুন মজিল ॥ বাদসার দুহিতা হয়ে যেন্দানেতে গেল ※ জামি ও তাস মানে যদি এস্ক নাথাকিত ॥ বেগর খোটিতে আস-মান গিরিয়া জাইত ※ বুলবুল গোলের সঙ্গে প্রেমে মত্ত হয়ে চেহেং রব করে পুষ্প পানে চায়ে ※ এক এস্ক এক ভাব হয় জার ভাই ॥ তাহাকে ফাছেক এস্ক বলা নাহি চাই ※ দুই চারি ভাব হয় কতে কের পর ॥ ফাছেক আসক তাহা কি কি তাবে খবর ※ এক ছাড়ি অন্য পানে দায় আরবার এমুন এস্কের পরে লানত হাজার ※ মহাম্মাদ আরেফ বলে ওহে পরওয়ার ॥ এথা সেতা তরাইবে আমি গুনা গার ※

--※) ※ (※--

※ শেষ কথা ※

যাহার উৎসাহে এই কিচ্ছা রচন ॥ মন দিয়া শুন সবে তার বিবারন ※ বৈদ্যের বাজার থানার অধিন নও পাড়াতে ঘর ॥ লক্ষ্যা নদীর পুর্ব্ব পাড়ে ডেমরা বরাবর ※ মির মনি রুদ্দিন নাম জগত প্রচার ॥ জামদানী সাড়ির পেসা সদা সর্ব্ব দার ※ নেক নাম নেক জাত নেকই খাছলত ॥ সত্য অনু সারে করে লোকের মদত ※ আয় আল্লা পাক সাই কাদের রহমান ॥ এথা সেথা তরাইয়ে বেহেস্তে দিযে স্থান ※ তাঁহার ছেফত যদি লিখি বিবরিয়া ॥ দ্বিতিয় দপ্তর হেতা জাবেন বাড়িয়া ※ মম সনে সদা আছে হৃদয়ে হৃদয় ॥ দুই তনু এক প্রান দুই ঠাঁই রয় ※

(সার মর্ম্ম)

কেহ ভবে হাস্য মুখে সুখভোগ করে ॥ দুখের অনল কার বুকের ভিতরে * কেহ ভবে আরহণ করি, করী, হয় ॥ বহিয়া পরো বোঝা কেহ ক্ষীণ হয় * কারপাতে পয়ঃ মধু অপমান পায় কেহ ধরে পর পদে পেটের জ্বালায় * কেহ করে সুকমল শয়নে সয়ন ॥ কেহ করে তরু তলে জামিনী যাপন* নব সুতআস্য হেরি কেহ হাস্য বান ॥ কাহার হৃদয়ে বিদ্ধ পুত্র শোক বান * সরলতা মধু পুর্ণ কারমন পদ্ম ॥ কাহার হৃদয়ে শুধু খলতার সত্ত* দীনের দারূন দুঃখ কেহ দুর করে ॥ কলে বলে ছলে, কেহ পর ধণ হরে * ধর্ম্ম পথে কেহ সদা চালায় চরণ ॥ পাপের বিপিনে কেহ করে বিচরণ * কার চিদা কাশে সদা বোধেন্দু বিকাশে ॥ অমা নিশা তমোমদ কার চিত্তেনাশে * মনে মনোময়ে কেহ হেরে নিয়ন্তর ॥ ভুলিয়া রয়েছে কেহ আপনা অন্তর * নানা লোক নানা রূপ এ' কিরূপ ভাই ॥ হায়রে ভবের খেলা বলি হারি যাই * প্রেমিকের সুখ ব্যাথ্যা শুনিয়া শ্রবণে ॥ প্রেমাশা প্রবল হয় অনেকের মনে* কিন্তু তাঁরা দুঃখযদি ভাবে একক্ষণ॥ তবেকি প্রেমার্থ কার মত্ত হয় মণ * ওহে প্রেমাকাঙ্ক্ষি নব যুবক সকল প্রেম২ করে এত হ'ওনা চঞ্চল * বটে২ এই প্রেম সুখ সুধা ময় ॥ অনেকের ভাগে৷ কিন্তু বিষ ময় হয় * আগে আত্ম পরীক্ষা করহ সাবধানে ॥ পরেতে প্রবৃত্ত হও প্রেম সুরা পানে লভিতে ফনীর মনি যদি থাকে মন ॥ তাব সহ্য হবে কিনা তাহার দংশন * মহাম্মদ আরেফ বলে ওহে পাক সাই ॥ তুমি বিনে এথা সেথা আর লক্ষ নাই *

কেন তারেভুল, সে কি ভুলি ধন। জাননা যে সে তোমার
জীবনের জীবণ ॥ যে তোমায় একক্ষণ, ভুলেনা ভুলেনা
মণ। তাঁরে কি তোমার ভুলা উচিত কখন ॥ভুলিছ তুমিত
তারে, ভুলত যদি সে তোমারে। ছিলে যখন মাতৃ গর্ভে
কি হ' ত তখন ॥

মহাম্মদ আরেফ কৃত ॥

উপহার সুধা।
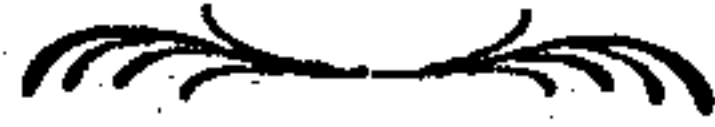
ভোলা গ্রামে একটি বাড়ি বড় ভাগ্য বান ॥ দেখতে সুন্তে ভদ্র লোক গণইয়ের মত কাম ※ তাদের পালে একটি আছে বেজায় বুদ্ধিমান ॥ উচু নিচু দেখেনা সে লম্বা দেহ খান ※ লোকের সহিত মিসেনা সে নিজ পালেই বেশী ॥ দেখতে শুনতে মন্দনাহি রাম ছাগলের খাসী ※ মিথ্যা কথা চোগল খুরি ব্যবসাই তার ॥ দিবশে পরের মাল হরে নেয় আর ※ পথে ঘাটে সয়তানের হইলে মোলাকাত ॥ সেহত পালায়ে জায় মুখে মারি লাত ※ পাল বড়া ভ্রাতা গণ করে ওলা মেলা ॥ কোন গৃহে কেবা রবে ভাবে সন্ধা বেলা রজনিতে ভুল ভ্রান্তি হয় কত কার ॥ গুপ্ত কথা ব্যাক্ত করি লিখিব কি আর ※ এ' স্থানে অল্প পাতে লিখিতে না চাই ॥ সঙ্গ সাত্তির গুষ্টি সহ পুথি লিখব ভাই ※ লিখিব রহস্য কথা যত ইতি জার ॥ গুষ্টি সুদ্দা তুল্‌ব কুষ্টি যত বেহায়ার ※ আর এ জন্মতে এ খানেতে এপর্য্যন্তই থাক রহস্য পাঠে লিখ্‌ব কড়া পৌষ মাসটা জাউক ※ আয় আল্লা পাক সাই রহিম গফ্যার ॥ পাপ থেকে পানা দেহ জত বেরা দর ※ ইষ্ট, মিত্র, ভাই, বন্ধু, বুনিয়াদ, আওলাদ, ॥ পীর বুজ-র্গান, গন আর যে ওস্তাদ ※ দুনিয়াতে ধনে জনে সবা কে বাড়াই ॥ আখেরে জিন্নত মধ্যে দিবে সবে ঠাই ※ এইত আরজ মম দরগাতে তোমার ॥ সকলের হীন আমি অধম লাচার ※

বিনিত—

খাকছার, মহাম্মদ আরেফ দরজি

আর, টি, মোক্তার

ঢাকা রেজেষ্ট্রারি আফিস

ইং ১১।১১।২২

IMPERIAL

সুচী পত্র ॥

বিজ্ঞাপন।

আমার পীতা ছাহেব এই পুস্তক রচনা করিয়া স্নেহের নিদর্শন সরুপ হেবা দিয়াছেন অতএব সর্ব্ব শ্রেণীর ভ্রাতা গনের প্রতি নিবেদন এইযে আমার বিনা অনুমতিতে এই গোল জারে বোস্তান নামক পুথি কেহ ছাপা করাইতে বা ছাপিতে চেষ্টা করিবেননা। যদি কেহ ছাপেন বা ছাপাকরান বা কোন প্রকার নকল করিয়া উক্ত নামদেয় পুস্তক প্রকাস করেন তাহইলে আমার সম্পুর্ণ খেশারতের দায়ী ও কেয়ামতের দিন লাষয়াব হইতে হইবে ইতি। ১-১-২৩

বিনিত

এম, এম, ইউ, রহমান দরজি

মোং মহাকালী পোঃ রমনা, ঢাকা

এই কেতাব আমার নিজ বাড়ি ও অন্যান্ন কেতাবের-দোকানে পাইবেন।

মহাম্মদ মতি উর রহমান দরজি।

ছাপাখানা।

আমাদের একটি ছাপাখানা আছে। ইহাতে আরবী, ফার্সী উর্দ্দূ, ইংরেজী ও বাঙ্গালা ছাপার কার্য্য সুন্দররূপে সস্তায় ও অল্প সময়ে ফরমাইস মত সম্পন্ন হয়। এখানে চেক দাখিলা, পুস্তক, নিমন্ত্রণ-পত্র, প্রীতি-উপহার, নানারূপ বিজ্ঞাপন অভিনন্দন পত্র ইত্যাদি নানা রকম সুন্দর বর্ডার ও লতফুল পাতা দ্বারা সজ্জিত করিয়া অতি সুদৃশ্যরূপে ছাপিয়া থাকি।

ঠিকানা চকবাজার, ঢাকা।